

প্রকাশক : শ্রী হুগ্গির সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০

মুদ্রক : বাদল রায়
বিশ্বাসাগর প্রেস
১২ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশকের নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বহুকাল পূর্বে অনুভব করিয়া কবি-পত্নী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত মহাশয়ার অনুমতি যথাকালে গ্রহণ করিয়া-ছিলাম, কিন্তু নান অনিবার্য কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৯৩০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান বর্ষে দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে নূতন কয়েকটি কবিতা সংযোজিত ও মূল গ্রন্থগুলি দেখিয়া পাঠ সংস্কার করা হইয়াছে। এই কার্যে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রিয় কবি। তাঁর কাব্য-সঞ্চয়ন যে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সমাদার লাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই।

এই সংগ্রহের জন্ম আমরা অনেকের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নির্বাচন করিয়া স্বর্গত সুহৃদের উদ্দেশ্যে প্রীতি-অর্থ নিবেদন করিয়াছেন। চারুবাবু কবির মৌলিক রচনা ও সুরেশবাবু অনূদিত কবিতাগুলি চয়ন করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান মুদ্রণ-ব্যাপারে নানারকমে শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় আমাদের বহু সাহায্য করিয়াছেন। সেজ্ঞা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের নামকরণ কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের।

কবি-পরিচয়

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মাতুলালয় নিমতা গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—রজনীনাথ দত্ত ; পিতামহ—মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। শৈশবাবধি সত্যেন্দ্রনাথের পাঠে 'যরূপ' অমুরাগ ছিল, পাঠ্য পুস্তকে সেরূপ ছিল না। তিনি ১৮৯৯ সনে কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগে, এবং ১৯০১ সনে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষাদানের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার বিবাহ হয়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার পর তিনি আর বিজ্ঞানলয়ে যান নাই, মাতুলের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ব্যবসায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেও অতি অল্পদিনের জন্ত। তিনি বলিতেন, “ব্যবসায় ত’ অর্থোপাঙ্গনের জন্ত, অর্থে আমার কি প্রয়োজন?” সত্যেন্দ্রনাথ সোৎসাহে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবাবধি কবিতাপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরেই তাঁহার কবিতা রচনার সূচনা। চাত্রাবস্থায়, ১৯০০ সনে, তাঁহার প্রথম পুস্তক ‘সবিতা’ গোপনে মুদ্রিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তিনি আত্ম প্রকাশ করেন; স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ‘সাহিত্যে’ (ফাল্গুন, ১৩০৮) তাঁহার “দেখিবে কি (ভল্টেরার হইতে)” কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার আসন স্থানির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি বিবিধ ছন্দের প্রবর্তন করিয়া কাব্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ৪১ বৎসর বয়সে, ১৯২২ সনের ২৫এ জুন অকালে তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির একটি কালাহুত্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। তালিকায় যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সকলিত ‘মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা’ হইতে গৃহীত।

গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

১। **সবিতা** (কাব্য—পৃ: ২৬) ১৩ই জুন, ১৯০০ ; ২। **সন্ধিক্ষণ** (কাব্য—পৃ: ১৩) ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ ; ৩। **বেণু ও বীণা** (কাব্য—পৃ: ১৫০) ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬—ইহার ২য় সংস্করণে ‘সন্ধিক্ষণ’ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; ৪। **হোমশিক্ষা** (কাব্য—পৃ: ১৫৭) ১২ই অক্টোবর ১৯০৭—কবির প্রথম উত্তম ‘সবিতা’ এই গ্রন্থের প্রথম কবিতারূপে স্থান পাইয়াছে ; ৫। **তীর্থ-সলিল** (কাব্য—পৃ: ১৭৫+১৮০) ২০এ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ ; ৬। **তীর্থরেণু** (কাব্য—পৃ: ২০১+৮০) ১৯এ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ ; ৭। **ফুলের ফসল** (কাব্য—পৃ: ১০৫) ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১ ; ৮। **জন্মদুঃখী** (উপন্যাস—পৃ: ১৬১) ২০এ জুলাই, ১৯১২—নরওয়ের ঔপন্যাসিক Jonas Lie-রচিত “Livss-laven” নামক উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত ; ৯। **কুছ ও কেকা** (কাব্য—পৃ: ১২৭) ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২ ; ১০। **চীনের ধূপ** (নিবন্ধ—পৃ: ৬৪) ৫ই অক্টোবর, ১৯১২ ; ১১। **রক্তমল্লী** (নাটক—পৃ: ১৩৯) ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩ ; ১২। **তুলির লিখন** (কাব্য—পৃ: ১৮০+১) ২২এ আগস্ট, ১৯১৪ ; ১৩। **মণি-মঞ্জুষা** (কাব্য—পৃ: ২৬৮) ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ ; ১৪। **অভ্র-আবীর** (কাব্য—পৃ: ২৪০) ১৬ই মার্চ, ১৯১৬ ; ১৫। **হসন্তিকা** (ব্যঙ্গ কবিতা—পৃ: ৮৮) জাণুয়ারি, ১৯১৭ ; ১৬। **বারোয়ারি** (উপন্যাস—ইহার ২৯-৩২ পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ ২০০—২৩৪ পৃ: সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত) ৩রা মে, ১৯২১।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৭। **বেলা শেষের গান** (কাব্য—পৃ: ১৭৩) ১৯এ অক্টোবর, ১৯২৩ ; ১৮। **বিদায় আরতি** (কাব্য—পৃ: ১৯১) ২রা মার্চ, ১৯২৪ ; ১৯। **ধূপের ধোঁয়ায়** (নাটিকা—পৃ: ১০০) ১২ই জুলাই, ১৯২৯ ; ২০। **কাব্য-সঞ্চয়ন** (নির্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ—পৃ: ২৪৬+৩) ২৬এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ ; ২১। **সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা** (নির্বাচিত কবিতা-সংগ্রহ—পৃ: ৭৮) ইং ১৯৪৫।

সূচী

রূপ ও প্রেম	১
ডাক টিকিট	১
কোন্ দেশে	২
বঙ্গ জননী	৪
'কুস্থানাদপি'	৪
• 'রম্যাপি বীক্ষা'	৫
• পাক্ষীর গান	৬
• গ্রীষ্মের সুর	১২
• রিক্সা	১৪
• যক্ষের নিবেদন	১৫
কাশ ফুল	১৬
পদ্মার প্রতি	১৭
বর্ষা	১৮
তখন ও এখন	১৯
সিংহল	২০
• পাগ্‌লা কোরা	২১
• শূন্য	২৩
• মেঘের	২৪
সাগর তর্পণ	২৪
• ছেলের দল	২৬
• আমরা	২৭
গান	৩০
সুদূরের বাজী	৩১
নমস্কার	৩২
গ্রীষ্ম-চিত্র	৩৩
ভাঙ্গলী	৩৪
গদ্যের প্রতি	৩৫
• বারানসী	৩৬

• নিবেদিতা	৩৯
• কালোর আলো	৪০
আবার	৪২
আমন্ত্রণী	৪২
আফিমের ফুল	৪৩
তোড়া	৪৪
চম্পা	৪৫
কিশোরী	৪৬
ফুল-দোল	৪৮
পারিজাত	৫০
বিহ্বাৎপর্ণা	৫১
সবুজ পরী	৬০
পিয়ানোর গান	৬২
দোসর	৬৪
• তাতারসির গান	৬৬
তাজ	৬৮
কবর-ই-নূরজাহান্	৭৪
• জাতির পাতি	৮০
জর্দাপরী	৮৬
• গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি	৮৭
লাল পরী	৯২
ইলশে গুঁড়ি	৯৫
বর্ষা-নিমন্ত্রণ	৯৭
নীল পরী	৯৮
চিত্রশরৎ	৯৯
সমুদ্রাষ্টক	১০০
সিদ্ধু-তাওব	১০১
আত্মদায়িক	১০৪
মনীষী-মঞ্চল	১০৬
বৈকালী	১০৮

। আট ।

মহাসরস্বতী	১১৩
রাত্রি বর্ণনা	১১৬
। অমল-সদয়া কাব্য	১১৭
রাজা ভড়ং	১১৯
সর্বশী	১২১
সিগার-সঙ্গীত	১২২
কেরাণী-স্থানের জাতীয় সঙ্গীত	১২৬
য়েজ্‌কী	১২৭
করাধু	১২৮
একটি চামেলির প্রতি	১৩৩
বর্ষ-বোধন	১৩৪
বড়-দিনে	১৩৬
চরকার গান	১৩৯
। সেবা-সাম	১৪১
মূরের পাল্লা	১৪৪
। গিরিরাণী	১৪১
ঝণা	১৭৭
জৈষ্ঠী-মধু	১৫৯
সিংহবাহিনী	১৬০
মৃতি-মেথলা	১৬১
প্রণাম	১৬২
ভোরাই	১৬৩
রাজা-কারিগর	১৬৪
সাবাই	১৬৮
যুক্তবেণী	১৭০
ছন্দ-হিরোল	১৭২
বৃক্ষ-পূর্ণিমা	১৭৩
নমস্কার	১৭৫
গান্ধিজী	১৭৭
অম্বা-হোম	১৮৫

আখেরী	১৮৬
বিহ্যৎ-বিলাস	১২১

অনুবাদ

মাজলিক—অধর্কবেদ	১২৭
শিশু-কন্দর্পের শাস্তি—আনাক্রেয়ন্	১২৭
ষোঁবন-মুখা—জেবুন্সি	১২৮
পথের পথিক—হুইটম্যান	১২৮
বালিকার অমুরাগ—চীনদেশের ‘শী-কিং’ গ্রন্থ	১২৯
গোপিকার গান—টেনিসন	১ ২
প্রেমের ইন্দ্রজাল—তামিল কবিতা	২০০
জোবেদৌর প্রতি হুমায়ুন—সরোজিনী নাইডু	২০১
মিলন-সঙ্কেত—শেলি	২০২
প্রিয়া যবে পাশে—হাফেজ	২০৩
সাগরে প্রেম—তেয়োফিল গতিয়ে	২০৩
নিষ্ঠুরা সুন্দরী—কৌট্‌স্	২০৫
প্রাচীন প্রেম—রুঁসাল্‌দ	২০৭
জীবন-স্বপ্ন—এড্‌গার অ্যালেন্‌ পো	২০৭
দিবা-স্বপ্ন—ওয়াড্‌সোয়ার্থ	২০৮
মৃত্যুরূপা মাতা—বিবেকানন্দ	২০৯
চিঠি—রেক্সফোর্ড	২১০
গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে—লেক্‌ং-দে-লিল্	২১০
শিশিরের গান—পল্‌ ভার্লেন্	২১১
শ্রোতে—লি-পো	২১২
সঙ্ক্যার স্বর—বদলেয়ার	২১৩
সঙ্কেত-গীতিকা—ভিক্টর হগো	২১৪
‘প্রেম’—এলিজাবেথ্‌ ব্যারেট্‌ ব্রাউনিং	২১৫
বাসন্তীর স্বপ্ন—ৎসেন-ৎসান	২১৫
পতিতার প্রতি—হুইটম্যান	২১৬
ত্রিলোকী—সুইনবার্ণ	২১৭

মহাদেব—আল্ফ্রেড লায়াল	...	২১৯
পুকুর বাগিচা—মার্সেলিন ভালমোর	...	২২০
ছেলেমানুষ—আজ্ঞে শেনিয়ে	...	২২১
চায়ের পেয়ালা—লো ভুং	...	২২২
বাঘের স্বপন—লেকঁৎ-দে-লিল্	...	২২৩
চাদনী রাতের চাষ—মিস্ত্রাল্	...	২২৪
যোগাভা—তরু দত্ত	...	২২৬
পরীর মায়া—লেকঁৎ-দে-লিল্	...	২৩৬
বর ভিক্ষা—নোগুচি	...	২৩৮
সংসারের সার—ব্রাউনিং	...	২৪০
‘রহসি’—নোগুচি	...	২৪১
যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে—এমিল্ ভ্যারহায়রেন্	...	২৪২
ভাজের প্রথম প্রশস্তি—সম্রাট মাজাহান	...	২৪৩
বক্সিমচন্দ্র—অরবিন্দ ঘোষ	...	২৪৪
স্বরূপের আদ্যোপ—য়েটস	...	২৪৫
গোলপে-গুচ্ছ—ব্রাউনিং	...	২৪৭
কবাইয়াৎ—ওমর খৈয়াম	...	২৪৮

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
 বাজাইল বজ্রভেরী । হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
 তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরিগাথায়
 বুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;
 বর্ষে বর্ষে এদোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
 বিছাৎ নাচন গানে, সে আজ ললাটে কর হানি
 বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-পরে ।
 আশ্বিনে উৎসবসাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
 শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে ;
 প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
 ভালে তব বরণের টিকা ; কবি, আজ হতে সে কি
 বারে বারে আসি তব শূণ্য কক্ষে, তোমারে না দেখি
 উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশিরসঞ্চিত পুষ্পগুলি
 নীরবসংগীত তব দ্বারে ?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
 এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে । তাই তারে
 সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্যনব সংগীতের হারে ।
 অন্মায়, অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ
 কুটিল কুৎসিত ক্রুর, তার 'পরে তব অভিষাপ
 বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্ৰবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম—
 তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
 করুণ কোমল । তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-পরে
 একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে ।
 সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
 তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্ত্ররবে,

কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে । বজ্রের অঙ্গনতলে
 বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
 সেখা তুমি ঐকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
 আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
 দিয়েছ সংগীত তব ; কাননের পল্লবে কুসুমের
 রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার । বঙ্গভূমে
 যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি-অবসানে
 নিঃশব্দে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
 নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
 অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
 জয়মালা বিরচিয়া—রেখে গেলে গানের পাথেয়
 বহ্নিতেজে পূর্ণ করি ; অনাগত যুগের সাথেও
 ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
 গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
 সত্যের পূজারি ॥

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
 দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
 দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
 দূরকালে । তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
 মূর্তিহীন । কিন্তু, যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
 অম্লক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
 কোথায় সাক্ষনা । বন্ধুমিলনের দিনে বারম্বার
 উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
 প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্মে, শ্রদ্ধায়,
 আনন্দের দানে ও গ্রহণে । সখা, আজ হতে, হায়
 জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
 তুমি আস নাই বলে ; অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া

করণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাশু প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে ॥

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অঙ্ককারে
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই—আজি বাধা কি গো স্ফুটিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকে
আলোকে সম্মুখে তব—উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে । সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রু-সাথে-মিলিত-মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষন্ন মূর্ছনা ;
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা ॥

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশাস্তুর নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বোজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্মরণে
ইঙ্গিত করেছে মোরে । পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টির দিনে । সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশরসুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের । নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে করে আমি ওই খেয়া-’পরে করি ভর—
না জানি সে কোন্ শাস্ত শিউলি-ঝরার গুরুরাতে,
দক্ষিণের দোলালাগা পাখীজাগা বসন্তপ্রভাতে,

নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণদিনে, প্রাণের
ঝিল্লিমস্ত্র-সম্বন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্রাবনের
অশাস্ত নিশীথরাতে, হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলিগুণ্ঠনতলে ॥

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অমুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে ।
আজ তুমি গেলে আগে , ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত কবি, মুহূর্তের মাঝে ।
গেলে সেই বিশ্বচিন্তালোক যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বাণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায় ।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে । যেমনি অপূর্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখ
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত—আশা করি, মর্তজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শাস্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্তলোকের দ্বারে—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

କାବ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧନ

রূপ ও প্রেম

রূপ ত' হাভের লেখা, প্রেম সে রচনা ;
 রূপহীনা নহে প্রেমহীনা ।
 লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবে না কাব্য-মধু ?
 প্রেম—ব্যর্থ হবে রূপ বিনা ?
 কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো কেয়ানী মূহুরী ?
 প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী ?
 কুরূপে—নয়ন বিনা কেহ ত করে না ঘৃণা,
 প্রেম যা'র হৃদয় যে তা'রি ।
 চাঁদের কিরণ সে ও লুটে তার পায়.
 মলয়া সে কুস্তল দোলায়,
 ঘোবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের 'পরে,
 মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায় !
 তবে ফিরায়ে না অশি কুরূপ বলিয়া,
 যেয়ো না গো চরণে দলিয়া,
 নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে
 প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া ।

ডাক টিকিট

ডাক টিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি
 যদি তা' পুরানো হয়—ব্যবহার করা,
 ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা, স্বদেশী, বিদেশী ;—
 তা' সব পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !

বৃক্সরাজ্য, চিলি, পেরু, কিভি দ্বীপ হতে,—
 মিশর, হুগান, চীন, পারস্ত, জাপান,
 তুর্কী, কব, ফ্রান্স, গ্রীস হ'তে কত পথে
 এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত যান !
 কেহ অ'কিয়াছে বৃকে—নব সূর্য্যোদয়,
 শান্তিদেবী—কা'র বৃকে—তুষার-পর্কত,
 হংস, জেব্রা, বকরণ, শকুনি, সর্পচর,
 কার' বৃকে রাজ্য, কার' মানব মহত ;—
 যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
 দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যাস্ত, ফিনিক্স, নিশান,
 ময়ূর, হরিণ, কপি, বাঘ, জলযান,
 দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিধাণ !
 কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা !
 কেহ বা এসেছে মাথি' পার্থিনন-ধূলি !
 নায়েগ্রা-গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—
 এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি !
 কেহ বা এনেছে কার' কুশল-সংবাদ—
 মাথি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চূষন !
 কেহ বা পেতেছে নব বাগিচের ফাদ ;
 কেহ অনাদৃত, কারো আদৃত জীবন !
 সকলগুলিই আমি ভালোবাসি, ভাই,
 সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাই !

কোন দেশে

[বাউলের হর]

কোন দেশেতে তরুলতা—

সকল দেশের চাইতে শ্রামল ?

কোন দেশেতে চলতে গেলেই—

দ'লতে হয় যে দুর্ঝা কোমল ?

কোথায় ফলে সোনার ফসল,—

সোনার কমল ফোটে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্রামা—

ফিড়ে গাছে গাছে নাচে ?

কোথায় জলে মরাল চলে—

মরালী তার পাছে পাছে ?

বাবুই কোথা বাসা বোনে—

চাতক বারি যাচে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—

আকুল করি' তোলে প্রাণ ?

কোথায় গেলে শুনতে পা'ব—

বাউল হুঁরে মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—

কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের হৃদিশায় মোরা—

সবার অধিক পাই রে দুখ ?

কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—

বেড়ে উঠে মোদের বুক ?

মোদের পিতৃপিতামহের—

চরণ ধূলি কোথা রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

বঙ্গ জননী

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিল বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা ঘুমায় বৃকে !
ঢল ঢল নয়ন যুগল জল ভরে প'ড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল ঢুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলে আছে চুমি' ?
কে মা তুই কে মা শ্রামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?
মা তোর স্নেহের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্ন-স্থখা গরল হ'য়ে ফিরে আশে মোদের পাশে,
বনে কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে চেয়ে,
অন্ন বসন বিহনে হয়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে ।
বল মা শ্রামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙবে নাকি ?
ধন্য হ'তে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?
ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি !
চরণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর আগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি—ছুইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মুক্তি ধর—শ্রামাবিনী—বঙ্গভূমি !

‘কুস্থানাদপি’

স্বাগত, স্বাগত, বারাদনা !

তুমি কর ভাব-উপদেশ ;

সোনা যে সকল ঠাই সোনা,

যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ ।

পীড়া পেলে পথের কুকুর,

হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—

ব্যথা তা'র করিবারে দূর,

প্রাণ ঢেলে সেবি'ছ নিরত !

‘রম্যাণি বীক্ষ্য’

৫

উঠিছে সে ষসিয়া, ষসিয়া,
উজ্জ্বল উদ্গত নয়ন ;
ষসিয়া—ষসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমার’ যে তাহারি মতন ।
হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
ক্লম-দৃষ্টি—উত্তর তাহার !
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার ?
দেখি’ তোর ভাব আঙ্গিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,
বৃদ্ধ—তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের ক্ষণেকের তরে !

‘রম্যাণি বীক্ষ্য’

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে !
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !
আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো—
আজ হেথায় কিসে এল ?
আরেক সঁঝের গান,
ফিরে আগায় যেন তান ;
তারার বনে পরাণ হ’ল সারা !
এ যেন নয় গীতি,
এ যেন নয় আলো,

কাব্য-সঞ্চয়ন

তবু দোলার মনে নিতি,
 তবু কেমন লাগে ভাল,—
 মন যে মগন তা'তে,
 কাণ্ডন-মধু-রাত্রে,
 মন চিনেছে আকাশ-ভরা তার,—
 পেয়েছে আজ চাঁদের যা'রা ধারা।
 বিচিত্র ওই আকাশ
 দেয় নূতন কত আশ্বাস,
 উবার আলো বাতাস—
 যেন, শেকালিকার স্রবাস—
 যেন, তারার বনে লেগেছে,
 চোখে আমার জেগেছে ;—
 মুক্ত রে আজ মর্ত্য-ভুবন-কারা !
 তারার বনে মন হয়েছে হারা !

পাকীর গান

পাকী চলে !
 পাকী চলে !
 গগন-তলে
 আগুন জলে !
 শুক গায়ে
 আতুল গায়ে
 যাচ্ছে কারা
 রৌদ্রে সারা !
 ময়রা মৃদি
 চক্ৰ মৃদি'
 পাটায় ব'সে
 ছলছে ক'সে !

ছুধের চাহি
 শুবছে মাছি,—
 উড়ছে কতক
 ভন্ ভনিরে।—
 আসছে কারা
 হন্ হনিরে ?
 হাটের শেবে
 কক্ষ বেশে
 ঠিক দুপুরে
 ধায় হাটুরে !

কুকুরগুলো
 শুকছে ধুলো,—
 খুকছে কেহ
 ক্লান্ত দেহ।
 ঢুকছে গরু
 দোকান-ঘরে,
 আমের গন্ধে
 আমোদ করে।

পাকী চলে,
 পাকী চলে—
 ছল্‌কি চালে
 নৃত্য ভালে !
 ছয় বেহারা,—
 জোরান তারা,—
 গ্রাম ছাড়িয়ে
 আগ বাড়িয়ে
 নামল মাঠে
 তামার টাটে !

তপ্ত তামা—
 যায় না থামা,—
 উঠছে আলো
 নামছে গাঢ়ায়,—
 পাকী দোলে
 ঢেউয়ের নাড়ায় !
 ঢেউয়ের দোলে
 অঙ্গ দোলে !
 মেঠো জাহাজ
 সামনে বাড়ে,—
 ছয় বেহারার
 চরণ-দাঁড়ে !

কাজলা সবুজ
 কাজল প'রে
 পাটের জমী
 বিমায় দূরে !
 ধানের জমী
 প্রায় সে নেড়া,
 মাঠের বাটে
 কাটার বেড়া !

'সামাল' হৈকে
 চল্ল বৈকে
 ছয় বেহার,—
 মর্দু তারা !
 জোর হাঁটুনি
 খাটুনি ভান্নি ;
 মাঠের শেষে
 তালের সান্নি।

তাকাই দূরে,
 শূন্নে ঘুরে
 চিল কুকায়ে
 মাঠের পারে।
 গরুর বাখান,—
 গোয়াল-খানা,—
 ওই গো! গাঁয়ের
 ওই সীমানা!
 বৈরাগী সে,—
 কষ্টী বাঁধা,—
 ঘরের কাঁখে
 লেপছে কাদা;
 মটকা থেকে
 চাবার ছেলে
 দেখছে—ভাগুর
 চক্ষু মেলে!—
 দিচ্ছে চালে
 পোয়াল শুছি;
 বৈরাগীটির
 মৃতি শুচি।

পঞ্চজাপতি
 হলুদ বরণ,—
 শশার ফলে
 রাখছে চরণ!
 কার বহুড়ি
 বাসন মাঝে?—
 পুকুর ঘাটে
 ব্যস্ত কাজে;

কাব্য-সঞ্চয়ন

এটো হাতেই
হাতের পোছায়
গানের মাথায়
কাপড় গোছায়!
পাকী দেখে
আসছে ছুটে
জাংটা খোকা,—
মাথায় পুটে!

পোড়োর আওরাজ
যাচ্ছে শোনা;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরুমশাই
দোকান করে!

পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে,
ছাগল চরে।

আমের শেষে
অশখ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুলী জলে;
টাটকা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ঘোঁরা
ক্যান্সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
 ছাড়িয়ে, ফিরে
 পাকী মাঠে
 নামূল ধীরে ;
 আবার মাঠে,—
 তামার টাটে,—
 কেউ ছোটো, কেউ
 কষ্টে হাঁটে ;
 মাঠের মাটি
 রৌদ্রে ফাটে,
 পাকী মাতে
 আপন নাটে !

শব্দ চিলের
 সঙ্গে, যেচে—
 পাল্লা দিয়ে
 মেঘ চলেছে !
 তাতারসির
 তপ্ত রসে
 বাতাস সাঁতার
 দেয় হরষে ।
 গঙ্গা ফড়িং
 লাফিয়ে চলে ;
 বাঁধের দিকে
 সূর্য্য ঢলে ।

পাকী চলে রে !
 অন্ধ ঢলে রে !
 আর দেরি কত ?
 আরো কত দূর ?

“আর দূর কিগো ?

বুড়ো শিবপুর

ওই আমাদের

ওই হাটতলা,

ওরি পেছুখানে

ঘোষেদের গোলা।”

পাকী চলে যে,

অঙ্গ টলে যে,

তুর্ধা ঢলে,

পাকী চলে!

গ্রীষ্মের সুর

হায়!

বসন্ত ফুরায়!

মৃদু মধু মাধবের গান

ফসল সম লুপ্ত আজি, মুহূর্তমান প্রাণ।

অশোক নির্ঝাল্য-শেব, চন্দ্রা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,

ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মৃদুমুহূঃ কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে।

দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জল-জাজল-অনিমিত্ত,

নিঃশ্বসিছে, নিঃশ্ব হাওয়া, ছত্যাশে মুচ্ছিত দশ দিক্!

রৌদ্র আজি রক্ত ছবি, আকাশ পিকল,

ফুকুরিছে চাতক বিহ্বল,—

খিন্ন পিপাসায়;

হায়!

হায়!

আনন্দ ধরায়

নাহি আনন্দ আনন্দের লেশ,

চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ অগ্নি, চারি দিকে ক্লেশ।

সংবর ও মূর্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর!

অগ্নি-চক্ৰ অথ তব মূর্তি বৃষ্টি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর?

সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,

তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে,—

পঙ্কিল পঙ্কলে পিয়ে গোস্পদে ও কূপে,

গুপ্তে রস—তাও পিয়ে চূপে!

তৃপ্তি নাহি পায়!

হায়!

হায়!

সাস্ত্রনা কোথায়?

রৌদ্রের সেন রক্ত আলিঙ্গনে

জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উদ্ভা-মনে;

আশাহত কুরু লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,

ময়ূরের বর্ষ সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায়!

হৃদয়তলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নিকণা করে,

হাতে মাখে ধুনি জালি' বহ্নিধরা কুচ্ছ ব্রত করে;

ওঠে না অনিন্দ্য চর অমোঘ প্রসাদ,—

দেবতার মূর্ত আশীর্বাদ,—

দীর্ঘ দিন ব্যয়,

হায়!

হার!

হৃদয় শুকাই!

অন্তরে আনন্দ নাই, চোখে নাহি জল

শুক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,

বিস্তৃত হৃৎকের বাদ হৃদি অহুঃশুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ
কে করিবে অহুঃযোগ? দেবতার কোপ; কোথা বা করিবে অহুঃযোগ?

চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃশ্ব নিরুৎসাহযোগ!

নাহি বাস্পবিন্দু নভে,—বরষা হৃদয়;

দম্ব দেশ ভ্রমায় আতুর,

ক্লান্ত চোখে চায়;

হার!

রিক্তা

[মালিনী হৃদয়ের অহুঃকরণে]

উড়ে চলে গেছে বুলবুল,

শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর;

ফুরায়ে এসেছে ফাস্তন,

যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,

উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্বল;

ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর

মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিকণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ

পুষ্পহীন শুক ফুলে?

আগিবে কি ফিরে উৎসব

ধিন্ন এই পুষ্প গুলে?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির

কাকনের মৃতি চূর্ণ,

বেলা চলে গেছে সন্ধ্যার,—

লাহনার পাত্র পূর্ণ।

যক্ষের নিবেদন

[মল্লিকার্দ্বীপের অমুকরণে]

পিঙ্গল বিহ্বল বাখিত নভস্তল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি' আজ মস্ত-মস্তর বচন কও ;
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুষন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক,
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক ;
গ্রীষ্মের হোক শেষ, ভরিয়া সাহুদেশ ত্রিধ্ব গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়িয়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মুর্ছার মস্তুর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস !
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মোন কোন্ হর বাজায় মন,
যক্ষের পঙ্কর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন !

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজা ! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের যুচাও তুল !

নিষ্ঠুর যক্ষের, নাহিক কপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুজান দুজনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা নয় সেই কতই ক্রেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বৃকে ব্য, পাংশু কুন্তল, মগ্নি বেশ।

বন্ধুর মুখ চাঁও, সখা হে সেখা যাও, দুঃখ দুতর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিষো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
কুন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাঁও তার সলিল-ধার ।

নির্মল হোক পথ, শুভ ও নিরাপদ, দূর-অহুর্গম নিকট হোক,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ অন্ধর জুড়াক চোক ;
চকল খজন-নয়না নারীগণ বধা-মঞ্চল করুক গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ !

পুষ্পের তুফার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যুথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই স্থখ,—হায় গো নাই নাই স্থখের লেশ
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও ;
“বিদ্যায়-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক” বন্ধু ! বন্ধুর আশিস্ লও ।

কাশ ফুল

হোথা	বরষার ঘন-যবনিকাখানি সহসা গিয়েছে খুলি',
হেথা	ঘাসের সাঘর ফেনিল করেছে কাশের মুকুলগুলি !
ওই	তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল আলো ক'রে আছে ধূলি,
যেন	শারদ জোছনা অমল করিতে ধরণী ধরেছে তুলি ।
যেন	রাতারাতি সুখা-ধবলিত করি' দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই	গোপনে স্বপন তুলি লাখে লাখ সহসা উঠেছে জেগে
তারা	কিছু রাখিবে না পাংগু ধূসর কিছু রাখিবে না কণ্ঠ,

তার। আকাশের চাঁদে ফুলাইতে চায়
 আপনার রংটুকু
 তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার
 ধূত-তুলি অতুলি,
 ওগো জোছনায় রং ফুলাইতে চায়
 কাশের ক্ষুদ্র তুলি !

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী স্তম্ভরী!
 হে প্রগল্ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
 তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
 একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাশ্মের কল্লোল তারি মত
 চলিয়াছে তরঙ্গিয়া;—চিরদুঃখ, চির-অব্যাহত।
 ছন মিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
 সীমাহীন অবজায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর!

✓ ক্ষুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদ্রার
 তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।
 উর্ধ্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
 গ্রামিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি'!

অস্তহীন মূর্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সুদীপ্তে;—
 ঝকারিয়া রক্তবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে!
 প্রসন্ন কখনো তুমি, কহু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর;
 দুর্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুঃখের স্বদূর! ✓

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছ্বল, হরস্ত-দুর্বার;
 সগর রাজার ভ্রম্য করিলে না স্পর্শ একবার!
 বর্গ হ'তে অবতরি' খেয়ে চলে' এলে এলোকেশে,
 কিরাত-পুগিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে!

বিশ্বেরে বিহ্বল-চিত্ত ভগ্ন-মনোরথ
 কুখ্য বাক্যাইল শব্দ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ;
 আর্থের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী!
 অনাহুত—অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্তার মত লোক মাঝে,
 ব্যাপ্ত সহস্র ভুল বিপর্যায় প্রলয়ের কাজে!
 দন্ত যবে মূর্ত্তি ধরি' তন্ত ও গুহ্যে দিন রাত
 অঁত্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন; সিদ্ধসখী! হে সাম্যবাদিনী!
 মুখের বলে কীর্তিনাশা, হে কোপনা! কল্লোলনাদিনী!
 ধনী দীনে একাসনে বসায় রেখেছ তব তীরে,
 সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটির;

না জানে স্থপতির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে
 ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্রাবনের তানে,
 নাহিক বাস্তব মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
 অগ্নি স্বাতন্ত্র্যের ধারা! অগ্নি পদ্মা! অগ্নি বিপ্লাবিনী!

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগলি জেগেছে,
 ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে।
 মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাই,
 পাগল মেয়ের আলায় পরিচ্ছন্ন কিছই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
 বিশাল-শাখা পাতার-ঢাকা শালের বনেতে;
 হাঠৎ হেসে বৌড়ে এসে খেয়ালের বৌকে,
 ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে!

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বৃকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিবে বায়;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার কিক্কিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্কিকিয়ে চিক্কিকিয়ে রে!

ময়ূর বলে 'কে গো?' এ যে আকুল-করা রূপ!
ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়', জগৎ রহে চূপ;
পাগলি হাসে আপন মনে পাগলি কাদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।

কোন মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার সঙ্গে হেনেছে,
চমকে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস!

বাদল্ হাওয়ায় আজকে আমার পাগলি মেতেছে;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে!
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃকপাত,
মৃৎ-জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত!

তখন ও এখন

[রচনা]

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক ছলিছে বাদল-বাতাস লেগে;
বনাস্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন ফুটির মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা?
বিপাশ হিম্মার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিম্মায় ভাসে।

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার আলো
 জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনি স্ততার রান্নামালা;
 একশো যুগের বনস্পতি,—বাকল-বাঁকি সকল গায়ে,—
 মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তার—

স্তহার তলে শুমরে কেঁদে আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে
 ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে কক্কসুগের সঙ্গে ছুটে
 শুক বিজন যোজন জুড়ে ঝড়ঝড়ের শব্দ ক'রে
 অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে—

পর্যণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মস্ত হিলাম স্বাধীন স্তখে,
 ছন্দ ছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের ছুখে;
 ব্যক্তি ম'রে মনের ছুখে পূর্ব স্তখে স্মরণ ক'রে;
 ঝারিয় মুখে করার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝ'রে।

চক্ৰী মাহুয চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
 ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে নাইক' নয়্য নাইক' স্নেহ!
 আমি হিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্বিবাদে
 মাহুয ছিল কোন্ স্বদূরে—সাধিনি বাদ তাদের সাথে;

তবুও শিকল পরিয়ে দিয়ে রাখলে আমায় বন্দীবশে
 ক্ষুদ্র মাহুয স্বল্প আয়ু আমায় কিনা বাঁধলে শেষে!
 কোশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে ব'লে
 শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি ক্রমে পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমার চিন্ত যারা বলছে শোনো—'যায় না চেনা!
 বাজবে কবে প্রলয়-বিবাণ?—মুখে আমার উঠছে কেনা!
 বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো?
 রক্ততালে নাচব কবে? তোমরা কেহ বলতে পার?

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে
শূদ্র রেখেছে সংসার গুণ্গো !
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে ।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র—একথা শাস্ত্রে কহে
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে ।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য্য কেবা ?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে যে করিতে সেবা ?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী ।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাই ত্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে ।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের মানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্খ,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে !

মেধর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অশ্লুত অতচি ?
গুচিভা ফিরিছে সলা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মাছুষ বুঝি ফিরে যেত বনে ।

শিশু জ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
খুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব্ব ক্লেশ মানি !
স্থগার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্বিচারে আবর্জনা বহু অহর্নিশ,
নির্বিচার সলা গুচি তুমি গণ্ডাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীতে নির্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্ঝল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাহুনা সহিতে ।

সাগর তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিভাসাগর ! বীর !
উল্ললিত দয়ার সাগর,—বীৰ্য্যে স্ফুঞ্জীয !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমার দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয় ।

নিঃস্ব হ'য়ে বিধে এলে দয়ার অবতার !

কোথাও তব্‌নোয়াও নি শির জীবনে একবার।

সৌম্য মুক্তি ভেজের স্ফুটি চিত্ত-চমৎকার !

নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,

করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিকনের সাধ ;

অভাজনে অন্ন দিবে—বিভা দিবে আর—

অদৃষ্টেরে বার্থ তুমি করলে বারবার।

বিশ বছরে তোমার অভাব প্রল নাহো, হান্ধ

বিশ বছরের পুরানো শোক নতন আজো প্রায় ;

তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !

কীৰ্ত্তিমন মূৰ্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের' পর।

স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,

প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূৰ্ত্তি নাহি চাই ;

মাহুব খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—

স্মরণ-চিহ্ন মূৰ্ত্তি !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ—

রাতে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দেশের হিত,—

বিষ বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির

তোমার মতন ধন হ'বে,—চাই সে এমন বীর।

তেমন মাহুব না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,

ধূলায় ধূসর বঁাকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;

সেই যে চটি উচ্ছে যাহা উঠত এক একবার

শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়ি ধন,

খুঁজব তারে, আনব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়

সোনার পিঁড়ের রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়

আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দির্গায়।

রাখব তারে স্বদেশ-প্রীতির নতন ভিতের, পর,

নজর কারো লাগবে নাহো, অটুট হ'বে ঘর।

উচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্ছে সবাকার,—

বিভাসাগর বিষ্ময় হ'ত—অমর্যাদায় ঘর।

শাস্ত্রে বারা শজ গড়ে জন্ম-বিদারণ,

তর্ক বাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;

বিচার বাদের যুক্তিবিহীন অন্ধরে নির্ভর,—

সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

দেখুক, এবং শ্রবণ করুক সবাসাচীর রণ,—

শ্রবণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;

শ্রবণ করুক পাতারূপী গুপ্তাদিগের হার,

“বাপ, মা, বিনা ধেবতা সাগর মানেই নাকো আর !”

অদ্বিতীয় বিজ্ঞাসাগর ! স্বত্বা-বিজয় নাম,

ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক বার্থকাম ;

নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,

কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ? —একি বিষম লাজ !

বাংলা দেশের দেশী মাহুয ! বিজ্ঞাসাগর ! বীর !

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীৰ্য্যে হুগল্লীর !

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,

চক্ষু দেখে অবিশ্বাসীর হ’য়েছে প্রত্যয় ।

ছেলের দল

হজা ক’রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—

হাক্কা হাসি হাসছে কেবল,—ভাসছে যেন আলগা শ্রোতে—

কেউ বা শিট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ।

ওই আমাদের ছেলেরা সব, ভাবনা যা’ সে’ ওদের পিঠে ।

ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,

ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,

ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,

আদর্শে যে সত্য মানে,—সে ওই মোদের ছেলের দল ।

ওরাই ভাল বাসতে জানে

দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,

প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুলতে জানে মনের কল

ওই যে ছুট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল ।

ওরাই রাখে আলিয়ে পিখা বিখ-বিজ্ঞা-শিক্ষালয়ে,

অস্বহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষী হ’য়ে ;

পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নৃতনেরও আদর জানে
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক' ঘিখা ওদের প্রাণে ;
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
 দেশ দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
 মার্কিনে আর জর্জনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
 হিবাচীতে আগুন জ্বলে শিখছে ওরা কজাকল ;
 হোমের শিখা ওরাই জ্বলে,
 জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
 সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
 ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল ।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
 যুগের আগে এগিয়ে চলে. হান্সমুখে গর্বভরে ;
 প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্তে পারে,
 ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে ।
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ক্রটি ওদের অনেক হয়,
 মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
 মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বৈকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
 প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;
 তবু ওরাই আশার খনি,
 সবার আগে ওদের গণি,
 পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব হুমকল ;
 আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল ।

আমরা

মুক্তবেণীর গজা যেথায় মুক্তি বিতরে রঞ্জে
 আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
 বাঘ হাতে দার কমলার ফুল ; ভাহিনে মধুক-মালা,
 ভালে কাকন-শুক-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,

কোল-ভরা বার কনক ধান্ত, বুকভরা বার মেহ,
চরণে পদ্ব অতসী অপরাধিতার ভূষিত মেহ
সাগর বাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঞ্জে—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাহিত ভূমি কন্ডে ।

বাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলার নাগেরে খেলাই নাগের মাথায় নাচি ।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সম্ভিত চতুরকে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে ।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লড়া করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয় ।
এক হাতে মোরা মগেরে কখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে ।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্যান্ কপিল সাংখ্যাকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার ।
বাঙালী অতীশ লজ্জিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর ।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি' ।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি' কান্ত কোমল পদে
করেছে স্রুতি সঙস্কৃতির কাকন-কোকনদে ।

হুপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্রাম-কাষোজ্জে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীৰ্ত্তি ।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান,—মাদের নাম অবিনশ্বর ।
আমাদেরি কোন হুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকার
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজস্রায় ।
কীৰ্ত্তন আর বাউলের গানে আমরা নিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি ।

স্বপ্নভরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
 বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিলে অমৃতের ঢাঁকা পরি'।
 সেবতারে যোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জালি,
 আমাদেরি এই কুটির দেখেছি মাহুকের ঠাকুরালি ;
 স্বপ্নের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বকূপের ছায়া,
 বাঙালীর হিয়া অমিয় মধিয়া নিমাই ধরেছে কারা।
 বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
 বাঙালীর ছেলে ব্যাত্রে বুঝবে ঘটাবে সমস্বর !

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
 আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
 বিষম ধাতুর মিলন ঘটায় বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
 মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
 বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
 বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
 ভবিষ্যতের পানে যোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
 বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
 জবাব দিয়েছি জগতের কাছে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে,
 বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব করিয়া পণ,
 সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
 সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাতে,
 সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গঙ্গীরা নিশি কাটে,
 আশানের বৃকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।
 তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকেটি।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন স্বপ্নের শতদলে—
 ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
 অতীতে বাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে
 বিধাতার বরে ভবিবে ভুবন বাঙালীর গোরবে।

প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে লাগিবে না তার বেশী
লাগিবে না তাহে বাহ্যল কিবা লাগিবে না ঘেঘাঘেঘি;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-রূপে মোরা মুক্তবেগীর তীরে।

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি;
আমার দেশের পথের ধূলা
খাটি সোনার চাইতে খাটি!
চন্দনেরি গন্ধ ভরা—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানুটিতেই শীতল-পাটি।
শিয়রে তার সূর্য্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে
নিদ্রমহলে জোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে।
পাহাড় তারে আড়াল করে,
মাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি
মউল ফুলের মালা মাথায়-
লীলার কমল গন্ধে মাতায়
পায়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে
কোল ভরা তার কনক খানে
আটটি শীবে বাঁধা আটি।

সে যে মো নীল-পদ্ম-আঁধি
সেই তো যে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-স্থলের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চ'লে যাই, ভাই
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
দেগিবে সে নাই।
তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না; সকলে
চাহিয়াছি আমি;
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের
ছিহ্ন অহুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ বিবাদ;
আজ ক্ষমা চাহিতেছি ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে বহুবার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি
আজ ক্ষমা চাই,
খেঁচায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ—
আমি জানি, ভাই!
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চির জনমের,

উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কহু

চিহ্ন মরমের।

খেলাধুলা কতমত অশ্রুভরা স্বৃতি

সারা জীবনের,

মেলামেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,

আনন্দ মনের,—

যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার

রবে সে তেমনি,

যা কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত

অমূল্য সে গণি।

মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের

ভুলিব না হায়!

তোমাদের সঙ্গ-হারী সঙ্গী তোমাদের

বিদায়! বিদায়!

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার

আলোকে বসতি যার—

প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়

স্বজ্বল যে বারবার—

অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া

বাজায় বে ওকার,—

অশেষ ছন্দ যার আনন্দ

তাহারে নমস্কার।

শ্রী রূপে কমলা ছায়া সম যার

আদরে ও অনাদরে,—

মালা দিল যারে সরস্বতী সে

আগনি স্বয়ংরে—

কৌন্তভ আর বন-ফুল-হার
সমতুল প্রেমে যার
যার বরে তহু পেয়েছে অভয়
তাহারে নমস্কার ।

ভাবের গন্ধা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাতার,—
* চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের মানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার ।

স্বজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে জন বুকে
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শাস্তমুখে
অস্থখন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি,—
তাহারে নমস্কার ।

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের ধরতাপে মুচ্ছাগত গ্রাম,
কিরিছে ময়ূর বায়ু পাতায় পাতায় ;
খেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
খেতেছে ছেলের বল পাড়ায় পাড়ায় ।

সপক্ষে বীশের নামে শির,—

শব্দ করি' ওঠে পুনরায় ;

শিশুগল আতঙ্কে অস্থির,

পথ ছাড়ি ছুটিয়া পালায় ।

শব্দ হ'য়ে সারা গ্রাম রহে কণকাল,

রৌদ্রের বিষম কীজ্ঞে শুক ভোবা কাটে ;

বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায়ে রাখাল,

বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে ।

পাতা উড়ে ঠেকে গিয়ে আলো,

কাক বসে দড়িতে কুমার ;

তজ্জা ফেরে মহালে মহালে,

ঘরে ঘরে ভেজানো ছয়ার ।

ভাঙ্গতরী

চৌপার পানায় ভরল ভোবা নখর লতায় নয়ান-জুলী,

পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাকল যেন কুঞ্জগুলি ।

ভাঙ্গা আতার কীরের মত পূবে বাতাস লাগছে শীতল,

অভল দীঘির নি-তল জলে সাঁতরে বেড়ায় কাংলা-চিতল ।

ছাতিম গাছে দোলনা বেঁধে ছলছে কাদের মেয়েগুলি,

কেয়া-ফুলের রেগুর সাথে ইলশে-গুঁড়ির কোলাকুলি ;

আকাশ-পাড়ার শ্রাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,

ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুয়ী মন মোহিতে ।

বলকে ফুলের কুঞ্জবনে জলছে আলো খাস্‌গেলাসে,

অঙ্গ-চিকণ টিকুলি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে ;

টোকার টোপর মাথায় দিবে নিড়েন্ হাতে কে ওই মাঠে ?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

নকলী রাতে চাবার সাথে চবা-কুঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চানর আড়াল দিয়ে ;
ক'নের মুখে মনের স্বখে উঠছে ফুটে গ্রামল হাসি,
চাবার প্রাণে মধুর তানে উঠছে বেজে আশার বাঁশী !

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে ?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নখর অজ চাটে !
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজলী হ'ল বেড়া পিতল,
কেয়া-ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পূবে বাতাস বইছে শীতল।

গঙ্গার প্রতি

সঙ্গীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্রাম-শস্ত্র-হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি ছড়াইছ ফেন-পুষ্পরাশি
অগ্নি সুরধনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আলীকর্ষাদ !
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর-প্রসাদ !

রিক্ত ছিল মহী, তাহে তব বর করিল উর্ধ্বর,
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীতি তোর গাহে নিরন্তর ;
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি বেদ-মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা ! সর্গভীর্ষময়ী তুমি মাতা !

তোরে ঘিরি' উর্ধ্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি চিতানল উদ্ধারের স্বসিছে কামনা ;—
তীরে তীরে প্রেতভূমে ; অগ্নি রক্ত-জটা-নিবাসিনী !
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী জলিব-নাশিনী !

অমল পরশ তোর, বড় দিষ্ট যাগো তোর কোল,
অন্তকালে রক্ত ভালে বুলাও গো অবৃত হিন্নোল।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে স'পি পুত্রকন্ডা, তোরি কোলে ঘুমাইবে স্নেহে

একদিন তারা হবে ; দেহ ভার—বহে প্রতীক্ষায় ;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,
ভস্ম মিলে ভস্ম সনে,—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাক্ষার,
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার।

পর্ক রচি তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারবার,
পরশি' তোমারে অগ্নি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্রে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অগ্নি গলা ভাগীরথী ! ভারতের অস্ত, মধ্য, আদি !

বারাণসী

যাত্রীরা হবে বলিয়া উঠিল—“দেখা যায় বারাণসী !”
চমকি চাহিলু,—স্বর্গ-স্ববমা মর্ত্যে পড়েছে খসি' !
এ পারে-সবুজ বজ্রার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ—ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,
অবৃত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল !
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গলা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-মুখীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে।

জয় জয় বারাণসী !

হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী ।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিধি মিশে গেছে উপনিষদের প্রান্তে ;

এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
 খ্যাতি বার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
 বার রাজত্ব-সময়ে বৃদ্ধ জন্মিল বারবার
 স্ত্রায়-ধর্মের মর্যাদা প্রেমে করিতে সম্ভার।
 এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
 এই বারাণসীর জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি!
 এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
 কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ম্বর।
 সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
 পুত্র-জায়ায় বিক্রয় করি বিকাইল আপনায়।
 তেজের মুষ্টি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়
 হেথা লভিলেন তিনটি বিত্তা,—সৃষ্টি, পালন, লয়;
 বিত্তায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,
 নৃতন স্মৃতি করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।
 শুক্লোদনের স্নেহের দুলাল তাজিয়া সিংহাসন
 করুণা-ধর্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্তন।
 এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,
 দেখিতেছি যেন বিধিসারের বিস্তৃত স্থিত মূখ!
 নৃপতি অশোক দেখিতেছি চোখে বিহারের পৈঠায়,
 শ্রমগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ-মন উথলায়!
 সমুখে হাজার স্বপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
 শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শতজনমের রূপ।
 চিকণ চাকু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
 ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরণ অহুশাসনের লিপি!
 মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,
 স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে স্মৃতি সোনার পাতে।
 জয়! জয়! জয় কাশী!
 তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতি রাশি!
 এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
 ভকতি বাহার অপ্রমত্ত প্রভুগণে সংঘতা।

এই কানীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিত গান,
 বাহার দোহার মিলেছিল হুঁহ হিন্দু-মুসলমান।
 এই কানীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
 বার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
 যত্না হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
 মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব;
 আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
 মিলন-ধর্মী মাহুয় মিলিবে; এ নহে স্বপ্নকথা।

জয় কানী! জয়! জয়!

সারা জগতের ডকতি-কেন্দ্র হ'বে তুমি নিশ্চয়।

ক্ষটিক শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
 আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরুভূমি;
 আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি জ্রুটি মসীলেপে,
 অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে,
 তুষিত জগত খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাগসী!
 পথিকের প্রীতে প্রদীপ জালিয়া কেন আছ দূরে বসি?
 মধু-বিছায় বিধমানবে দীক্ষিত কর আজ,
 ঘুচাও বিরোধ, দম্ব ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
 সার্থক হোক সকল মানব, জয়ী হোক ভালবাসা,
 সঙ্স্কারের পাষণ্ড-গুহায় পচুক কর্মনাশা।
 ব্যাসের প্রয়াস বার্থ সে কত হ'বেনাকো একেবারে
 সবাইকেই দিতে হ'বে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
 তুমি কি কখনো করিতে পার গো গুচি-অগুচির ভেদ?
 তুমি যে জেনেছ চরাচর বাপী চির জনমের বেদ।
 তব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
 ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অগ্নি বারাগসী তুমি!
 ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব স্তুতিত হবে না কেহ,
 প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?
 দাও, হুঁহ দাও, পরাণের স্খা চির-নিবৃত্ত হোক,

বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
 অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
 সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
 পর বে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
 বিমুখ বিরূপ জগত-জনেতে মুগ্ধ করিয়া আনো;
 বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
 অবিরোধে লোক সার্থক হোক পাশাপাশি মিলেজুলে।
 দূর ভবিষ্যৎ নিখিল বিশ্ব সে ধনের আশা করে—
 তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত জনের করে।
 জয়! বারাণসী জয়!

অভৈদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

নিবেদিতা

প্রস্থতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;—
 তেমনি তোমারে পেয়ে হুটু হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
 বিদেশিনী নিবেদিতা! স্বাস্থ্য, স্বখ, সম্পদ তেহাগি'
 দীন দেশে ছিলে দীনভাবে; দুঃস্থ এ বন্ধের লাগি'

সপৈছিলে সর্বধন,—কায়, মন, বচন, আপন,—
 ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্ম-নিবেদন।
 ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হ'তে,
 দিরেছিলে ব্রিদ্ধ করে অনাবিল মমত্বের স্রোতে।

তপস্তায় পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
 জ্বলেছিলে স্বর্ণ দীপ অন্ধকারে; নব উষোদন
 করেছিলে জীর্ণ বিষমূলে মাতৃরূপা শকতির;—
 স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষু বহে নীর।

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হার
 চলে গেলে অন্ন আয় দুর্ভাগ্যের সৌভাগ্যের প্রায়,—
 দেহ রাখি' শৈশ মূলে,—শরীরের অঙ্কে ঘুঁতা সতী ;
 ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী ।

কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন ; কালোরে কে করিল স্থগা !
 আকাশ-ডরা আলো বিফল কালো আঁধার আলো বিনা ।
 কালো ফণীর মাথায় মণি,
 সোনার আধার আঁধার খনি ;
 বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা ;
 কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা !

কালো মেঘের বৃষ্টিধারা তৃপ্তি সে দেয় তৃষ্ণা হরে,
 কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্রামসায়রে ।
 কালো অলির পরশ পেলে
 তবে মুকুল পাগড়ি মেলে,—
 তবে সে ফুল হয় গো সফল রোমাঙ্কিত বৃত্ত 'পরে ;
 কালো মোঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে ।

সন্ন্যাসী শিব ঋশান-বাসী,—সংসারী সে কালোর প্রেমে ;
 কালো মেয়ের কটাক্ষেরি ভয়ে অস্থির আছে থেমে ।
 দৃপ্ত বলীর শীর্ষ 'পরে
 কালোর চরণ বিরাজ করে,
 পুণ্য-ধারা গঙ্গা হ'ল—সেও তো কালো চরণ ঘেমে ;
 দুর্বাদলভাষের রূপে—রূপের বাজার গেছে নেমে ।

প্রেমের মধুর ঢেউ উঠেছে কালিন্দীরি কালো জলে,
মোহন বাশীর মালিক যেজন তারেও লোকে কালোই বলে ;

বৃন্দাবনের সেই যে কালো,—

রূপে তাহার ভুবন আলো,

রাসের মধুর রসের লীলা,—তাও সে কালো তমাল জলে ;
নিবিড় কালো কালাপানির কালো জলেই মুক্তা ফলে ।

.

কালো ব্যাসের কৃপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি ;

কালো বামুন চাণক্যের

অঁটবে কে কুট-নীতির ফেরে ?

কাল-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাবসী কালো লোকমানেরে মানে আরব আর ইরানী ।

কালো জামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদীপে,—
কালোর আলো জলছে আজো, আজো প্রদীপ যায়নি নিবে ;

কালো চোখের গভীর দৃষ্টি

কল্যাণেরি করছে সৃষ্টি,—

বিশ্ব-ললাট দীপ্ত—কালো রিঙিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত চোখের ঠাণ্ডা কাজল—তৈরী সে এই স্নান প্রদীপে !

কালোর আলোর নেই তুলনা—কালোরে কী করিস্ সৃণা !
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল—চোখের তারা বিনা ;

কালো মেঘে জাগায় কেকা,

চাঁদের বৃক্কেও কৃষ্ণ-লেখা,

বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের সে বাজায় বাণ,
কালোর গানে জীবন আনে নিখর বনে বয় দখিনা ।

আবার

সেদিন আবার ফুটবে মুকুল
সেদিন আমরা দেখতে পাবে;
কানুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাকব দূরে কোন্ হিসাবে!
আসব আমি স্বপন ভরে,
গভীর রাতে ভুবন 'পরে;
হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে!
তোমরা যখন কইবে কথা,
শুনব আমি শুনবো গো তা'
আমার কথা হরষ-বাখা
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে।

আমন্ত্রণী

কুলের ফসল লুটিয়ে যায়
অপ্সরীরা আয় গো আয়;
মৌমাছিরে বাহন ক'রে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লুতার স্তূপায় ঢুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেলু'বি আয়!
বাসন্তিকা তজ্রাভরে
লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,

জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে
 মুখখানি তার চুমায় ছায় !
 ফুলের তুদী ফুলের ভেরী
 বাজিয়ে দে, আর কিসের দেবী,
 ভরে দে, এই মিহিন্ হাওয়া
 মোহন সুরের স্বমায় !
 বুঝকো ফুলের ছত্রভলে
 জোনাক-পোকাক চুম্বকি জলে
 সেখায় গোপন রাজ্য পেতে
 স্বপ্ন-শাসন মেলবি আয় !
 অঞ্চলের আর অঞ্জলিতে
 মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে
 ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
 নিস্ রে যত পরাগ চায় ;
 আকাশ ভ'রে বাতাস ভ'রে
 গন্ধ রাখিস্ সুরে সুরে,
 অমল কোমল নিছনি তার
 রাখিস নিখর চাঁদের ভায় !
 ক্লাস্ত নয়ন পড়লে ঢুলে
 ঘুমাস কোমল শিরীষ ফুলে
 শুকতারাটি ডুবলে না হয়
 ফিরবি ভোরের আবছায়ায় !

আকিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান
 আমি বিব-বুদ্ধ
 আমি যাতালের রক্ত চক্ষু
 ধ্বংসের আমি দূত ।

আমার পিছনে বৃত্তা-জড়িয়া
 আফিমের মত কালো
 বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
 স্নেহে থাকি, থাকি ভালো!
 কমল গোলাপ যতনের ধন
 অল্পে মরিয়া যায়,
 আমি টিঁকে থাকি মেলি' রাঙা অঁধি
 হেলায় কি প্রকার।
 গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে
 সে এই আফিম ফুল
 পল্ল বলিয়া অজ্ঞ জনেরা
 ক'রে থাকে তারে ভুল!
 না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
 রাঙা উন্মীষ প'রে,
 বিন্মতি-কালো আতর আমার
 বিকায় সে ভরি দরে!
 গোলাপ কিসের গৌরব করে?
 আমার কাছে সে ফিঁকে;
 আমি যে রসের করেছি আধান
 জীবন তাহে না টিঁকে!

তোড়া

ছুখের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে
 বেঁধেছিলাম তোড়া,
 বৃন্তগুলি জরির সূতায় মোড়া!
 পরশ কারো লাগলে পরে পাপড়ি পড়ে খুলে—
 তবুও আগাগোড়া;
 চৌকী দিতে পারলে না চোখ, জোড়া;
 ছুখের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে
 বেঁধেছিলাম তোড়া!

মধুর মত, দুধের মত, মদের মত হুৱে
 গেয়েছিলাম গান,
 প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান !
 হাঁকা হাসির লাগলে হাওয়া যায় সে ভেঙে চূরে
 তবুও কেন প্রাণ
 ছড়িয়ে দিলে গোপন মধুতান !
 মধুর মত, মদের মত, দুধের মত হুৱে
 গেয়েছিলাম গান ।
 মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
 বেসেছিলাম ভালো,
 অরুণ অধর ভ্রমর অঁধি কালো !
 নিশাসখানি পড়লে জ্বরে হ'তাম গো নিশ্চুপ,—
 সে প্রেমও ফুরা'ল !
 নিবে গেল নিমেষহারা আলো !
 মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
 বেসেছিলাম ভালো ।

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে
 বিবল যখন বিশ্ব নির্ধম গ্রীষ্মের পদানত ;
 রক্ত তপস্তার বনে আধ জ্বাসে আধেক উজ্বাসে
 একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অঙ্গরার মত ।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিল একবার
 ব্যারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহবর ;
 জয়-ধবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র স্বকুমার
 দেখিলাম জলস্থল—শূন্ত, শুষ্ক, বিহবল, অর্জর ।

তবু এহু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বুকে বেষমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কতু ঝরিব না মরি’;
উগ্র মন্ত সম রৌদ্র,—বার তেজে বিশ্ব মুহমান,
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এহু বাহিরিয়া উদার আতপ্ত কর ধরি’;
মুর্ছে দেহ, মোহ মন,—মুহমূর্ছা করি অহুভব!
সূর্য্যের বিকৃতি তবু লাবণ্যে দিয়েছে তহু ভরি’;
দিননেবে নমস্কার! আমি চম্পা। সূর্য্যের সৌরভ।

কিশোরী

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল
তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কুঞ্চুড়া ঝরায় মল!
করমচা-ডাল আঁচল ধরে
ভোমরা তারে পাগল করে
মাছ-রাঙা চায় শিকার ভুলে
কুহরে পিক অনর্গল;
তার গজাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।
তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে
জুঁয়ের বৃকে নিবিড় স্থখে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে!
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জলে
লুক ক’রে মুদ্র ক’রে
বৌ-কথা-কণ্ড কেবল ভাকে;

আর হালকা-বোঁটা ফুলের বৃকে
 প্রজাপতি কাপতে থাকে ।
 তার সীঁথার রাজা সিঁদূর দেখে
 রাজা হ'ল রঙন ফুল
 তার সিঁদূর টিপে খয়ের টিপে
 কুঁচের সাথে জাগল তুল !
 নীলাক্ষরীর বাহার দেখে
 রঙের ভিমান লাগল মেঘে
 কানে জোড়া ঢল দেখে তার
 কুমকো-জবা দোলায় ঢল ;
 তার সরু সীঁথার সিঁদূর মেখে
 রাজা হ'ল রঙন ফুল !
 সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
 অন্ধ ধূয়ে সাঁঝের আগে
 সেখা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায,
 চাঁদ-মালা তার ভাসতে থাকে !
 জলের তলে খবর পেয়ে
 বেরিয়ে আসে মৃণাল মেঘে
 কলমী-লতা বাড়ায় বাছ
 বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে ;
 তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বৃকে
 চাঁদের আলো ভাসতে থাকে !
 সে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,
 বিনিসুতার হার সে গড়ে,
 দোলনচাঁপার নবীর গায়ে
 আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে !
 কানড়া ছাঁদ ধোঁগা বাঁধে,
 গিঠ-কাঁপা তার লুটায় কাঁধে,

তার কাজল দিতে চক্রে আজো
 চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;
 সে- বেনীতে দেয় বকুল মালা
 বিনিশ্চুতার হার সে গড়ে ।
 সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
 দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
 সে কাদলে পড়ে মুক্তা ঝরে
 হাসলে পরে মাণিক হাসে !
 কেবল কাঠের নৌকাখানি
 জানে নাক' তুফান পানি ;—
 কুলকুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
 হুইয়ে মাথা আশে পাশে ;
 যদি সে-উতি 'পরে চরণ পড়ে
 হয় সে সোনা অনায়াসে !
 ওই সওয়াগরের বোঝাই ডিঙা
 ফিড়ার মত চলত উড়ে,
 তার পরশ-লোভে আজকে সে হয়,
 দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে !
 অরাজকের পাগলা হাতী
 পথে পথে ফিরছে মাতি,—
 তারে দেখতে পেলেই করবে রাণী
 ওঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে !
 ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী
 পরাণ ব্যোপে ভুবন জুড়ে !

ফুল-দোল

অগতের কুক লহরিয়া যায়
 হরবের হিম্মোল ।

ফুলে ফুলে দোল পুলক-পুতলি
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !
 উৎসারি' ওঠে অশেষ ধারায়
 অভিনব চন্দন,—
 রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে
 পুলকের ক্রন্দন !
 সমস্ত মধুতে সৌরভ ওঠে
 বায়ু বহে উত্তরোল !
 ফুলে ফুলে ওঠে পরাণ-পুতলি
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !
 চাঁদের বরণ তপনের আলো
 চামেলি চাঁদের হাসি
 ফুলে ফুলে অঁখি ভরিয়া ওঠে রে—
 অশ্রু-সায়রে ভাসি !
 কঠিন মাটিতে লহরিয়া ষায়
 হরষের হিন্দোল !
 ফুল-দোলায় পরাণ-পুতলি,
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !
 ফুলে ফুলে সুখ-গন্ধ জাগিল !
 জাগিল কী এক ভাব !
 ফুলের কোষে হ'ল আজি কোন্ !
 রসের আবির্ভাব !
 নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
 আলোকে রে দেয় কোল !
 পরাণ-পুতলি পরাণে পরাণে
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

পারিজাত

এ পারে সে ফুটল নায়ে ফুটল না—

ও পারে বে গন্ধে করে মাত ;—

ও পারে যার রূপ কখনো টুটল না—

নামটি—ও যার নামটি পারিজাত !

এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছ্বসি,—

মৃদু হিয়ায় হাওয়ায় মেলি হাত ;

ও পারে তার মালা রচে উর্ধ্বশী—

অপন-মাখা মৌন অঁখিপাত !

অর্গ-ভুবন মগ্ন গো তার হৃগন্ধে

ফুটেছে সে মন্দারেরি সাথ ;

ইন্দ্র তারে বন্ধে ধরে আনন্দে

অনিন্দা সে পারেয় পারিজাত !

এ পারে তার হরণ ক'রে আনবে কে ?—

মৃত্যু-সাগর করবে পারাপার ?

তাহার লাগি' বজ্রে কুহুম মানবে কে ?—

অর্গে হানা দিবে বারম্বার ?

ঐরাবতের মাথায় অসি হানবে কে ?—

প্রিয়ায় দিতে পারিজাতের হার ?

পারের পারিজাতের মরম জানবে কে ?

কে ঘূচাবে প্রাণের হাহাকার ?

এ পারে কি কল্পনাতেই থাকবে সে ।—

নাগাল তারে পাবে না এই হাত ?

সোনার অগ্নি—মরণ শেষে ঢাকবে সে—

চির সাধের পারেয় পারিজাত !

বিদ্যাৎপর্ণা

অশ্রম মৌক্তিক !

হাস্তের ক্ষুধি !

লহরের লীলা ঠিক

লাস্তের মূর্ত্তি !

বিজুলীর আমি জ্যোতি

অতি চঞ্চল মতি

গতি বিনা আনুগতি

নাই আনু মুক্তি ।

নন্দনে তাই হায়

না পাই আনন্দ ;

পারিজাতে টুটে যায়

মোহ-মোহ গঙ্ঘ !

কে কোথায় গায় গান—

বিহ্বল মন প্রাণ ;

মর্ত্ত্য-ফুলের জ্ঞাণ

মোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্ত্য-ফুলের বাস—

মৃত্যুর ছন্দ—

আকাশে ফেলিয়া বাস

রচে চাকু স্বপ্ন !

কোথা ধরণীর তলে

কি নব স্বজন চলে,

ঘন মন্বন-বলে

ওঠে ভাল বন্দ !

কাহার কলয়ে হেরি
সাগরের মন্থ,
অনাদি গরল ঘেরি'

অমৃত অনন্ত !
মোরা সাগরের মেয়ে
মহন-দিন চেয়ে
প্রাণের সাগরে নেয়ে
হই প্রাণবন্ত।

কে গো তুমি গাও গান
হে কিশোর চিত্ত,
তোমায়ে করিব দান
চুসন-বিত্ত।

গান্ধারে ধর সুর,—
ধর সুর স্তমধুর,
গাও, গীত-স্থাতুর
আমি করি নৃত্য।

কল্পতরুর ফুল
পড়িল কি থসিয়া,
কী পুলকে সমাকুল
ধ্যান-রস-রসিয়া !
কিসের আভাসখানি
কে কোন্ স্বপন-বাণী ?
চেয়ে দেখ, পরী-রাণী
ফিরে নিঃসিয়া।

আমি পরী অঙ্গরী
বিদ্যাপর্ণা,—
মন্ডার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা ;

নেমে এত ধরনীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা ।

মোরা খুসী নই শুধু
দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনো মতে রই, বঁধু,
স্বর্গের বর্গে ।
চির-চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগণন
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের খড়গে ।

জাগে নৃতনের স্খা,
তাই চেয়ে বক্ষে
নেমে এত পীত-স্খা
চকোরের চক্রে ;
এক ঠাই নাই স্খ
মন তাই উৎসর্ক,
নাচে হয় ভুলচুক
শাপ দেয় শক্রে ।

নাই তবু নব ঋক্
মন্ত্রের স্রষ্টা,—
নব-ধাতা কৌশিক
নব-লোক স্রষ্টা;
নাই রাজা পুরুষা,—
তবু ধরা মনোলোভা ;—
যেচে ত্যজি স্বরসভা,—
শাপে হই স্রষ্টা ।

তবু যে যুবন্ হিয়া

ছল ডিল্লুক,

আছে আজো ক্রামলিয়া

ধরা ধূলি-সুক ;

নব নব প্রেরণায়

দিশি দিশি তারা ধায়

প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায়

দেখে চেয়ে মুগ্ধ !

শাপে মোরা মানি বর

কৌতুক-চিন্তে

নেমে আসি ধরা 'পর

সাধনার তীর্থে ;

অপরূপ এ ধরণী

কামনা সোনার খনি

চিরদিন এ যে ধনী

নব-আশা বিস্তে ।

ঋণ দিয়ে অজ্ঞানায়

তোলে মণি মর্ত্য,

স'পি' মন অচেনায়

প্রেম পরিবর্ত !

চির-উৎসুকী তাই

মাহুকের মুখ চাই

গোপনের তল পাই

স্বপনের অর্থ ।

স্বপনে স্বপন বাধি

অজুলি-পর্শে

আলো-ছায়ে হাসি কাদি

নিব্বর্ত-বর্ষে !

যোরা পরী অপ্সরী
কিতি অপ তেজ ভরি
সকরি যাই সরি
নব নব হর্ষে ।

পরশ বুলায়ে যাই
শিশুরে ঘুমন্তে
দেয়ালায় হাসে তাই
ছুখে-খোয়া দন্তে ।
তরুণ অঁথির ভায়
উকি দিই ইশারায়,
এ হাসির বিভা ছায়
কীত্তির পছে ।

ভাবুকের ভালে রাখি
পরশ অদৃশ্য,
মেলে সে নূতন অঁথি
হেরে নব বিশ্ব !
মনের মানস-রসে
নব ভব নিঃশ্বসে
নব আলো পড়ে থ'সে
মরণ-অধুষ্য ।

ভাব—ভাব-কদমের
ফল দিনে রাখে
ফুটে ওঠে জগতের
রসঘন গাড়ে,
মধু তার অফুরান্
হৃদা হ'তে নহে আন্
যোরা জানি সজান
ধরি হৃদি-গাড়ে ।

মোরা উঠি পল্লবি'
 বিদ্যা-লতিকায়;
 নীহারিকা ছায়াছবি,—
 মোরা নাচি ঘিরি' তায়।
 মুকুতায় অবিরাম
 করি মোরা অভিরাম,
 জড়াই কুসুম-দাম
 সাগরের অতিকায়।

আমরা বীরের লাগি'
 স-রথ স-তুর্ধ্য,
 বশিকের আগে জাগি'
 মণি বৈদূর্য্য,
 তাপসের তপ টুটি,
 হাওয়ায় হাওয়ায় লুটি,
 কবির হৃদয়ে ফুটি
 জালাহীন সূর্য্য।

স্বর্ণগে মরতে নিতি
 করি মোরা যুক্ত,
 দ্বিই প্রীতি, গাই গীতি
 চির-নির্মুক্ত।
 কল্প-পাদপ আর
 কল্পনা-লতিকার
 দ্বিই বিদ্যে, রচি তার
 বিবাহের সূক্ত।

হাসি মোরা ফিক্ ফিক্
 তট-জলে রঙ্গে,—
 ঝিক্‌ঝিক্‌ চিক্‌মিক্‌
 ভল্‌ ভল্‌লে,—

ফুল-বনে পরশিয়া,
যৌবনে সরসিয়া
চুষনে হরষিয়া
অঙ্গে অনঙ্গে।

ফাঙ্কনে মরতের
বুকে রচি নন্দন,
•বনে বনে হরিতের
ঢালি হরি-চন্দন;
আকাশ-প্রদীপে চাহি
মোরা কত গান গাহি,
কবি-হৃদে অবগাহি
লভি লোক-বন্ধন।

গুরু শাবদ রাতে
জোছনার সিদ্ধ,
মেঘের পদ্মপাতে
মোরা মণি-বিন্দু।
মেঘের ও পিঠে শুয়ে
ধরগীরে দেখি হুয়ে,
আঁখিজল পড়ে ভূঁয়ে
ছাথে চেয়ে ইন্দু।

ভালবাসি এ ধরায়ে
করি চুমা বুটি
স্বত্বের অধিকারে
অমরতা সৃষ্টি;
স্বপ্নের কানন লিখি
ধরমে লিখন লিখি;—
রোদে-জলে ঝিকমিকি
হেনে বাই দৃষ্টি।

খেলি খেলা নিশি ভোর
 সারা নিশি ভোর
 চলে যাই হাসি-চোর
 অঁধিলোর সন্ধি'
 শুধু এই আনাগোনা
 মনে মনে জাল বোনা,
 গোপনের জানা শোনা
 তপনে প্রবঞ্চি'।

পিষে যাই মস্তরে
 নৃতনের হর্ষ,
 সাঁপে যাই অস্তরে
 বিদ্বাৎ-স্পর্শ!
 দ্বিয়ে যাই চুষন
 চলে যাই উন্মন ;
 জীবনের স্পন্দন—
 হয় বা বিমর্ষ !

মিশে যাই ধোয়া-ধার
 ঝর্ণার শীকরে,
 হেসে চাই আরবার
 জোনাকীর নিকরে,
 খেয়ালের মত্ত সে
 পান করি সত্ত সে,
 চির-অনবত্ত সে
 হাসি-মাশি ঠিকরে।

খেয়াল মোদের প্রভু,
 দেবতা অনল,
 আমরা সঁহি না তবু
 সত্যের ভব ;

আমরা ভাবের লতা,
ভালবাসি ভাবুকতা ;
নাহি সহি নয়তা,
নিলাজের সত্ব ।

চির-যুবা শূর বীর
বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর
মদালসে শুঞ্জে ;
ভাবে যারা তন্নয়
জানে না মরণভয়
তার লাগি' আনি হয়
রণ-ধুম-পুঞ্জে ।

ফুটে উঠে হাসি সম
খড়্গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম
মৃত্যুরে পলকে ।
উৎসবে দীপাবলী
সনে মোরা নিবি জলি
স্বর সম উচ্ছলি'
চঞ্চল পুলকে ।

যুগে যুগে অভিসার
করি লঘু পক্ষে,
নাই লীলা দেবতার
অনিমেঘ চক্রে ;
আকাশের দুই তীর
হ'তে নাহি দিই ধীর,
টিকি নাকো পৃথিবীর
সীমা-ঘেরা বন্ধে ।

আকাশের ফুল মোরা,
 দ্ব্যতি মোরা দ্ব্যলোকে ;
 স্বপনের ফুল মোরা
 ভুল-ভরা-ভুলোকে ;
 চরণে হাজার হিয়া
 কেঁদে মরে গুমরিয়া
 ধূলি হতে ফুল নিয়া
 মোরা পরি অলকে ।

গাও কবি ! গাও গান
 হে কিশোর-চিত্তে !
 কিশলয়ে কর দান
 চূষন-বিত্ত ।
 বাধ মোরে ছন্দে গো
 বাধ ভুজবন্ধে গো,
 তোমা' ঘিরি' ফিরি' ফিরি'
 হের করি নৃত্য ॥

সবুজপরী

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা ছলিয়ে যাও,
 এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও ।
 তরুণ-করা সবুজ হুরে
 হুর বাধ গো ফিরে ঘুরে,
 পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও ।
 "বাসের নীবে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, হৃন্দরী !
 তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি' !
 যৌবনেরে যৌবরাজ্য
 দেওয়া তোমার নিত্য কার্য,
 পাখা তোমার ক্রামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী ।

বাঁহুকের পাখা আল তোমার হাতের আংটিতে,
হিম্মার হাসি কান্না আগে সবুজ সুরের গানটিতে।

কুণ্ডাহারা তোমার হাসি'—

ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি' ;

যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের আত্মায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাই ত পরাণ লয় নাহি' ;

রবির আলোর গৈরিকেতে

সবুজ স্বধা অধর পেতে

তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী।

সবুজ হ'য়ে উঠলো যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারিদিকেই ;

স্ব-তন্ত্র সে বহর মধ্যে

পান করে সে কিরণ মন্তে ;

তরুণ বলেই দেয় সে ছায়া গহন ছায়া দেয় গো সেই।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী !

সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—

দেখতে আমি পাই তোমাকে

ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—অঁখির পাতা বিস্তারি'।

সবুজে তোমার দোবজাখানি—আলো-ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিজ্রমে।

সবুজ শোভার সান্নিধ্যমা

ছয় ঋতুতে না পায় থামা,

শরতে সে ষড়জে আগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা, ধন অন্ধকারের রতন-রস।

রামধনুকের রং নিভাতি
 রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী ;
 মক্কুমির সবজী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার ঘণ ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নূতন হরের উল্গাতা,
 গাধ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয় গাথা,
 ভরা দিনের তীব্র দাহে—
 অরণ্যানী যে গান গাহে—
 যে গানে হয় সবুজ বনে শ্রামল মেঘের জাল পাতা !

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
 টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
 কোন্ ফুল তার তুল
 তার তুল কোন্ ফুল ?
 টুক্ টুক্ রজন
 কিংবদন্ত ফুল
 নয় নয় নিশ্চয়
 নয় তার তুল্য ।

টুক্ টুক্ পদ্ম
 লক্ষ্মীর সঙ্গ
 নয় তার ছুই পা'র
 আলতার ফুল্য ।
 টুক্ টুক্ টুক্ ঠোট
 নয় শিউলীর বোট
 টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
 নয় বসরাই গুল ।

ঝিল্ ঝিল্ ঝিক্ ঝিক্
 ঝিক্ মিক্ ঝিল্ ঝিল্
 পুষ্পের মঞ্জীল্
 তার তন্ তার দিল্।
 তার তন্ তার মন
 ফান্তন-ফুল-বন
 কৈশোর-যৌবন
 সন্ধির পতন।

চোখ তার চঞ্চল ;—
 এই চোখ উৎসুক
 এই চোখ বিহ্বল
 ঘুম-ঘুম হুথ-হুথ !
 এই চোখ জল জল্
 টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
 নাই তীর নাই তলা,
 এই চোখ ছল্ ছল্।

জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ
 এই চাঁদ উন্মাদ
 এই মন উন্মাদ
 তন্ময় এই চাঁদ।
 এই গায় কোন্ স্বর
 এই ধায় কোন্ দূর
 কোন্ বায় ফুর ফুর
 কোন্ স্বপ্নের পুর।

গান তার শুন্ শুন্
 মঞ্জীর ফন্ ফন্,
 বোল্ তার ফিস্ ফিস্
 চল্ তার মিল্ মিল্।

সেই মোর বুলবুল—
 নাই তার পিঙ্গব—
 চকল চুলবুল
 পাখনায় নির্ভর।

পাখনায় নাই ফাঁস
 মন তার নয় দাঁস,
 নীড় তার মোর বুক,—
 এই মোর এই স্বপ্ন।
 প্রেম তার বিশ্বাস
 প্রেম তার বিস্ত
 প্রেম তার নিশ্বাস
 প্রেম তার নিত্য।

তুল তুল টুক টুক
 টুক টুক তুল তুল
 তার তুল কার মুখ?
 তার তুল কোন ফুল?
 বিলুপুল তুল তুল
 টুক টুক বিলুপুল
 এল-বসরাই গুল।
 মেল-রোশনাই ফুল!

দোসর

পিছল পথের পথিক ওগো দৌধল যাত্রী!
 কোথায় যাবে, কোথায় যাবে? সাম্নে মেঘের রাজি!
 বাদলা দিনের উদলা ঝামট ভাসিয়ে দেবে স্রষ্টি;
 লাগবে উছট; ছাটের জলে ঝাপসা হবে দৃষ্টি।

*

*

*

“পিছন হ’তে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে?
 দোসর হিয়ার খোঁজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাজিরে।

পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আটকাতে
পরস্পরে করব আড়াল ঝড়-বানলের ঝাপ্টাতে।”

* * *

উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী !
পায়ের পাশে খাদের অঁধার ভীষণ ভয়ের ধাত্রী ;
সামুনে বঁকা শালের শাখা ; উদ্ঘাতিনী পদ্মা,
কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু ! কই তোমাদের কহা ?

* * *

“খাদের ধারে আলুগা মাটি আমরা চলি রক্তে,
হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা,—দোসর আছে সঙ্গে ।
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা যে মন পরপথের কষ্টি,
পরস্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্টি ।
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কহা,
হোক না বাতাস তুষার-স্পর্শ,—উদ্ঘাতিনী পদ্মা ।
সকটে করে সহজ,—কিসের বা আর শঙ্কা ?
সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দের বাজিয়ে দেব ডকা।”

* * *

জীবন-পথের পথিক ওগো অসীম পথের যাত্রী ।
আশিস করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী ;
ধাতা—সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে বার ক্ষুধা,
ধাত্রী—সে যে এই বহুধা, স্বদেশ যাহার মূর্তি ।
আলোক-পথের পথিক ওগো আশিস-পথের যাত্রী,
শিবতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি ।
ভুভ হউক পদ্মা ওগো ! ক্রব হউক লক্ষ্য,
বিষে হের বিস্তারিত পক্ষী-মাতার পক্ষ ।

তাতারসির গান

[বাউলের হর]

রসের ভিষ্মান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে ;

তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে যেতে।

মাটির খুরি, পাথর-বাটি

কি নাকুলেলের আব্দ-মালাটি,

বীশের চুড়ি পাতার ঠুঁড়ি আন্রে ধব পেতে !

রসের ভিষ্মান্ আজকে স্বক নতুন বা'নেতে।

জিরেন্ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,

টাককা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে ;

শুকনো পাতার জাল জলেছে,

কাঁচা সোনার রঙ ফলেছে,

বোল্ বলেছে ফুটন্ত রস গন্ধ বেঁটেছে।

জিরেন্ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে।

রসের খোলা খাপরা-রাঙা ভাপরা লাগে গায়,

কেউ কি তবু সরবে ?—বরং এগিয়ে যেতেই চায়।

নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,

রসের ফেনা উঠছে বেড়ে,

লম্বা তাদুর তাড়ার চোটে উপ্চে ফেটে যায়,

রসের ঘোঁষায় ঘাম দিয়েছে লম্বা তাদুর গায়।

মিঠার মিঠা ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !

বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি ;

প্রথম শীতের রোদের মত

তপ্ত যত মিষ্টি তত,

মিতা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত-সৃষ্টি !

লোভের জিনিস ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !

রসের ভিষ্মান্ বার ক'রে ভাই গুড় করেছে কে ?

—গুড় করেছে গোড়-বন্ধ বনের গাছ থেকে ;

গুড়ের জনম-ঠাই এ ব'লে
জগৎ এরে গোড় বলে,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে;
রসের ভিঘান্ বার করেছি আমরা মন থেকে।

গুড় করেছে গোড়-বন্ধ—আদিম সভ্য দেশ,
'গোড়ী' গুড়ের ছিল রে ভাই আদিরের একশেষ;
সেই গুড়েতেই মিশ্রী ক'রে
ধন্য হ'ল মিশর,—ওরে!
সেই গুড়েতেই করলে চীন চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ।

রসের ভিঘান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।
রসের ভিঘান্ হেথায় স্কন্ধ
মধুর রসের আমরা গুরু,

(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

তাতারসির আমোদ নিয়ে আমরা এলাম, ভাই!
মোমাছিদের চাক্ না ভেঙে আমরা মধু পাই।

বছর বছর নতুন বা'নে
নতুন তাতারসির গানে
আমরা গোড়-বাংলা দেশের যশের গাথা গাই;
তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম ভাই।

বইছে হাওয়া তাতারসির স্ফগন্ধ মেখে,
ক্রেতের যে ধান পায়স-গন্ধ হ'ল তাই থেকে।

মোমাছির ভুল ক'রে ভাই
গন্ধে মেতে ছুটল সবাই;
উঠল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,
মোণা-মিঠাই কচল না আজ, রসের রূপ দেখে।

তাজ

কবর যে খুলী বলে বলুক তোমায়
আমি জানি তুমি মন্দির !
চির-নিরমল তব মুরতির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর ।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম !
তহু-সম্পূর্ণ তুমি চির-ঘরণীর,
মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজ্জল তুমি তাই,
চাঁদের আমিরা পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনোখানে কিছু ম্লানি নাই ;
ওগো ধবলিয়া মেঘ ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমাতে সদাই !

যমুনা প্রেমের ধারা জানি ছুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা অংগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন ।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
কাজুরী-কাষিতে উদ্গাদ—

গোকুলে সে পিরাইল রসে পরিপূর
 পিরীতির মক্কা অগাধ ;
 শাজাহাঁ তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
 দম্পতী-প্রেমের সোনারাদ !

জগতে দ্বিতীয় রুহু রাজা শাজাহান
 দেবতার মত প্রেম তার,
 দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
 মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার ।
 মরণের মাঝে পেল সুখ-সন্ধান,
 মৃত প্রিয় স্মরণে সাঁকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির নিরলস,
 কী মমতা হে মোগল-রাজ !
 পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ—
 ফল ভথি' পরি' দীন সাজ !
 কুচ্ছে'র শেষে বিধি পূরাল মানস—
 উদিল হৈদের চাঁদ—তাজ ।

ভেবেছিলে শোকাহত ! হারায়ে প্রিয়ার
 ভেবেছিলে সব হ'ল ধূল ;
 হে প্রেমী ! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
 চামেলি ও আফিমের ফুল ;
 ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়
 বাঁচে তবু চামেলি অতুল !

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
 বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
 মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
 যাত্রীর চির-স্বপ্ন,
 কামনা-আকৃতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
 অমলিন আছে অখিজল ।

রচিয়াছ রাজা-কবি ! কাহিনী প্রিয়র,

অখিজল-জমানো বরফ-

সমতুল মর্মর—কাগজ তুহার,

ছনিয়ার মাণিক হরফ ;

বিরহী গেঁথেছ এ কি মিলনের হার !

কারা ধরি' জাগে তব তপ !

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,-

তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায় ;

প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার

টুটে যাওয়া ভালো বহুধায় ;

নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার

উছলি পরশে অমরায় ।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,

সে প্রেমের রূপ অপরূপ,

সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়

জালে তায় চির-পূজা-ধূপ ;

স্মার্ট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়

মরলোকে অমৃত স-রূপ ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্মর

মর্মের ভাষা কয় আজ,

কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তুত,

হয় শিলা ফুলময় তাজ !

চামেলি মালতি যুথীময় সুন্দর

ছত্রে বিরাজে মমতাজ !

বে ছিল প্রেমসী, আজি দেবী সে তোমার,

তুমি তার গড়েছ দেউল,

অঞ্জলি দেছ রাজা ! মণি-সজ্জার

কাঁকন-রতনের ফুল ।

তেকেহ মোতির আলো দেহ-বেশী তার
অশ্রু-মুকুতা-সমতুল।

সিংহলী নীলা, রাজ্য আরবী প্রবাল,

তিব্বতী কিরোজা পাথর,

বুদ্ধেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল

হুসেমানী মণি ধরে ধর,

ইরানী গোমেদ, মরকত খাল খাল

পোখরাজ, বুঁদি, গুলনয়,

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী মর্শ্বর,

চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,

যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর

এনেছ দুঁড়িয়া সব দিক,

মধুমংত্রিষ্ মণি দুধিয়া পাথর

দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ!

সাত-শো রাজার ধন মানস-মাণিক

সঁপেছ তা সবার উপর,

তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিষ

তাই তো সে চির হৃন্দর;

তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক

গায় কানে গান মনোহর।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ কামনায়

ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,

মর্শ্বর গুহুজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—

পরশে সে সপ্ত বিমান,

লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তার

দেবতায় সঁপে সেই তান।

সে ছিল বধু ও জায়া, মাতা তনয়ের,

তবু সে যে উর্কশীপ্রায়

চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
 চির-প্রেম লুটে তার পায়;
 চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
 চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।

বাদশাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
 ভালোবাসা জাগে শুধু আজ,
 জেগে আছে দম্পতী-প্রেম অবিনাশ,
 জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ;
 অগতের বুক ভরি উজ্জলি' আকাশ
 প্রিয়স্মৃতি করিছে বিরাজ।

উজল টুকরা তাজ চন্দ্রলোকের
 পড়েছে গো থ'সে ছনিয়ায়,
 এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
 মহাশোক-অকুশ-ঘায়
 এসেছে বাহিরি'—নিধি সৌন্দর্যের—
 প্রেমের কিরীটে শোভা পায়।

মনো-বতনের সনে মণি-রতনের
 দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
 পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
 কেটে গেল কত দিনমান,
 বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
 যেই ক্ষণে টুটিল পরাণ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
 প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
 হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
 কবরে মিলিল কায়ে কায়;
 বটাইল বায়ে বায়ে নিয়তি মিলন
 জীবনে,—মরণে পুনরায়।

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
 হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
 আকাশের কামখেহু ঢালে স্নিত হাস
 শীর্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ;
 মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
 যখন সে শোনে তটলীন।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
 অশান—ভীষণ তবু নয়,
 বিলাস-ভূষণে তাজ নহে টলমল
 রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয়;
 মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
 জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময়।

আজিকে হুয়ারে নাই চাঁদ্রির কবাট—
 মোতির কবর-পোষ আর,
 তহু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন-ঠাট,
 বাগিচায় নাহিক বাহার;
 তবু এ অভভেদী জ্যোৎস্না জমাট
 রাজাসন প্রেম-দেবতার।

মথমল-ঝলমল পড়ে না কানাং
 শাজাদীরা আসে না কেহই,
 করে না শ্রাদ্ধ-দিনে কেহ ধ্বংসাং
 শিবনির তরুগুলি বই;
 বাদশা ঘুমান্ হেথা বেগমের সাথ;—
 অবাক! চাহিয়া শুধু রই!

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল
 মণিময় ময়ূর আসন,

কবরে জেগেছে তার চামেলি মুকুল
মরণের না মানি শাসন ;
অমল সে ফুলে চেয়ে বত বুলবুল
জুড়িয়াছে পুলক ভাষণ ।

জিত মরণের বকে গড়িয়া নিশান,
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণীর ।

কবর-ই-নূরজাহান

“বর মাজারেমা গরীবী তুঃ চেরাগে তুঃ শুলে
তুঃ পরে পরমাণা হুজুদ তুঃ শুতায়ে বুলবুলে ।”

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান !
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান ।
বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা ! কই সে তোমার রূপ অতুল ?
পাষণ-কবর-বোরকা খোলে দেখবো তোমায় সুন্দরী !
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি ।
জগৎ-জ্যোতা জাহানীর জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান-নূরী আলোয় ভর দিক আবাস ;
কর গো হতভ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্তন—
কত বৃগ আর চলবে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন ?
জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ ;
রত্নির সুরতিতে জাগ, অজ লভুক অনঙ্গ ।
রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুলবুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরম্পরে তাই তারা ঠোট হানে গো ;—

তুচ্ছ রূপার তরে যাহুব করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ রীতি ?
খনির সোনা নিভা মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে ।

রূপের আদর জান্ত সেলিম, রূপ দেবতায় মান্ত সে ;
সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জান্ত সে ;
বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন ? হায় তৃষিত চায় কারে ?
তোমার সোনা মুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝলসেছে চোখ পুণ্য পাতক তুলস সে,—
রক্ত সাগর সাঁত্রে এসে দখল পেল পদ্মাটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর ।—
টাকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
“টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নূরজাহাঁর নাম ।”
মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,
“সোনার হ’ল দাম শতগুণ নূরজাহানের নাম যোগে ।”

মরুভূমির শুষ্ক বৃকে জন্মেছিলে সুলতানা !
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা ।
তোমায় ফেলে আসছিল সব, আস্তে ফেলে পারল কই ?
দৈন্ত দশার নিশ্চয়তা টিকল না দু’দণ্ড বই ।
জয়ী হ’ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বৃকের ধন ।
মরুভূমির মেহেরবানী ! তুমি মেহের-উন্নিসা !
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির-দিন-নিশা !
পথের প্রস্থান ! তোমার রূপে হুনিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন্ গুল !
যলিন করে রূপরগীদের ফুটল তোমার রূপের ফুল ।

রূপে হ'লে অশ্লীল আর নৃত্যগীতে কিয়রী,
 স্রোক-রচনার সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুল্লরী,
 তীর ছোঁড়া আর বোড়ার চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
 এমন পুরুষ ছিল না যে মুরত বৃকে বইল না।
 রূপের গুণের খ্যাতি তোমার চাইল ক্রমে সব দিশা,
 নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উল্লিঙ্গা!
 বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
 খুসী দিলে খুসরোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।
 খসল হঠাৎ ঘোমটা তোমার, সরম-রাঙা মুখখানি
 এঁকে গেল ঘুবার বৃকে রূপরানী গো রূপরানী!
 বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী;
 শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাদি।
 বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
 বর্কমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

দিনের পয়ে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
 বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুলল না;
 অস্ত্রায়ের সে বৈরী চির ভুলল হঠাৎ ধর্ম-আয়
 ডুবে ভেসে তুলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বজায়!
 কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ।
 উদারচেতা সিংহ-জ্যেতা সিংহ-তেজা শের আফগান;
 সেলিমের দুখ-মায়ের ছেলে স্ববাদারীর তৃষ্ণাতে
 মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে;
 তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
 রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ!
 সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগছে নারী, তোমার জয়!—
 সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

পাকী এসে "আগ্রা চল"—শাহানশাহের অন্দরে,
 কাছে গিয়ে দেখলে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।

মহলে কই বাদশা এলেন ? মোনে বাখা সইলে গো,
চৌক আনা রোজ খোরাকে রং মহলে রইলে গো।
রেশমী পটে নক্সা একে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বীদী দিয়ে বিক্রী ক'রে হ'ত তোমার দিন-গুজার,
সাদা-সিধা স্ফুতির কাপড় আপনি পরে থাকতে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো।
স্পর্শে তোমার জুই-বুজের শিলায় শিলায় ফুটল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভর কুল।

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখল তোমার মলিন বেশ ;
দেখল তোমার পুষ্প-কান্দি, দেখল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুলল সে ছুদ-ভায়েব শোক।
বাদশা হৃদান্ “এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান !”
জবাব দিলে “আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ।
তোমার দাসীর অঙ্গে খামিন্—তোমার খুসীর মতন সাজ।”
বাদশা বলেন “সত্যি কথা, দিলে আমার উচিত লাজ,
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! হুন্দরী !
চল আমার খাস্ মহলে মহল-আলো অপরী।
সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছ তার দিল্ দগল।”

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এমনি হাজার মোতির হার
বাদশা দিলেন কর্তে তোমার সাত-সাগরের শোভার সার।
বাদশার উপর বাদশা হ'লে, বাদশা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরাণ যে স্মৃতি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহানুশা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার বোঝা কবি আসক জা।

দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
 বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব ।
 নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
 ফুলের আশ্রয় আতর হ'ল অমর হ'ল ইজিতে !
 তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্ণে সলা উৎসাহী
 জাহাজীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী ;
 নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল,
 দরবারী সব চটল মনে, উঠল জলে ওমরাঙ্গল ।
 বাদশাজ্ঞাধা খুরম এবং দশহাজারী মহকবৎ
 বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
 রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
 ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী হুতানা !
 বাদশা যখন নজর-বন্দী মহকবতের ফন্দীতে
 চললে তুমি সিংহী সম চললে স্বয়ং রণ দিতে ;
 হাতীর পিঠে হাওলা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
 ঝাঙা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কি রঙ্গে ;
 শত্রু মেয়ে করলে খালি তীরে-ভরা তিনটে ভূণ,
 আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝলে তবু চতুর্গণ ;
 দুঃখমেনরা উচু ডাডায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
 তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো ;
 হঠাৎ বেকে বসল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-বাঘ
 ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুদ্র রোষের যজ্ঞগায় ।
 বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
 মহকবতের মুঠা শিখিল করলে ইরান-নন্দিনী ;
 জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ,
 তোমার অস্ত্র অমোঘ সলা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
 ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হ'ল জয় শেষে,—
 তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহকবত-খা যায় ভেসে ।

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব'ডালে
 লুপ্ত তোমার রূপের লহর জললে আর জললে,

জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনায় বাহার বায় করি,
 আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের স্তম্ভরী !
 হোখা তোমার স্বামীর সমাধি যত্নে তোমার উজল ভার
 ঝলমলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্পনায় ।
 গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—
 সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !
 শাহ-ডেরার হস্ত মালিক জেগে তোমায় ডাকছে না,
 তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোজ সে আজ রাখছে না ।
 স্তম্ভ সোনার স্তূপায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
 আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায় ।
 বিশ্বরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
 গোরা ! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ ।
 সোহাগী ! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদূর গো,
 জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রী-হর্গ ।

শিয়রে কি লিখন লেখা ! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক,—
 এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক ;—
 হে সুলতানা ! লিখেছ এ কী আফসোসে স্তম্ভরী !
 লিখেছ তুমি “গরীব আমি” পড়তে যে চোখ যায় ভরি ।—
 “গরীব-গোরে দীপ জ্বল না, ফুল দিও না কেউ ভুলে—
 শ্রামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে ।”
 সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান্ !
 সত্যি কাঁটার জঙ্কলে আজ পুষ্পলতার নুপু প্রাণ !
 নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
 অবহেলার গুহার তলায় ডুবছে কালের সঙ্কেতে ।
 ডুবছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুববে না,
 রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা ।
 সেখান তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্বদাই,
 অম্লরাণের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
 চিস্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি’
 যোগল যুগের তিলোত্তমা ! চিরযুগের স্তম্ভরী !

জাতির পঁাতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্ত্রে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী ।
শীতাতপ ক্খা তুষার জালা
সবাই আমরা সমান বৃষ্টি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি ।
বোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাড়া,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবাই সমান রাড়া ।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র,
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে ।
রাগে অহুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় !
যুগে যুগে মরি কত নির্যোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অন্ধ ঝাড়ি' ;
উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
রচিয়া মনের পাছশালা ;

কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার

গ্রাম-দেবতার বাহিরা সিঁড়ি

জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার

চরণে পরাণ বেতেছে ভিড়ি।

জগৎ হয়েছে হস্তামলক

জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে

অভেদের ভেদ উঠেছে ধনিয়া,—

মানস-আভাস আগিয়া উঠে।

সেই আভাসের পুণ্য আলোকে

আমরা সবাই নয়ন মাজি,

সেই অমৃতের ধারা পান করি'

অমেয় শক্তি মোদের আজি।

আজি নির্মোক-মোচনের দিন

নিঃশেষে গ্লানি তাজিতে চাহি,

আছাড়ি আকুলি আফালি তাই

সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।

পরিবর্তন চলে তিলে তিলে

চলে পলে পলে এমনি ক'রে,

মহাতুঙ্গক খোলোস খুলিছে

হাজার হাজার বছর ধরে!

গোত্র-দেবতা গর্ভে পুঁতিয়া

এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,

আর দুই মহাদেশের ম'হুয

কোন মহাজন মিলাল শুনি!

আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন

চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,

যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম

মস্তুর ধর্ম বিলীন হবে।

ভোর হ'য়ে এল আর দেরি নাই

ভাঁটা স্বপ্ন হ'ল তিমির-স্তরে,

জগতের যত তুর্বা-কণ্ঠ
 মিলিয়া বৃদ্ধ বোষণা করে ।
 মহান্ বৃদ্ধ মহান্ শাস্তি
 করিছে সূচনা হুলসে গগি,
 রক্ত-পকে পঙ্কজ-বীজ
 স্থাপিছেন চুপে পদ্মবোনি ।
 ভোর হ'য়ে এলো ওগো ! অঁখি মেল
 পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
 প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
 পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাসি ।
 তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
 মহামানবের গাহ রে জয়—
 বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
 নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় ।
 বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
 বনেদী কে আর গবু-বনেদী,
 ছনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
 ছনিয়া সবারি জনম-বেদী ।
 রাজপুত আর রাজা নয় আজ
 আজ তারা শুধু রাজার ভৃত,
 উগ্রতা নাই উগ্রক্ষেত্রে
 বনেদ হইছে অমজবুত ।
 নাপিতের মেয়ে মুরার ছলল
 চক্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
 গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কাহ্ন
 সকল রথীর সেরা সে রথী ।
 বদে ঘরানা কৈবর্তেরা,
 বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
 আজো দেশ কৈবর্ত রাজার
 যশের স্তম্ভ বন্ধে বহে ।

এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয়;
 হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
 গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্য
 পটু যারা করে গলাজলি;
 তার চেয়ে ভালো গুহক চাড়াল,
 তার চেয়ে ভালো বলাই হাড়ী,—
 •যে হাড়ীর মন পূজার আসন
 তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি',
 ধর্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
 হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
 পৈতা তো সিকি পয়সার সূতা
 পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
 রইদাস মুচি, সুদীন কসাই,
 গণি শুকদেব-সনক-সাথে,
 মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
 হেন ছেলে আহা হয় মে জাতে।
 চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
 ধীবর-ভাগিনা যেমন বাস,
 শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
 নহে গো এ নহে উপভাস।
 নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
 ভোম আর যুগী হেলার নহে,
 মগধের রাজা ভোমনি রাঘের
 কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।
 মদের তৃষ্ণা শুঁড়ীয়ে গড়েছে
 . মিছে তারে হায় গণিছ হেয়,
 তাত্ত্বিক দেশে মদের পূজারী
 তা হ'লে সবাই অপাঙ্ক্তেয়।
 কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,
 আদি জননীর পুত্র সবে,

মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি বল
 জাতির তর্ক কেন গো হবে ?
 বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
 পাটুনী, কোটাল, কপালী, মালো,
 বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
 তাঁতি, তিলি, মালি, সমান ভালো ;
 বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
 তামুলী, বাকুই তুচ্ছ নয় ;
 মাহুখে মাহুখে নাহিক তফাৎ,
 সকল জগৎ ব্রহ্মময় ।
 সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
 লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
 মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
 সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে ।
 মালেকর তার মাল্য যোগায়
 গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
 চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
 নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
 স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়ে,
 গোয়ালী ষাণ্ডায় মাখন ননী,
 তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
 বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
 যোদ্ধারা তারে সাজোয়া পরায়,
 বিদ্বান্ তার ফোটায় অঁখি
 জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
 কিছু যেন জানা না রয় বাকী ।
 ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
 চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
 জাতির পঁতির মালা সে গাঁথিয়া
 পরেছে গলায় সগৌরবে ।

সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
 ভেদের মস্ত ডুবা রে জলে
 সহজ সবল সরস ঐক্যে
 মিলক মানুষ অবনীতলে ।
 ডকা পড়েছে শকা টুটেছে
 দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
 মনে কুণ্ডার কুষ্ঠ যাদের
 • তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া ।
 তুষার গলিয়া বোরা ছরস্ত
 চলে তুরস্ত অকূল পানে
 কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা
 দিকে দিগন্তে পাগল গানে ;
 গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
 মাতে রে হৃদয় পরাণ মাতে,
 গোত্র অঁকড়ি গরুরা থানুক
 মানুষ মিলুক মানুষ সাথে ।
 জাতির পীতির দিন চ'লে যায়
 সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
 সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
 বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে ।
 যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
 এসেছে শত্রু চক্র হাতে,
 প্লাবন এসেছে শাবন এসেছে
 এসেছে সহসা গহন রাতে ।
 পাক্কির যত পললে আজ
 শোনো কল্লোল বন্যাজলে !
 জমা হ'য়েছিল যত জঞ্জাল
 গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে ।
 নিবিড় ঐক্যে হায় মিলে যায়
 সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
 মানুষে মানুষে নাই সে বিশেষ
 নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময় ।

জর্দাপরী

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! হিরণ-জরির ওড়না গায়
হৃদয় বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখ্‌না মেলে যাও কোথায় ?

“যাই কোথায় ?—

হায় রে হায় !

সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায় ।”

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালী রজত অঙ্ক চন্দ্রমার ?

“আবার কার ?—

এই আমার !—

কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাডায় উৎস জ্যোৎসনার ।”

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! জমাট জরির বোর্কা গায়
রোদ্রে এবং বিদ্রোহে তুই পাখ্‌না মেলে যাও কোথায় ?

“যাই কোথায় ?—

হায় রে হায়

দরদ দিয়ে বুঝ্‌তে জরদ গরদ-গুটির দরদ-দায় ।”

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকাক হার চুলে,
আলেয়া, তোর চক্ষে জলে চাইলে চোখে চোখ চুলে !

“চোখ চুলে ?—

মন ভুলে ?—

কুবের-পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে ।”

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
ছঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তায় নিরাশ !

“বাস্ রে বাস !

সোনার চাষ—

অমনি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস ?”

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ অঁথির ভায়,
লোভের কাদন আগিয়ে ফিরিস্ দিস্নে ধরা ফিরাস্ পায়।

“ফিরাই পায় ?

হায় গো হায়—

পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায়।”

জর্দাপরী! জর্দাপরী! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চলছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয়।

“সোনার পা

মাড়াই যায়

আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায়।”

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মৃত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযুষ দানে,
মমতা তোর মেঘুর হ’ল মধুর হ’ল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—স্তুতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমালয়ের তুষার চিরে চক্র তোমার চলছে কিবা!
দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী মৃত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

* * * *

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মহানে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুটলে ভারত নন্দনে;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদীর-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।

শিবানী তুই, তুই কল্লানী, আলোয়া তোর খপরে!
 শত্রু-ভীতি জলছে চিতা, তুলছে কণা সর্প রে!
 বাঘিনী তুই বাঘ-বাঘিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
 চক্ষু জলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর;
 অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
 ভৃগুর্ভে তোর গর্জ্জ কামান টনক নড়ে নাগপতির,
 ভৈরবী তুই স্কন্দরী তুই কাঙ্ক্ষিমতী রাজরাণী,
 তুই গো ভীমা, তুই গো শ্রামা, অন্তরে তোর রাজধানী!

* * * *

ভাঁটফুলে তোর আশ্বিন বাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
 ভাঁট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হৈকে চাতক ধায়,
 নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
 অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চেরাপুঞ্জিতে।
 তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজ্ঞাপতি হয় তাঁতী,
 বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাত্তি,
 পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিম্বতার হার গাঁথে,
 অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে।
 তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুন্তলা,
 ইভ-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা!
 ভাঙারে তোর নাইক চাবি, বাইরে সোনা তোর যত,—
 মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল্ তোর মত?
 তোর সোনা স্ববর্ণরেখার রেখায় রেখায় খিত্তিয়ে রয়,
 ছুটবে কে পারশ্র সাগর? মুক্কা সে তোর বিলেই হয়;
 বিলে তোমার মুক্কা ফলে, জলায় ফুলের জলসা রোজ,
 তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।
 তুষের ভিতর পীযুষ তোমার জমছে দানা বাঁধছে গো,
 গাছের আগায় জল-কৃষ্টি তোর পথিকজনে সাধছে গো!
 ধূপ-ছায়া তোর চেলীর অঁচল বুক পিঠে দিছিঁ বেড়,
 গগন-নীলে ডিড়ায় ডানা সান্ধী তোমার গগন-ভেড়।

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তারুরি শতেক ভোর ;
 ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর ।
 কিরীট তোমার বিরীট হীরা হিমালয়ের জিহ্মাতে,—
 তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল ? নাগাল না পায় কেউ হাতে ।
 তিস্তা তোমার ঝাঁপটা সিঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
 ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক, কর্ণফুলী বাম কানে ।
 বিশ্ব-বাণীর মৌচাকে তোর চুম্বয় যশের মাকি' গো,
 দূর অতীতের কবির গীতি তোর হৃদনের সাক্ষী গো ।
 নানান ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ ! তোমার গৌরবে,
 ভাঙ্জিল এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে ।
 কহলেন তোর শৌর্য-বাখান, বীৰ্য্য মহাবংশময়,
 দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্তি তোমার মৃত্যুজয় ।
 যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
 জিতলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে ।
 শত্রুজয়ের খেললে গো শত্রুঙ্গ' খেলা উল্লাসে,
 কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিণী গোড়-সেনার জয় ভাষে ।

* * * *

গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি ! ছিলে তুমি স্রুতর্জ্জয়,
 অঙ্গনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয় ;
 গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেকজান্দারী
 ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি ।
 তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
 তখনো যে কীৰ্ত্তি খ্যাতি জাগছে তোমার আশিংহল,
 তখন যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র,
 সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্ত্র ।
 ধ্যানে তোমার যে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি বঙ্গদেশ
 তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ ।

* * * *

কলিয়ুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
 সাতখানি যে ডিঙা নিয়ে বকোপুরী করলে জয় ;

রাম বাঁ স্বয়ং পারেন নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—

লকাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্রগু ধরলে সে ।

দীঘি, জাভাল, দেউল, দালান গড়লে স্বীপের রক্ষী গো,

বল! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!

‘ইচ্ছামতী’ ইচ্ছা তোমার, ‘অজয়’ তোমার জয় ঘোষে,

‘পদ্মা’ হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সকারে বল হৃদকোষে ;

‘ভাকান্তে’ আর ‘মেঘনা’ তোমার ডাকছে মেঘের মঞ্চে গো,

‘ভৈরবে’ আর ‘দামোদরে’ জপছে “মাঠেঃ” মঞ্চে গো ;

রাঢ়ের ‘ময়ূরাক্ষী’ তুমি, বঙ্গে ‘কপোতাক্ষী’ তুই,

সাপের ভীতি রমার স্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস্ দুই ।

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,

যুচিয়ে দেছে চরিত্রগুণে বেনে নামের অগোরব ;

সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ’য়ে শ্রেষ্ঠীর নামটি কিনলে গো,

সাধু হ’ল উপাধি—যাই সাধুহে মন জিন্লে গো ;

সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি শ্রীমন্ত

বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত ।

কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী দক্ষিণা,

বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দীনহীনা ।

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভূটান তিব্বতে,

চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লজ্জি’ সাগর পর্বতে ;

হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্তিকা,

সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা ।

শিষ্টসেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,

অনেক দেশের মুক্ত চক্ষু নিবন্ধ সে এই দেশে ;

যেথাই আশা আশার ভাষা জাগছে আবার সেইখানে—

ফল্গুতে ফের পদ্মা আগে জীবন-ধারার জয় গানে ।

জাগছে হুগু জাগছে গুগু জাগছে গো অক্ষয়-বটে,

কবির গানে জানীর জানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে ।

অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিটলে ;
বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো ।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা !
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জালিয়ে অশ্বির স্থির শিখা !

* * *

মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি দেখছি গো তার হাতেই তুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস্ ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা ;
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহ্রদি নামটি গো,
গতির ভুখে চলিস্ রুখে, বাংলা ! সোনার তুই মৃগ ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে অঁক্‌ড়েছিল,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাক্‌ড়েছিল ।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
চির-যুবন-রক্ত জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী,
শিরীষ ফুলে পান-বাটা তোর ফুল কদম-অঙ্গিনী !
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেখে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
মহু তোর মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্ নে ।
কীৰ্ত্তিনাশা স্মৃতি তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল চোখ ।

* * * *

কে বলে রে নেই কিছু তোর ? নেইক সাক্ষী গৌরবের ?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের ?
চোখ আছে বার দেখছে সে জন, অন্ধ জনে দেখবে কি ?
উবার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেকবে কি ?
যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিন্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো ।

আহ তুমি, থাকবে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
 উঠলে ফিরে উঠবে গো তোর আশ্র-মধুর প্রাণের রস;
 গরুড়বক্ষে উবার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
 বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো!
 জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
 জাগছে জানে আলোর পানে মেলছে পাখা স্বপ্নে,
 জাগছে ভাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গোহবে,
 আশার স্রসার জাগছে উবার স্বর্ণকেশের সৌরভে।
 ধাত্রী! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
 জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গন্ধাহুদি-বকদেশ!

লাল পরী

লাল পরী গো! লাল পরী!
 ইন্দ্র-সভার হৃন্দরী!
 কখন আসিস্ কখন যাস্!
 কার গালে যে গাল বোলাস্!
 কার ঠোঁটে যে ঠোঁট খুলি!
 কার হাতে পায় তুলতুলি—
 ফোঁটাস্ রাঙা পদ্ম গো
 জান্বে তা কোন্ মন্দ গো।
 তোর চূমাতে হয় যে লাল
 খোকা খুকীর হাত পা গাল,
 আঙুলগুলি কুঙ্কুমের
 কিশোর কেশর তুল্য হয়,
 দেয়ালা তুই তার ঘুমের
 তাই ঘুমে প্রফুল্ল রয়;
 লাল পরী গো! লাল পরী!
 স্বপ্ন-পুত্রীর অঙ্গরী!

ইন্দ্রলোকের রীত এ কি !
 লুকিয়ে যেতে আস্তে হয় !
 দেবতা হ'য়েও তোয়, দেখি,
 লুকিয়ে ভালোবাস্তে হয় !
 সবুজ পরী এক-ঝোঁকা
 নয় সে মোটে তোয় মতন,
 তাই তো মানা আজ ঢোকা
 ইন্দ্রপুরে তার এখন ;
 সবুজ পরী এক ঝোঁকে
 মাহুষ রাজার পুত্রকে
 বাসল ভালো কায়মনে
 মিলতে এল তার সনে ;
 এই অপরাধ—এই তো পাপ,
 অমনি হ'ল দৈব শাপ,—
 থাকতে হবে মর্ত্যে গো
 মৃত্যু-কীটের গর্ভে গো
 সবুজ পরী টল্ল না
 শাপের ভয়ে ভুল্ল না,
 ভালোবেসেই ধরা সে
 চায় না কিছু অগ্র সে ;
 যেখানে তার চিত্ত রে,
 থাকবে সেথাই নিত্য সে ;
 চায় না যেতে স্বর্গে আর
 মাহুষ যে প্রেম-পাত্র তার ।
 করবে তারি দাস্ত গো—
 যে তার আজ উপাস্ত গো !
 তাই মরতের পথপানি
 সবুজ ক'রে রইল সে,
 মর্ত্যে হ'ল চাকরাণী,
 প্রেমে সবই সইল রে ।

তুমি তা নও লাল পরী !
 লুকিয়ে এস লুকিয়ে যাও,
 স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'
 খুকীর গালে গাল বুলাও !
 আবার বিনা অশোক ফুল
 তোমার বরে হয় অভুল,
 খোকা খুকীর হাত পা ঠোট
 হয় সে শিউলী ফুলের বোট ;
 নাই অজানা কিচ্ছু মোর
 চুমু গোলাপ-পাপড়ি তোর
 সাঁঝের মেঘে মুখ মোছো
 উষার আলোয় কুলকুচো ;
 লুকিয়ে ফের সুন্দরী
 না দেপতে কেউ যাও সরি ।
 লাল পরী গো ! লাল পরী !
 কিশোর-লোকের অঙ্গরী !
 কিশোর কিশলয় পরে
 তোমার পরশ সঞ্চরে,
 তোমার চুমায় লাল গুলাল
 লাল হুলালী লাল হুলাল,
 ছোঁয় গোপনে তোমার হাত
 সিঁদুর কোঁটা আলতা-পাত ।
 ফিরছ তরুণ কুর্তিতে
 ডালিম-ফুলি কুর্তিতে !
 নববধূর আয়নাতে
 কচি ছেলের বায়নাতে
 পড়ছ ধরা পড়ছ গো
 রাজা ঘোড়ায় চড়ছ গো,
 ফিরছ মুহু সঞ্চরি'
 লাল পরী গো ! লাল পরী !

ইলশে গুঁড়ি

ইলশে গুঁড়ি!

ইলশে গুঁড়ি!

ইলিশ মাছের ডিম।

ইলশে গুঁড়ি

ইলশে গুঁড়ি

দিনের বেলায় হিম।

কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে

পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,

মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,

আলতা-পাটি শিম।

ইলশে গুঁড়ি!

হিমের কুঁড়ি,

রোদ্দুরে রিম্ বিম্।

হাল্কা হাওয়ায়

মেঘের ছাওয়ায়

ইলশে গুঁড়ির নাচ।

ইলশে গুঁড়ির

নাচন দেখে

নাচ্ছে ইলিশ মাছ।

কেউ বা নাচে জলের তলায়,

ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্বাজী থায় ;

নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,

পুকুরে ছিপ গাছ।

উলসে ওঠে

মনট, দেখে

ইলশে গুঁড়ির নাচ।

ইলশে গুঁড়ি—

পরীর ঘুড়ি,—

কোথায় চলেছে?

ঝুমরো চুলে

ইলশে গুঁড়ি

মুক্তে ফলেছে!

ধানের বনের চিংড়িগুলো

লাকিয়ে ওঠে বাড়িয়ে হুলো ;

काव्य-मध्यमन

ব্যাঙ ডাকে ওই গলাফুলো,
আকাশ গলেছে ;
বাঁশের পাতায় কিম্বদন্তি
বাদল চলেছে ।

মেঘায় মেঘায়
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাকলো মেঘের
তাল-পাটালির থাল !
লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে,
তাল-বড়া দাও তাদের পাতে
টাট্কা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশী
তৈরী ক'রে
দিয়ে তাদের কাল ।

খেজুর পাতার সবুজ টিমে
গড়তে পারে কে ?
তালের পাতার কানাই-ভেঁপু
না হয় তারে দে !
ইলশে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি—
ঝরছে কত,—বল্‌ব তা কী ?
ভিজতে এল বাবুই পাখী
বাইরে ঘর থেকে ;—

পড়তে পাখায় লুকালো জল
ভিজলো নাকো সে !

ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি!
পরীর কানের ছল,
ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি!
বুরো কদম ফুল।

ইলশে গুঁড়ির খুনহুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,
নেবুফলের কুঞ্জটিতে
ছলছে দোহুল ছল ;
ইলশে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল ।

বর্ষা-নিমজ্জণ

- এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কুঞ্জন ভুলাবে ।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই ছ'জন কুলাবে ;
এস তুমি নুপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে ।
- (আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া গ্রহর ভুলাবে
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর ভুলাবে ।
কুঞ্জন-ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজবে কেকা ;
হালকা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে !
- (আর) গহন ছায়া মোহন মায়া গ্রহর ভুলাবে ।
এস তুমি যুথীর বনে ছুঁল বুলাবে ;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম-মুকুল খুলাবে ।
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিনা-রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন গুলাবে !
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে ।
- (ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?
কিসের হুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে ?

আয় গো নিয়ে সাহস বৃকে
 পিছল পথে সহাস হুখে,
 নৃতন সাথে নৃতন হুখে হুলন হুলাবে ;
 (এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে ।

নীল পরী

কানে হনৌল অপ্ৰাজিতা, পাপড়ি চুলে ছাফ্রানের,
 পারে অড়ায় নুপুর হ'রে শেখ-বাসরের রেশ গানের,
 নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,
 নীল পরী গো নীল পরী !

কঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,
 খুশের ধোঁয়া পাখনা তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার !
 ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিছনে মেঘ-ভষরী,
 নীল পরী গো নীল পরী !

চুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় চুলের তুমি ঢল্ বিখার,
 তব্বা তোমার স্বর্ধা চোখের তব্বা তোমার আলতা পা'র,
 নীল গাভী নীল মেঘ ছ'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
 নীল পরী গো নীল পরী !

কল্প তোমার শাড়ীর আঁচল, মুর্ছা নিচোল নীলবরণ
 ঘুর সে তোমার আলগা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
 বিবাহে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আখির শব্দরী
 নীল পরী গো নীল পরী !

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কমলা-কোয়ার কমলা-ফুলি রোয়ার মত,—
এক নিমিষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে শুই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনার লেখা লিপির পরে ।

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া !
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আসছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নামল কি হায় আজকে অকাল-বোধন দিনে !

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মৃতি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
শূন্তে তারা নৃত্য করে, শূন্তে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে ।

তাল-বাকলের রেথার রেথায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
স্বর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল স্রবের পারা !
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে
শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্পনা সে যাচ্ছে এঁকে !

ভালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক-ঘড়ি,
লক্ষ্মী দেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি !
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য থেলা,
কैसे গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা ।

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে !
মিশির জমি জমিয়ে ঠোটে শরৎরাণী পান খেয়েছে !
মেশামেশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে !
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে !

সমুদ্রাষ্টক

সিদ্ধ তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি বাহুবলী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমার মোরা প্রণাম করি !
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাধ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

সিদ্ধ তুমি মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন স্রুতি ,—
কর্ণে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী' ।
আর্য্য তুমি বীৰ্য্যে বিহু, ঋগ্ণা তব উত্তরীয় ;
মন্ত্রভাষী ইন্দু-সখা, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

সিদ্ধ তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা !
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দু-রোষে অভয় দিয়ে
উপগ্রবে বদ্ধ তুমি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

ভ্রমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্রুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্রুতি ;
নর্ম্ম সখী নদীর যত অধর-সুখা হর্ষে পিয়ো ।
লাস্তগতি, হান্তরতি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

দ্বিগুঞ্জেরা তোমার পরে নীলাঞ্জেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাঘরে ;
কৃষ্ণ চেউই লাঙল তব মূলধারী হে ক্ষত্রিয় !
অঙ্গরী সে অক-শোভা ; সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁধ কন্মী তুমি কর্ণে হারা ;
সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জল্পধারা ;
তোমার ধারা লঙ্ঘ্য যারা তাদের কাছে শুক নিয়ে,
শাসন কর, পালন কর, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রায়ট ভব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা; অগৎ ধনী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্ত্রে ভর ধরিজীও,
পর্যাপ্ত—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি ।
তোমায় কবি বণিব কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয় ।
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

সিদ্ধ-তাণ্ডব

[পঞ্চচামর ছন্দে অমুসরণে]

মহৎ ভয়ের মূরং সাগর
বরণ তোমার ভয়ঃশামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল ।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজাও সাজাও ত্র্যলোক,
সাজাও ভূলোক চেউয়ের মেলায় ।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?
কিসের ভষায় হৃদয় অধীর ?

পর্যাপ্ত তোমার জুড়ায় না হয়
অধর-স্বধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্ব

নিবিদ্ব হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—

মরম তোমার নিভুই জানাও

হে শিক্কা ! কোন্ হৃদয় আশায় ?

স্বধার আধার চাঁদের শোকেই

তোমার কি এই পাগল ধরণ ?—

মখন-দিনের গভীর ব্যাধায়

মরণ সমান আধার বরণ !

গলায় তোমার নাগের নিবীত,

চেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;

চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,

রাহুর তরাস তোমার দাপট ।

হাজার বোজন বিধার তোমার,

বিপুল তোমার হৃদয় বিজ্ঞন ;

তোমার ক্রোডের নিশাস মলিন.

করুক প্রাবৃত্ত মেঘের সৃজন ।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল

গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—

মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়,

কুনাল পাখীর আখির নীলায় ।

বিষের নিধান যে নীল-লোহিত

নিধান বিষের বিষয় বহন

উঁহার ছায়ার রহক নিলীন

মায়ার যে জন গভীর গহন ।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল !

উঠুক হে জয়জয়ন্তী তান ;

বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই

শিখুক নবীন মেঘের বিভান ।

চেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহত ?
ভাকাও সবার, মিলাও সবার,
পাঠাও তোমার প্রগল্ভ হৃত ।

প্রাচীন জগৎ ওঁড়াও এবং
নূতন ভূবন গড়াও হেলায়,
উঠুক কেবল 'ববম' 'ববম'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায় ।

জতুর পুতুল বহুধরায়
ও নীল মূঠার জানাও পেষণ ।
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাবায় !
প্রেমের স্খায় কী অঘেষণ !

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?
কণায় কণায় মাণিক তোমার
পাখার-হিয়ায় অতুল সোহাগ ।

তিমির পাজর তুকান তোমার,
খেলায় জিনিস হাওর মকর,
সগর-কুলের স্বথাত সলিল
নিধির বিধান হে রত্নাকর !

ভূবন-কর্ণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাজ-নীল ।
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল ।

কামর চেউয়ের ঝালর হেলায়
অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রতস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয় ।

বাগব বাহার করেন পীড়ন
 মহার শরণ তুমিই তাহার,
 রাজার রোবের আশকা নেই
 চেউয়ের তলার সুকাণ্ড পাহাড়।

আগর নিগম গোপন তোমার
 কখন কী ভাব,—বোঝার কে সেই ?
 এসেই—“অয়ম্ অহম্ ভো”—এই
 বলেই তকাং রোবের বেশেই।

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
 লোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
 চেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
 ভূমার কোলেই তোমার আসন।

স্বধার সাথেই গরল উগার !—
 পাগল ! তোমার কী এই ধরণ ?
 অগৎ-অয়ের মূরৎ সাগর।
 মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ।

আভ্যুদয়িক

[রবীন্দ্রনাথের “নোবেল-প্রাইজ” পাওরাত্তে]

রবির অর্থ্য পাঠিয়েছে আজ ঋতুরার প্রতিবাসী,
 প্রতিভার এই পুষ্প পূজায় সপ্ত সাগর মিল্ল আসি'।
 কোথায় শ্রামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুবার-পুরী—
 কি মন্তরে মিল্ল তবু অন্তরে কে টান্ল ডুরি !
 কোলাহুলি কালার গোয়ার প্রাণের ধারায় প্রাণ বেশে
 রাজার পূজা আগন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।

* * * *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম কোটে,
 পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্তা ছোটে,

অন্য বাহার শাস্ত জলে হুগু লহর জিহ্ব বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের হুপ্রভাতে ;
তুবারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
বস্ত্রীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-বাণী অরোরায় ।

* * * *

‘রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়’—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্ল এবার কঠোর তুমার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে :
বাতাসে আজ রোল উঠেছে “নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে !”
সপ্তঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিদ্ধ-ঘোটক হাঁকে !

* * * *

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা নিগ্ননিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল !—হিয়ায় ধরি’ কোন অমিয়া ।
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে—
মর্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে ।
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ার মাথা, ভেদের গরল বীর্ষ্যহীন ।

* * * *

জাহুর মলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি, সুধার লাগি তার পিপাসা ।
পূর্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অস্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মস্তরে গো
অস্তরীক্ষে সন্তোজাত নূতন তারা সস্তরে গো !

* * * *

বাংলা দেশের মুখপানে আজ জগৎ তাকায় কোঁতুহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি ।
‘বঙ্গভূমি ! রম্য ভূমি’ বলছে হোরা, শোন্ গো তোরা
“ধন্য ভূমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ভোরা ;

বিধে তুমি বন্ধে বাধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
এবতারা পিরানী গো শুভ তোমার অত্মার ।”

* * * * *
অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মূলক থেকে ;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে স্বর্গ উষার তুয়ার-পুরী
সোনার বরণ কর্ণা স্বরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুটে তোমার স্বকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু ।

* * * * *
ধন্ত কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্ত তুমি
ধন্ত তুমি, ধন্ত তোমার জননী ও জনকুমি ।
বন্ধুত্বমি ধন্ত হ’ল তোমায় ধরি’ অন্ধে কবি !
ধন্ত ভারত, ধন্ত জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি ।
পুণ্যে তব পুটে আজি বান্দীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সম্মার ওগো । বাজাও বীণা হাজার-তারা !

মনীষী-মঙ্গল

[বিজ্ঞানচাঞ্চা ডক্টর শ্রীমুখ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্ধনা
উপলক্ষে রচিত]

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরি কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্ম-জড়-জন্মমে ।
অন্ধকারে নিত্য নব পদ্ম কর আবিষ্কার,
সত্য-পথ-বাক্তী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।

হাস্ত-কালি বাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্ত আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;
গকড় তুমি গগনাক্রম বিনতা-নীড়-সঙ্কুত,
দেবতা সম ললাটে তব স্মরে কী আশি অকুত ?

দয়সী তুমি দয়ক দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ;
বৃহদী তুমি, মায়াবী তুমি, এ কিগো তব ইন্দ্রজাল
হুহুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্-চাড়াল !

মরমো তুমি চরম-খোজা মরম শুধু বুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে মরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছেঁয়ালে এ কি হেমকাঠি ।

হিম বা' ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মুচ্ছিত
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে ।

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ !
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তকাৎ !
ভুবন ভরি' বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ—
প্রাণেরই অচিন্ত্য লীলা জঙ্ঘ জড়ে স্পন্দমান !

জ্ঞানের মহাসিদ্ধি তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিঁড় করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণ ধী
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে ।
সত্য-মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অগুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বপ্ত্রের কি শূত্রের
দ্বন্দ্বহার্য আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
সত্য-পথ-বাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।

বৈকালী

(১)

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা খনারে আসে !
পর্যাপ্ত ভরিছে আলো ।

(২)

নিশ্চিন্ত আশি
নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি ।

(৩)

দিনে ছ'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে বৃষ্টি',
দৃষ্টির সাথে
অস্ত্র কি যায় ঘুচি' ?
হায় গো কাহারে পুছি

(৪)

একা একা আছি
কুখিয়া জানালা দ্বার—
কাজের মাহুঘ
সবাই যে ছনিয়ায়,—
সক কে দিবে আর ?

(৫)

অরি একা একা
পুরাণে দিনের কথা

কত হারা হালি
কত হুখ কত ব্যথা
বুক ভরা ব্যাকুলতা ।

(৬)

দিনেক দু'দিনে
মোহনিয়া হ'ল বুড়া !
অন্নের ছবি
ছুঁতে ছুঁতে হ'ল শুঁড়া
ভাঁটা-সার শিশী-চুড়া ।

(৭)

স্মৃতি ষাটঘরে
যতগুলি ছিল দ্বার
উঘারি উঘারি
দেখিছ বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর ।

(৮)

দিন কত পরে
পুরাণো না দিল রস,
তুকায়ে উঠিছ,—
শূন্য স্মৃতি-কলস
চিত্ত না মানে বশ ।

(৯)

চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার
মৃত্যু অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সন্মুখে যে আমার !

(১০)

কাণ্ডের দিনে
এ কি গো প্রাণী রসী
বিনা বেঁধে বুঁধি
বন্ধ পড়িবে খসি,
নিরালায় নিঃশলি ।

(১১)

সহসা আধারে
পেলার পরশ কার ?—
কে এলে দোসর
হুখে করিতে পার ?
খুঁচাতে অঙ্ককার !

(১২)

কার এ মধুর
পরশ সাধনার ?
এত দিন বায়ে
করেছি অস্বীকার !—
আত্মীয় আত্মীয় !

(১৩)

এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে ?
পূজা যে করেনি
বৈকালী তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভূতে ?

(১৪)

হুঃখ-মখিত
চিন্ত-দাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির জ্যোতি কি অলে !
অতল অশ্রু-তলে !

(১৫)

দুঃখ-সাগর
 বহন-করা গণি
 অভয়-শরণ
 এসেছ চিন্তা-গণি !
 জনম ধন্ত গণি ।

(১৬)

বাহিরে তিমির
 ঘনাক এখন তবে
 আজ হ'তে তুমি
 রবে মোর প্রাণে রবে,—
 হবে গো দ্বন্দ্বের হবে ।

(১৭)

বাহিরে বা' খুলী
 হোক গো অতঃপর
 মনের ভুবনে
 তুমি ভুবনেশ্বর
 নির্ভয়-নির্ভর ।

(১৮)

এমনি যদি গো
 কাছে কাছে তুমি থাক
 অভয় হস্ত
 মস্তকে যদি রাখ
 কিছু আমি ভাবিনাক ।

(১৯)

আখি নিরে যদি
 ফুটাও মনের আখি
 তাই হোক ওগো
 কিছুই রেখ না বাকী,
 উষ্মল চিতে ভাকি ।

(২০)

ছুটি হাত দিয়ে
চাক যদি ছ'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন,
জীবন-সাধন-ধন !

(২১)

পল্লের মত
নয় গো এ আশি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দ্বিতে করিব না ভয় ।

(২২)

আজ আমি জানি
দিয়েও যে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্কের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনো ।

(২৩)

জয় ! জয় ! জয় !
তব জয় প্রেমময় !
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়
জয় ! জয় ! তব জয় !

(২৪)

প্রাণের ভরাস
মরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিত্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে ।

(২৫)

আমি ভুলে যাই
তুমি ভোলো নাকো কভু,
করুণা-নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু
জয়! জয়! জয় প্রভু!

মহাসরস্বতী

বিশ্ব-মহাপদ্ম-সীনা! চিত্তময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী!

মহীয়সী মহাসরস্বতী!

শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী। অঙ্ককারে তুমি উষা-প্রভা!
সূর্য্যো-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী 'সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।

ছিন্ন-মেঘ অস্বরের নিকল চন্দ্রমা

তুমি নিরুপমা।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নিনিমেষ ও তব নয়ন ;

তপোলোক করিছে চয়ন

নক্ষত্র-নৃপুত্র-চ্যুত জ্যোতির্ষ্ময় পদধেণু তব ;
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব
পুরাতনে নবীয়ান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !
মহীয়ান্ মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—

ব্যাপ্ত-পরিবেশ।

স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-স্বখে জাগ' তুমি গীতে

দেবতার চিতে।

ভুলোকে ভ্রমর-গর্ত শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;

হংসারুঢ়া—ময়ূর-আসনা!

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !
 কখনো বাজাও বীণা, কহু দেবী ! কর শঙ্খধ্বনি,—
 উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ধ্বাণ ;
 হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কহু গাহ গান,—
 গুলকি' পরাণ !—
 সর্ষ-বিজ্ঞা-বার্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
 গড়ি' উঠে গীতে !

মহাসম্রাটের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
 মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
 তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব
 তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ ।
 দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রক্ত তালে
 আগো তুমি স্বতন্তরা ! রক্ত-রশ্মি রুটে তারা ভালে
 যুগ-সন্ধ্যা-কালে ।
 কহু ও লগাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
 পুণ্য-পুঞ্জী-পারা ।

দেবাসুর বশে দেবী ! সন্তোজাত বজ্রের গর্জনে
 তব সাড়া পেয়েছি গগনে ।
 সিন্ধু হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্রুত-সম্মল,
 বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল ;
 তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
 গোত্রমাতা মৃদঙ্গলানী ঋষেদ বাথানে বীৰ্য্য ধার,—
 ইষ্ট তুমি তার ।
 নৃষো রাখি' যন্ত্র 'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
 তুমি তার মতি ।

পার্শ্বে তুমি স্পর্ধা দিলে একাকী স্মৃতিতে মল্ল রণে
 ধ্বংসরূপী মহেশের সনে ।
 তুমি কৌশিকের তপ, দেবী ! তুমি ত্রিবিজ্ঞা-রূপিনী
 উষরে উর্ধ্বর কর, জম্ব-মৃত্যু-রহস্ত-গুর্বিণী !

অগন্ত্যের বাত্মা-পথে তুমি ছিলে বস্তু নির্নিমেস
তুমি দুর্গমের স্পৃহা—দুর্লভ, দুস্তর, দুস্তবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ ;
'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈব অসন্তোষ ।

কব্দের হুহিতা দেবী ! কর মোর চিন্তে অধিষ্ঠান,
• সর্ব কুণ্ঠা হোক অবসান ।
বিদ্যাভেদে দূতী করি' স্থিতি ভিন্ন করিয়া ছালোক
এস ক্ষত কবি-চিন্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক
তব আগমন-বার্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান,
হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান ।
সর্ব চেষ্টা সর্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য-স্বরে
সুপ্ত চিত্তপুরে ।

দুর্লভের গুঢ়-তুষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্লনা,
অগ্নি দেবী মহতী কল্পনা !
নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ', 'ক্ষতি অবসান' ;
বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক স্পন্দমান ।
দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাগী ! হোক বিশ্ব পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস ।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !
হে অপরাধিতা ।

লক্ষ কোটি চিন্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি ।
সমুদ্র মুচ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী ! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;
এস গো সত্যের উবা ! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ !

বীণাধ্বনি-ঘটাংগোলে যুক্ত হোক মূৰ্ত্ত রক্ত-রোষ

শব্দের নির্ধোষ ;

পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী—পাপে ছিন্নমতি ;

মহাসরস্বতী !

এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত বক্ষে মগ্ন তুমি,—

মনঃকুণ্ড উঠিছে প্রধুমি' ।

এস ডবা-অঙ্কুলা ! হব্যদাতা আস্থানে তোমায়ে

রাব্ধস-সম্বের অগ্নি বর্জিল যে হিমালয় পারে ।

ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;

রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তস্থখ ! আশ্বাস আরাম !

কর পূর্ণকাম ।

ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অগ্নি গায়ত্রী শাস্বতী !

বিশ্ব-বিশ্ববতী !

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বায়োটা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ্'

লোপ !

উড়ি' উড়ি' আরম্ভল! দেয় তুড়ি লাফ্ !

মাফ্ !

পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে

তুড়ে ।

আধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা

ছুঁচা ।

পাহারা'না ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ

খোদ !

বেতাল মাভালগুলা খায় হালফিল

কিল্ !

ভজাবশে তরুণোশে প্রচণ্ড পণ্ডিত

চিৎ !

যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিছাৎ

ভুত !

নিব্-গৌকেব নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গৌকা

তোকা !

গণেশ কচালে আঁখি, করে হুড়হুড়

হুঁড় !

স্বপ্নে দেখে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব

জেব !

পূজা হন্ গঙ্গানন তেড়ে হুঁড় নেড়ে

বেড়ে !

* * *

ত্রিশুলে ঝুলিয়া মস্ত জপিছে জাহ্নব,

বাহুড !

ছেঁচা-বোঁচা কালপেঁচা চৈচায় থিঁচায়,

কি চায় ?

সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মাম্দের গোর

চোর !

আবরি' সকল গান মশা ধরে অস্তে

দস্তে !

জগৎ ঘুমায়, শুধু করে ঠাকডাক

নাক !

স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়্‌মিড়্

বিড় বিড় বিড় !

অশ্বল-সম্বর কাব্য

অশ্বলে সম্বর্য হবে দিলা শস্ত্রমালী

ওড়্র-কুলোদ্রব মহামতি, বঙ্গধামে

নিব্বশিষি গ্রামে, মধ্যারু-সময়ে আহা !

তিস্তিভী পলাও লঙ্কা সঙ্গে সযতনে

উচ্ছে আর ইন্ধুগুড় করি বিড়ম্বিত
 অপূৰ্ণ ব্যঞ্জন, মরি, রাতিয়া স্মৃতি
 প্র-পঞ্চ-কোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
 আশা করি' পুনঃ ঢালিলা জায়াটি ভরি'
 ধাব বলি' ; কহ দেবী তবুরা-বাহিনী !
 কোন্ জাদুবান নৈল মুগ্ধ তার ব্রাণে
 আচরিতে ? জদুদ্বীপ হৈল হরষিত !
 কদুরবে অদ্বুনিধি মহাতরী করি'
 আইলা অম্বল-লোভে লোভী ; শব্দকেরা
 কৈল হড়াচড়ি জলতলে, জদুকেরা
 হুকা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
 দ্বিবাভাগে ! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
 শুভ-নিশ্চেষ্টের কাটা-মুণ্ডে শুক জিতে
 এল জল ; জগদম্বা বাজিল দেউলে ।
 সন্ন্যাসী কদ্বলাসনে চোখাইলা মুখ !
 বোম্বায়ের আঠি ফেলি বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা !
 সূদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
 হাসিল গ্রাস্তারি যত জজ ! লম্বোদরী
 হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে ; শাশ্ব দ্বারকায় ।
 গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈ-এ !
 অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি !
 কদ্বস্তা সধবাস্তরে না করি' বম্বাউ
 দম্বোলি নিক্ষেপি' ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
 দাখাল উলঙ্গ দ্বম্বো চাষা-ছেলে সাজি'
 আইলা শব্দুর দ্বারদেশে । গোষ্ঠে গাভী
 কৈল হাস্যরব । হাস্যর ভাঁজিল গুণী
 মনোভূলে পোড়াইয়া অদ্বুরী তাষাকু !
 কিম্বদন্তী কয়, চুম্বনে অকুচি হৈল
 নবদম্পতীর সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ-
 মন । হৈল ভিনিগার বোতলে ডাম্পোন-

ভঁরাবশে । হিংসাতরে রক্তা হৈল বীচে ।
 কলহোর কুন্তকর্ণ জাগিল ; কবরে
 মোজা দোপিরাঙ্গা দিল্লীধামে, ফুল মন
 সম্বরা-সৌরভে ! কৈলাসে স্বনামধন্য
 শূলী শঙ্কু বাজাইলা আনন্দে ডব্বক
 মালী শঙ্কুকৃত অশ্বলের গন্ধামোদে
 দিগম্বর ববদম্ বাজাইলা গাল !
 পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাশ্বরে—জগৎ-
 নৃপকার উড়িয়ার রক্তন-গৌরবে !
 গেরদ্বারি শঙ্কুমালী কিন্তু নিজ মনে
 কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃকপাত
 জাঘাটি উজাড় কৈল গান্-গান্ রবে ।

রাজা ভড়ং

[স্বর—“I am a marvellous Eastern king”]

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ,
 অধুনা ত্রীত্রী—ত্রীমহারাজ—হম্ !
 রাজা ভড়ং !
 গদি পাওয়াবধি খুব কড়া,
 নিছি নিজ হাতে—গড়গড়া—হম্ !
 রাজা ভড়ং !
 সম কুল বৃক্ষ স্বর্ধাকুল—
 তাই তো গোলালো—নাইক তুল—ত্রম্ !
 রাজা ভড়ং !
 ঘোমটা-পুঁটুলি রাণীরা মোর
 চলে দাপটিয়া কম্ কমর—কম্ !
 রাজা ভড়ং !

বিষয়-সময়-অবয়ব-জং

ইচ্ছা নড়িলে গা করে ছম্—ছম্ !

রাজা ভড়ং !

ভাকিয়াটি ভাষি দরকারী

আমি চেড়সের তরকারির—বম্ !

রাজা ভড়ং !

সকলে বখনি চলি অয়ং

কটাকট ফোটে পটকা চম্—চম্ !

রাজা ভড়ং !

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাট খাতির,—

আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—চং !

রাজা ভড়ং !

অকলে থাকি জংলী নই,

চান্দা সহ করে দিতে না হই—গম্ !

রাজা ভড়ং !

বাক্সাতে জানি মাদল অহং

ইঁকাটতে আমি পারি গো টম্—টম্ !

রাজা ভড়ং !

বিশ্বে “কুড়ো বা লিজো” গো,

হুনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম্ ?

রাজা ভড়ং !

ভুঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাব্,—

পাল ফিরে শুতে যায় বাপু—দম্ !

রাজা ভড়ং !

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই,

বাড়িয়া চলেছি ওজনেই—হম্ !

রাজা ভড়ং !

ঝিঁঝি ছাড়তে কচরকুট,

শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—মং !

রাজা ভড়ং !

ভাংচিতে কুলে ছাড়িনি ভাং,
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান—নম্ !
রাজা ভড়ং !

আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং,
ভাড়াটে ভড়ং ও ভাড়েতে ভম্,
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি
বেশকই পোশাকী—রাজা ভড়ং !

সর্বশী

[নিরামিষ নিমগ্নে নাভিলীর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস]

নহ দেখু, নহ উষ্টী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামুচা-চারিণী সর্বশী ।
ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয়, জিহ্বা সহ তোমারে বাখানি'
তুমি কোনো হাঁড়ী-প্রান্তে নাহি রাখ থণ্ড মণ্ডখানি,
জবায় জড়িত গলে লক্ষশূণ্য সুমন্দ গতিতে,
ব্যা-ব্যা-শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হনন-কৃমিতে
দুষ্ট অষ্টমীতে ।
গ্রাম্য দাগা-বাঁড় সম সম্মানে মণ্ডিতা
তুমি অখণ্ডিতা !

বাওয়া ভিষ-সম আহা ! আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি উদিলে সর্বশী ।
বন্ধের স্বর্ণ যুগে জন্মিলে কি ধনপতি-ঘরে
কুরে কুরে কুখা-থণ্ড তমা-পিণ্ড ল'য়ে শূঙ্গ 'পরে !
খুলনা লহনা দোহে বাস্তিতণ্ডা বন্দ করি স্বতঃ
পড়েছিল পদপ্রান্তে উজ্জ্বলিত বৃহৎ নিয়ত
করিয়া জাগ্রত ।
পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্ন বোকেন্দ্র-গন্ধিতা
তুমি অনিন্দিতা ।

ওই দেখ, হারা হ'রে তোমা ধনে রাখি না বক্সী,
 হে নিহুঁরা—বধিরা সর্বশী !
 ভোজনের সেই যুগ এ জগতে ফিরিবে কি আর ?
 বাসে-ভরা বাসে-ভরা হাড়ি হতে উঠিবে আবার
 কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে পাতে কি খালাতে,
 সর্বান্ন কঁাদিবে তব নিখিলের দংশন-জ্বালাতে
 তপ্ত ঝোল-পাতে !
 অকস্মাৎ জঠরায়ি স্মৃতি সহিতে
 রবে পাক দিতে ।

ফিরিবে না ফিরিবে না, অন্ত গেছে সে সৌরভ-শশী
 পাকস্থলী-বাসিনী সর্বশী !
 তাই আজি নিরামিষ-নিমগ্ন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
 কার মহাবিরহের তপ্ত হাস মিশে বহে আসে,—
 পূর্ণ যবে পংক্তিচয় দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
 ব্যা-ব্যা ধ্বনি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী
 হায় সর্বনাশী !
 তবু স্মৃতি—নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি'
 স্মৃতিসৌ সর্বশী ।

সিগার-সঙ্গীত

স্মৃতিতে চাপিয়া চুরুট চোঙা—
 আমি দেখেছি দেখেছি তোমারি ধোঁয়া !"

১

হে সিগার ! তুমি মোর ভাবের ট্রিগার !
 ভাবি শুধু কেন তুমি হলে না bigger ?
 তা' হলে একটিবার জ্বালি দেশলাই
 বেলাস্ত বে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই ।

তোমার ও নীল ধোঁয়া রচিত আকাশ,
নীল ছাই উড়ে নীল করিত বাতাস,
নীলায়িত নীলে নীলে হতাম নিলীন,
মৃত্যু-নীল হ'ত পৃথ্বী—হ'ত রবিহীন ।

২

হে সিগার ঈজিপ্সীয় ! ঈপ্সিত ! হৃন্দয় !
ক্রিয়োপেট্রা-প্রেরিতনীর ছায়া-কলেবর
নিহিত তোমার গর্ভে রয়েছে গোপনে,
ধোঁয়ায় সে রূপ ধরে—বিহরে স্বপনে,
তাই তো মন্দির তুমি ; ওগো অপরূপ !
ও eager চুমা পেলে হব আমি চুপ ;—
মুখ হয়ে যাবে বন্ধ, চলিবে কলম,
মগজে ডাকিবে ঝিঁঝি—বিশ্ব ধম্ধম্ ।

৩

হে সিগার ! তুমি মোর বাণী-পূজা-ধূপ,
চক্রে ধায় তব ধোঁয়া looping the loop !
মগজের অলিগলি গরম করিয়া
কুণ্ডলিয়া তব ধোঁয়া বেড়ায় চরিয়া ।
গুপো-সন্দেশের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়,
স্ত্রীর চেয়ে তুমি মোর নিকট-আত্মীয় ;
পরহিতব্রত তুমি দধীচির চেয়ে—
নিত্য কর আত্মদান হাতানার মেয়ে !

৪

হে সিগার ! তুমি মোর ভাবের সবিতা,
ভস্ম-শেষ হয়ে তুমি প্রসব' কবিতা !—
মগজের নীড়ে মোর, অথবা কাগজে
রেখে যাও কৃষ্ণ-রেখা অতীব সহজে !
আমারে যশস্বী কর নিজে হয়ে ছাই,
ত্রিভুবনে কোথাও তুলনা তব নাই !

সিগার! কিনিক্স-পাখী! মরিয়া অমর
তব ছাই মোর কাব্যে শোভে ধরধর।

৫

হে সিগার! অবসরে তুমি মোর গতি,
তোমারে জ্বালায়ে করি তজ্জ্বার আরতি;
তোমারি ধোঁয়ায় নীল সাগরের ঢেউ,—
যে সাগর লঙ্ঘন করেছে কেউ কেউ।
সাগরে ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল,
যে সাগর-পারে আঁহা রয়েছে নোবেল!
ও বেল পাকিলে, বলো, কিবা আসে যায়?
সিগারের ধোঁয়া ছাড়ি সাগর-বেলায়।

৬

হে সিগার! ফুফুসের চে Grave-digger
তোমারে আরাধা ব'লে করেছি স্বীকার।
তুমি চির-নিরাধার ওগো ব্রহ্মদেবী!
সংহত আপনা-মাঝে বালাখিল্য-বেলী!
দিগ্‌সনা দিগ্‌জনাগণের নগ্নতা
হরিচ্ হরির মত। এ কি কম কথা?—
ধোঁয়ায় দ্রোপদীশাডী বুনিয়া বুনিয়া
দিকে দিকে বিতরিচ্—ঢাকিচ্ তুনিয়া!

৭

হে সিগার! নিরাধার! তুমি দিগ্‌ম্বর!
কঙ্কে বাহনেতে তুমি কর না নির্ভর;
চিটাগুড নহে তব মিষ্টতার হেতু,
তোমার সাযুজ্যলাভে হ'কা নয় সেতু;
আপনি পাইপ তুমি, নিজে আলবোলা,
তাই তো তোমার গুণে ভোলানাথ ভোলা।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমারে ধোঁয়ান,
কঙ্কেটি কেড়েছ তাঁর—সাবাসি জোয়ান!

৮

হে সিগার ! সেবি হে তোমাৰে দিনবাৰি,
তোমাৰ বিৰহে কভু বাঁচিব না আমি ।
চেয়ে চেয়ে দেখি যবে তব ধূমোদগার,
অনন্তের স্বাদ যেন লভি হে সিগার !
Beleaguered আত্মা মোর বন্দী সম, হায়,
মুক্তির আনন্দ লভে ও তব ধোঁয়ায় ।
যতদিন যমে ফাঁক না-করে ছুঁঠোট,
ঠোটে ও চুরোটে মোর যবে এক-জোট ।

৯

হে সিগার ! তুমি মোর হরিয়াছ ঘুম,
আরামকেদারা ঘিরি কুণ্ডলিত ধুম
বাহুকির মত ফণা বিস্তারিছে তব ;
আমি যেন শেষ-শায়ী নারায়ণ নব
তোমাৰ প্রসাদে হৈছ, নব বৃন্দাবনে
কলির গোকুলে, আহা ! হেন লয় মনে !
চোখে ঘুম নাই তাই কি দিবা রজনী,
সদা ভাবি হুঁড়ি ফুঁড়ি ওঠে পদ্মযোনি ।

১০

হে সিগার ! প্রেমাগার ! হে সখা সিগার !
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি meagre
তব গুণ তুলনায় ; হে অনন্তরূপ !
বাথানিতে তব তব হ'য়ে যায় চূপ্
এ দাস তোমাৰ প্রভো ! ভোঁতা হয় নিব—
অনন্ত স্পন্দনে বুক করে টিপ্ টিপ্ !
পিকা তুমি উড়িয়ার, মেডুয়ার বিড়ি,
স্বৰ্গের স্বপনের ধোঁয়া-ধাপ সিঁড়ি !

কেরানী-স্থানের জাতীয় সঙ্গীত

[স্বর—“ধাও ধাও সময়ক্ষেত্রে”]

ধাও ধাও, চাকুরি-ক্ষেত্রে

থাও—অর্থাৎ গিলে নাও বা-তা,

রক্ষা করিতে পৈতৃক কৰ্মে

শোনো—ঐ ডাকে service জাঁতা ।

কে বলো কাঁদিয়ে মানেরি কান্না

যখন মুকুন্দি চাকী বই চান্ না !

সাজ সাজ সকলে চাপ্ কানে,

শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্ ঘড়ি বাজে কানে ।

চলো আফিসে মুখে মাখিতে কালি,

জয় ট্রাম-কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

সাজে কখনো কি হীন দোকানে

পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়ি-পাল্লা ?

পল্লীগ্রামে—বাবা !—পদ্মার পারে

হয়ে যেন চাষা-ভূষো মাঝি-মাল্লা !

ডেক্স-নিবন্ধ রবে দরখাস্ত !—

যখন বেকলেট কিছু কিছু আস্ত !

সাজ সাজ সকলে চাপ্ কানে,

শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্ —ইত্যাদি ।...

আফিসে নাহি দেখাইব দস্ত,

মৌন মুখে শুধু মারিব মাছি ;

ভরি না বড় বড়-বাবুর ফন্দ,

বেকুবায় বেলা যদি না পড়ে হাঁচি ।

টিকিয়া থাকিব, হব না দুর,

ছুরি, ফিতা, পেমিল ও পেমন্-লুক ;

সাজ সাজ সকলে চাপ্ কানে,

শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্ —ইত্যাদি ।...

ধাও ধাও চাকুরী-ক্ষেত্রে
 চেপে ধাও বাহিরের বস্ত্র দরখাস্ত,
 পুণ্য সনাতন পৈতৃক আফিসে
 উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরদাস্ত !
 সে দরখাস্তে করি' জুতা মাফ,
 উমেদারে জানাও গভীর পরিভাপ !
 সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
 শোনো ঢঙ-ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে ।
 চলো আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
 জয় ট্রাম কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

রেজ্‌কী

অজ্ঞ যদি বাগ্মী সাজে মোন হ'য়ে বসি ।
 শিখণ্ডী ধরিলে ধহু অস্ত্র না পরশি ॥

*

হাস্যরবে ষণ্ড কয় লাজুল তুলিয়া ।
 শুদ্ধ করো গঙ্গাজল গোবর গুলিয়া ॥

*

বাঁড়ে তব পূজা-ভাগ থায়, বিশ্বেশ্বর !
 সেই বাঁড় কী প্রসবে ?—বাঁড়ের গোবর ॥

*

ছুঁচো কয়, “শোনো মোর কুলজীর পাতি,
 গণেশের বাহনের আমি হই জাতি ।
 বিধাতা অজ্ঞাতশত্রু কৈল এ জনায়,
 অজগরও জন্ম হয় বাঁটালে আমায় ॥”

*

হৃৎসুড়ি ঐরাবত স্ত্রী ঐতিহাসিক
কবিতা-কমল-বন ভাঙিছে, হা ধিক !
কাণ্ড দেখি' ছেটমুণ্ডে ভাবি দ্বিবারাতি
কমলে কামিনী কবে গিলিবেন হাতী ।

করাধু

[দিতি ও কণ্ঠের পুত্র অহর-সম্রাট হিরণ্যকশিপুর পত্নী
করাধু । ইনি জম্ভাহরের কন্ডা ও মহিষাহরের ভগিনী ।
ইহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অমুহ্লাদ ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে ?
হাতীর দাঁতের পালকে মোর দে রে আগুন দে ।
পুত্র বাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায় ?
কুমার বাহার উচিত ক'য়ে নয় অকথা ক্লেশ,
মে কি রাজার মন ভোলাতে পর্ব্বে ফুলের বেশ ?
হুলাল বাহার শিকল-বেড়ার নিগ্রহে জর্জর,
জঙ্ঘলিকা ! রক্ত-মুহূট তার শিরে দুর্ভর !
পার্ব না আর কর্ত্তে শিঙার রাখতে রাজার মন,
জঙ্ঘালে ডাল জঙ্ঘাল-জাল রাণীর আভরণ !
ফণীর মত রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার !
কেয়ুর-কাঁকন শিথ্লে দে রে, থ্লে দে কুণ্ডল,
শিথ্লে দে এই মোতির সিঁথি শচীর আখিজল !
রাণীকে আর নাই রে কচি—নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাজিত প্রহ্লাদ !
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ত্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল,
সাণের সাথে শিশুর পেলা,—মন করে বিহবল ।

মরণ-পট্ট মারছে বটু—মারছে কাছারে,
 শত্রুপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
 কাঁটার গড়া মারছে কড়া তুধের ছেলের গায়,
 ছাখ্ রে রাঙা দাগ্ ডাতে ছাখ্ আমার দেহ ছায় ।
 প্রাণের ক্ষতে লোহর ধারা ঝরছে লক্ষ ধার,
 আর চোখে নিদ্ আসবে ভাবিস্ পালকে রাজার ?
 গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
 ক্লান্ত আঁখি মুদলে দেখি কেবল কুস্বপন ;
 পাহাড় থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
 প্রহ্লাদে মোর ; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে ।
 জগদ্বলন পাষণ নুকে ফেলছে তরঙ্গে,
 চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে ।
 নির্দোষেরে খুনীর বাড়ি দিচ্ছে রে দণ্ড
 কালনেমি, কবন্ধ, রাহ দৈত্য পাশণ্ড ।
 কতু দেখি ফেলছে বাছায় পাগ্ লা হাতীপ পায়,—
 বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায় !
 চক্ষুচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
 মর্ষচোখে কেবল দেখি...নসিংহ বিধে !

*

*

*

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ !...হাহা রে আত্মসোম,
 অশ্রুবৃত্ত দণ্ড এ যে,...জাগায় বিধির রোষ !
 কি দোষ বাছার নুষ্ঠিতে নারি, অবাক চোখে চাই,
 ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অস্ত্র কোথাও যাই—
 অস্ত্র কোথাও—অস্ত্র কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
 ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ-ভয়.
 চোখের আগে কেবল ভাগে ছেলের মর্দিন মুখ,
 খড়্গে ভেঁতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ ।
 নুষ্ঠিতে নারি কী দোষ বাছার,...ভাবি অহর্নিশ,
 যণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও যণ্ডামি তার বিষ,...

এই কি কহুর অপাপ শিঙুর ? হায় রে কে জানে,
 বিহ্বলভায় বিকল করে এ মোর পরাণে ।...
 কিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
 ভীষণ সাপের আবর্তে হায় এই সমাবর্তন !
 প্রায় হ'ল—“কি শিখেছ ?” রাজার সন্তা-মাঝে
 কয় শিশু—“তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে ;
 ধার আদি নাই, অস্ত্রও নাই, বে-জন চিরন্তন,
 সত্য-মূর্তি স্বতঃস্ফূর্তি অরূপ নিরঞ্জন,
 তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
 শিখেছি নাম জপ্তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে ।”
 ছেলের বোলে রুঠ রাজা দেবদ-লোভী,
 ছেলের দেব-প্রেমে ছাথেন বিদ্রোহ-ছবি ।
 বিধির বরে দেবতা-মাহুঘ-পত্তর অবধ্য
 মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মজ !
 ভাবেন মনে “হইছি অমর” অবধ্য ব'লেই !
 পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !
 দেবতা-মাহুঘ-পত্তর বাইরে কেউ যেন নেই আর
 বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এমনি ব্যবহার !
 দাবী কয়েন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,
 ভগবানের জয়-গানে হায়, বাড়ে উহার রাগ !
 উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
 ঋণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধাবী যম ।
 ইস্র উনি ইস্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
 একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু ।
 ছেলের বোলে ক্রোধোন্নত দৈত্য ধুরন্ধর,
 “আমার আগে অস্ত্রে বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
 রাজদেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
 ডুবিয়ে দেব নির্ধাতনের নরক স্বজিয়ে ।
 খর্ব্ব করে রাজ্যে যে তার রাখ'ব না মাথা,
 দণ্ডবিধান কর'ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা ।”

বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—

“কল্প আমার নিবৃত্ত যার অর্থ্য-রচনে,
 পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
 সত্য তিনি, নিত্য তিনি, তাঁর তুলনা নেই।
 পিতা গুরু, ...মান্ত করি ...শ্রদ্ধা দিই ভূপে, ...
 তাই ব’লে হায় তুলতে নারি সত্য-স্বরূপে।
 আত্মা ...আপন বিশিষ্টতা ...কবুব না স্থল, ...
 স্বরূপে যার মরণ মরে, ...কীর্তনে পুণা, ...
 সে নাম আমি ছাড়ব নাকো, ছাড়ব না নিশ্চয় ;
 অঙ্গে যিনি, অস্ত্রে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয় ?”
 কথার শেষে কোটাল এসে বাধলে ক’সে তায়,
 শাস্ত শিঙ হাঙ্গল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।
 চ’লে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—
 আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সঙ্কল্লাদ !
 মিনতি-বোল্ বলতে গেলাম দৈত্যপতির, ...
 বিমুখ হ’য়ে ...আক্ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতির,
 ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
 সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
 ভাব-দেহে যেই লাগল আঘাত, হায় রে করায়ু,
 স্থূল-শরীরও মরিয়া হ’ল, টিকল না যাহ।
 চ’লে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—
 সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায়।
 আমার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
 বিধিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগণন।
 ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ’ল বন্ধ,
 মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়ে কবন্ধ !
 ক্রিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
 রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
 অঙ্গে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
 সিংহনখে ছিন্ন অস্ত্র চৌদিকে রুধির !

হু'হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
 ভিত্তি-পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায় ।
 সেই অবধি শুনিছি কেবল অন্তরে গুহুগুহু
 বিসর্জনের বাজনা বাজায় বিপর্যয়ের স্বর,
 চলছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্মেরি ভার
 হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার ।
 যে বিধি নয় ধর্ম, নৃষি, তার আজি রোখ-শোধ ;
 বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ ।
 বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্বে না কেউ আর,
 ওই শোনা যায়, জঙ্ঘলিকা ! নৃসিংহ-হকার !
 রেখে দে তার শয্যা-রচন রাণীর পালকে,
 দ্বীকেশের শাখ হৃদে শোন্ হর্ষে—আতঙ্কে !
 ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
 স্বথের বাসায় স্বথের আশায় দে রে আগুন দে ।
 দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দোষী প্রহ্লাদ,
 সেই দুখে আজ আঁকড়ে বুকে চল করি জয়নাদ ।
 আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাণা যাহা তার,—
 বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়, ত্যাগ অধিকার ।
 উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
 উচিত ক'রে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
 চিত্ত-বলের লড়াই স্বর পশু-বলের সাথ,
 বজ্রা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তরুর বাধ !
 প্রলয়-জলে বটের পাতা ! চিত্ত-চমৎকার !
 তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার ।
 খেদ কিছু নাই, আর না ভরাই, চিন্তে মাতৈঃ সব ;
 উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ ময় গৌরব !
 কয়ালু তোর জনম সাধু, মোহে যে চোখের জল,
 রাজ-রোষেরি রোশ্নায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল ।

একটি চামেলির প্রতি

চামেলি তুই বল,—
অধরে কোন্ রূপসীর
রূপের পরিমল !
কোন্ রজনীর কালো কেশে
লুকিয়েছিলি তারার বেশে
কখন থ'মে পড়লি এসে
ধুলির ধরাতল !

কোন্ সে পরীর গলার হারে
রেখেছিল কাল তোমায়ে,
কোন্ প্রমদার হৃদয় তারে
টপ্‌টপে তোর দল !

কোন্ তরুণীর তরুণ মনে
জাগ'লি রে কোন্ পরম ক্ষণে,
বাইরে এলি বল কেমনে
সঙ্কোচে বিশ্বল !

হৃদয়ী কোন্ বাদশাজাদীর
কামনা তুই মৌন-মন্দির
বান্দা-হাটের কোন্ সে বাদীর
তুই রে আশিঙ্কল !

জ্যোৎস্না-জলের তুই নলিনী
পাল্লে তোরে কোন্ গালিনী
কোন্ হাটে তোর বিকিকিনি
জানতে কুতূহল !

সব্জে ঝোপের পান্না-ঝাঁপি,
রাখতে নায়ে তোমায় ছাপি' ;

বাতাস দেছে ঘুরিয়ে চাৰি
আলগা মনের কল ।

সৌরভে তোর স্বপন-বুলে,
বুলবুলে ছায় কণ্ঠ ধুলে
পাপিয়া মাতাল মনের ভুলে
বকছে অনর্গল ।

তোর নিশাসের মুসক্বরে
মুসাফিরের মগজ ভরে,
কুটায় মনে কি মস্তুরে
খুসীর শতদল !
অধরে তোর কোন্ রূপসীর
হাসির পরিমল !
চামেলি তুই বল ।

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম ! অনির্বচনীয় ।
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ !
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধান !
সন্দেশী সে ভাবছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা
বজ্রুরতায় বিফল নরলোকে,
চর্ষচোখের আর্শি হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'রে পারা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে ।
বীভৎস হুঃখপ্ত-ভরে বিশ্ব-হৃদয় উঠ'ছে মুহঃ কেঁপে,
হাসছে ঘেন ভৈরবী-ভৈরবে ;
ভয়ের বেঘে কাপ'লা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্যোরে রয় চেপে,
সে ভয় প্রভু ! হরো 'মাতৈঃ' রবে ।

ঐতি-নীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় যাদের উপদ্রবে,
 রক্ত-রূপ তাদের কর নত ;
 নভাহরের দন্ত কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
 মাটির তলে পাঠাও কীটের মত ।

* * *

রাজ-বিকৃতি তোমার শুধু, বিশ্বধাতা ! তিন ভুবনের রাজা !
 ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাঁচে ;
 মৃত্যু যাদের করবে ধূলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা সাজা,
 পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে !
 মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,
 স্পর্ধাভরে পূজার করে দাবী ।
 জীয়ে-কাঠির খোজ রাখে না, হয় ভগবান্ মরণ-কাঠি ধ'রে,
 দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায় খাবি !
 বায় ভূলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আফ্রিয়া,
 খাল্দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
 কই বাবিলন, আরব, ইরান ? কই মাসিডন, রয় কি না রয় জীয়া
 রথ-পাখীদের জরদগবের সাজ !
 কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্বতি ?
 মহাসোনা সূত্রা আজ কার ?
 যব, ত্রিবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি ?
 সিংহলে কার জয়ের অহংকার ?
 প'ড়ে আছে অচিন্ স্বীপে হিম্পানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—
 কাঁজরা জাহাজ তিমির পাজর হেন,
 পৃষ্ঠ গীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ-গোলা
 ফিলিপিনায় পিন পুঁতে ঠিক যেন ।
 কোথায় মায়-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেক-লঙ্কা-মিশর জোড়া
 ছায়ার দেশে বৃষ্টি স্বপন-রূপে ?
 হারিয়ে গতি ধাবন-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
 বাড়ব-শিখায় নিশাস ফেলে চুপে ।

* * *

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—

ওগো প্রভু ! ওগো জগৎ-স্বামী !—

প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্তনা,

জ্যোতির রূপে চিন্তে এস নামি' ।

সকল প্রাণে জাগুক রাজা ; যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা ;

জগৎ জয়ের যাক্ থেমে তাওব,

যুচাও হে দেব ! নিঃশেষে এই মাহুত জাতির মাহুত-পেবণ পেশা

চিরতরে হোক সে অসম্ভব ।

যেশ-বিদেশে শুন্ছি কেবল রোজ রাজ্যাসন পড়ছে থালি হ'য়ে,

সে-সব আসন দখল কর তুমি,

মালিক ! তোমার রাজধানী হোক সকল মূলুক এ বিশ্বনিলয়ে,

সতি সনাথ হোক এ মর্ত্যভূমি ।

তোমার নামে হুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা ! দাঁড়াও জগৎ-প্রজা

ঝড় হ'য়ে তোমার আশীর্বাদে,

তোমার যারা নকল, রাজা ! তাদের সাজা আসছে নেমে সোজা

গান্তেরি ভীষণ বজ্রনাদে ।

অমঙ্গলের ভুজগ-ফণায় মঙ্গলেরি জল্ছে মহামণি

কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা ;

বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বল্ছে যুকুল গণি'—

কমল-বনে আসছে নবীন দিবা ।

বড়-দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় কর্বে অগুণান্,

ভগবানের ভক্ত ছেলে । ঋষির ঋষি ! পুষ্ট মহাপ্রাণ !

সাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো রাখাল ! ওগো দীনের দীন ।

জগৎ সারা চিত্ত দ্বিগুণ স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ ।

জ্ঞান-সত্যার তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ব সাধে বাধ্লে বিধাতারে,

শিতা ব'লে ডাক্লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে ।

চম্কে ঘেন উঠল জগৎ নূতনতর তোমায় সোধোনে ;
 শাস্ত্রপাঠী উঠল কবে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে ;
 টিঁকারী ছায় সন্দেহীরা, ভাবে নুৰি দাবী তোমায় কাকা,
 ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন করুলে দলিল পাকা ।
 বৃত্তাপারের অঙ্ককারে ফুটল আলো, উঠল যে জয়গান,
 আপনি ম'রে বিশ্ব-নগে দিলে তুমি নবজীবন দান ।
 স্বর্গে মর্ত্যে বাধ্লে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে ।
 মরণ-জরী দীক্ষা তোমার জয়াজয়ে অটল লাভালাভে ।

*

*

*

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
 স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান্ চিত্ত স্বার্থলীন ;
 আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অগুষ্ঠান ;
 তোমার সঙ্গে বোগ যে আছে এই এশিয়ার, আছে নাড়ীর টান ;
 মত্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক হ'য়ে,
 অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারাজীবন স'য়ে ।
 রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,
 যতই বাধায় পাশ ফিরি ছায় ততই বেধে, ততই গুঠে বেজে !
 কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কৃকাণ্ড তাই উঠছে কেবল বেড়ে,
 বোগ্যতম জবরদস্তি ফেলছে চষে জগৎটা শিং নেড়ে ।
 নৃশংসতার হুন অতিহুন টেকা দিয়ে চলছে পরস্পরে,
 শয়তানী সে অট্টহাসে সত্য-বাণীর কর্ণ চেপে ধরে ।
 গির্জা-ভাঙা হাউইট্জারের গর্জনে ছায় ধর্ম গেল তল,
 মাং হ'য়ে যায় মহুগুজ, 'কিন্তি' ঠাঁকে ভবা ঠগীর দল ।
 নিরীহ জন লাঞ্ছনা নয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বৃকে,
 নিত্য নূতন ক্রুসের কাঁঠে তোমায় গুরা বিধ্ছে পেরেক ঠুকে :

*

*

*

তোমার 'পবে জুলুম ক'রে ক্ষুর ক'রে মহুগুজ ধারা
 রোমের হুকুম মহকুমা গুঁড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা ।
 আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুলছে মানুষ ভুলছে কালের বাণী,
 ভাসের পরে ভাস সাক্ষিয়ে ভাব্ছে হ'ল অটল বা রাজধানী ।

চরুকার সম্পদ, চরুকার অন্ন,
 বাংলার চরুকার কলুকার স্বর্ণ !
 বাংলার মসলিন বোগদাদ্ রোম চীন
 কাকিন-তোলেই কিনতেন একদিন !
 চরুকার ঘর্গর শ্রেণীর ঘর-ঘর !
 ঘর-ঘর সম্পদ—আপনার নির্ভর !
 অগ্নের রাঙ্গো দৈবের সাড়া,—
 দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

* * *

চরুকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র !
 চরুকাই দৈত্যের সংহার-অস্ত্র !
 চরুকাই সম্মান ! চরুকাই সম্মান !
 চরুকার দুঃখীর দুঃখের শেষ কাণ !
 চরুকার ঘর্গর বন্ধের ঘর-ঘর !
 ঘর-ঘর সম্মত—আপনার নির্ভর !
 প্রতাপ ছাড়বার আগ্নেয় সাড়া,—
 দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

* * *

কুরুক্ষেত্র সার্থক করবার ভেল্কি !
 উল্খল হাত ! বিলকম্বার খেল কি !
 তম্বার হৃদয়ের একপার দোকলা !
 চরুকাই একজাই পয়সার টোকলা !
 চরুকার ঘর্গর হিন্দুর ঘর-ঘর !
 ঘর-ঘর হিকমত,—আপনায় নির্ভর !
 লাথ লাথ চিন্তে আগ্নেয় সাড়া—
 দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

* * *

নিঃশেষ মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,

বন্ধের স্বস্তিক চব্বাকার গাও জয় !

চব্বাকার ঘৌলৎ ! চব্বাকার ইজ্জৎ !

চব্বাকার উজ্জল লক্ষীর লজ্জৎ !

চব্বাকার ঘরঘর গোড়ের ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর গৌরব, —আপ্নায় নির্ভর !

গল্পায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—

দাঁড়া আপ্নায় পায়ে দাঁড়া !

*

*

*

চক্কের চব্বাকার জ্যোৎস্নার সৃষ্টি !

স্বর্ধোয় কাটিনায় কাঞ্চন বৃষ্টি !

ইজ্জের চব্বাকার মেঘ জল খান-খান !

হিন্দের চব্বাকার ইজ্জৎ সম্মান !

ঘর-ঘর দৌলত ! ইজ্জৎ ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর হিংস্, —আপ্নায় নির্ভর !

গুজরাট-পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

সেবা-সাম

আলগ্ হ'য়ে আলগোছে কে আছিল্ জগতে—

জগন্নাথের ভাক এসেছে আবার মরতে !

তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ব,

দেশের সেবায় শূন্য হওয়াই পরম ভিজত্ব !

পিছিয়ে বারা পড়্ছে তাদের ধ'রে নে ভাই হাত,

মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্ সাথে সাথ,

জগন্নাথের রণ চলেচে, জগতে জয় জয়,—

একটি কণ্ঠ থাক্লে নীরব অন্ধহানি হয় ;

সাথের সাথী পিছিয়ে যাবে,—কীভাবে নাকি মন ?
এমন শোভাবাজা যে হার ঠেকবে অশোভন ।

* * *

চিন্তময়ী তিলোত্তমা ভাবান্তরিকা যোর,
বর্ষে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর ;
তোমার আখির অমল আভাষ ফুটাও অন্ধ চোখ,
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক ।
জাগ কবির মানসরূপে পিঙ্গ-মনস্কাম,—
সর্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবা-সাম ।

* * *

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে গৃহীত আছি নইক স্বতন্তর ;
একটু কোথাও বাজলে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের বাথায় মাথার টনক ন'ড়ে যায় ;
ভিন্ন হ'য়ে থাকব কি, হায়, মন মানে না বৃক,—
ছিন্ন হ'য়ে বাচতে নারি,—নই রে পুরুভুজ ।

* * *

ভক্ষাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ার ভরবে না হৃদয়,
অহুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেস্বে না গন্ধে,
আপন জেনে ক্ষুদ্র কুঁড়া দাও থাকে আনন্দে ।
পরকে আপন জানতে হবে, ভুলতে আপন পর,—
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য অটুট নিরন্তর ।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
পিতার ধৈর্য্যে মানব-সেবা করব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশেষ দ্বিগুণে শুধব মাতৃঋণ ।

* * *

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে ?—যুগটি মলিন গো !
চক্ৰবাকি কার হাতে আছে ?—জাগাও জ্বলিত,—

জাগাও শিখা—সজীবা সব মশাল জ্বলে নিক,
এক প্রদীপের প্রবর্তনার হোক আলো বশবিক ।
এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরুভূমির মরম গলাবে ।

* * *

সত্যসাধক ! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
অজ্ঞ মনের অন্ধ গুহায় আলোক বিপারি' ।
শিল্পী ! কবি ! হৃদয়ের জাগাও হৃষমা,—
অশোভনের আভাস—হ'তে দিয়ো না জমা ।
কন্ঠ্য ! আনো স্বধার কলস সিদ্ধ মথিয়া,
দুঃস্থ জনে স্বস্থ কর আনন্দ দিয়া ।
সুখী ! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হতে দাও,
দুখী-হিয়ার দুখে হর হরষ যদি চাও ।
নইলে নিছে শ্মশানে আর পাঞ্জিয়ে না বাঁধি,
হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি ।
এস ওঝা ! ভুতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রক্ত অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে !
জীবনে হোক সকল নব ত্রিবিজ্ঞা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল শ্রীতি, চিত্ত প্রসাধন ।

* * *

বিশ্বদেবের বিরাট দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ ।
এক বিনা দুই জানে নাকো একের উপাসক,
সবাই সকল না হ'লে তাই হব না সার্থক ।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা ।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিন্তে জেনেছি,
শ্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—

কাজ পেয়েছি, লাজ গিয়েছে, যেতেছে আজ প্রাণ,
 চিন্তে ওঠে চিরদিনের চিরন্তন গান ।
 বেঁচে বঁরে থাকিব না আর আলগ—আলগোছে ;
 লগ শুভ, রাখিব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে ।
 বাড়িয়ে বাহ ধরব নুকে, রাখিব মমত,
 মোদের ভপে দত্ত হ'বে শুক মহত ।
 মোদের ভপে কৌকড়া কুঁড়ির কুঠা হ'বে দূর,—
 শতদলের সকল দলের স্মৃতি পরিপূর ।
 জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয়রব,
 উষোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব ।

দূরের পান্না

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়—
 তিনজন মাল্লা
 চৌপর দিন-ভোর
 ছায় দূর-পান্না

পাড়ময় কোপঝাড়
 জঙ্গল—জঙ্গাল,
 জলময় শৈবাল
 পান্নার টাঁকশাল ।

ককির ভীর-ঘর
 ঐ চর আগ্‌ছে,
 বন-হাস ভিন্ন তার
 ক্রাওলায় ঢাক্‌ছে ।

চূপ চূপ—ওই ডুব
 ছায় পান্‌কৌটি,
 ছায় ডুব টুপ টুপ
 ঘোমটার বউটি

বক্‌বক্‌ কলসীর
বক্‌বক্‌ শোন্‌ গো,
ঘোমটার কাক বর
মন উন্ন গো ।

তিন-দাঁড় ছিপখান্
মহর বাজে,
তিন জন মাল্লার
কোন্‌ গান গাচ্ছে ?

* * *

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি
ধূপছায়া বার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি ।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি তোমরা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ আখো তোমরা ।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হ'ল গোখরী !

ডাক-পাখী ওর লাগি'
ডাক্‌ ডেকে হৃদ,
ওর তরে সৌত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম ।

ওর তরে মহরে
নদ হেথা চলছে,
জলপিপি ওর যুহু
বোল্‌ বুঝি বোল্‌ছে !

ছুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জরই নাইছে,
গড়ে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে ।

আটকেছে যেই ভিলা
চাইছে সে স্পর্শ,
সবটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ ।

পান বিনে ঠোট রাস্তা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি-ধান-তানা
রূপ ছাথো ভোমরা ।

* * *

পান হুপারি ! পান হুপারি !
এইখানেতে শব্দা ভারি,
পাঁচ পীরেরই ঈর্নি যেনে
চল রে টেনে বইঠা হেনে ;
বাঁক সমুখে, সাম্নে ঝুঁকে,
বায় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
নুক দে' টানো, বইঠা হানো—
সাত সত্তেরো কোপ কোপানো ।
হাড়-বেকনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন কামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্কে গেল ।
অম্ভমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল, রাত্রি এল
কাপ্লা আলোয় চরের ভিত্তে
কিরছে কারা মাছের পাছে,

পীর বকরের কুদ্রতিতে
নৌকো বাধা হিঙ্গল-গাছে ।

আর জোর দেড় কোশ—

জোর দেড় ঘণ্টা,

টান্ ভাই টান্ সব—

নেই উৎকণ্ঠা ।

চাপ্ চাপ্ জাওলার

দীপ সব সার সার,—

বৈঠার ঘায় সেই

দীপ সব নড়ছে,

ভিল্ভিলে ইাস ভায়

জল-গায় চড়্ছে ।

ওই মেঘ জম্ছে,

চল্ ভাই সম্ঝে,

গাও গান, দাও শিশ্,—

বক্শিশ্! বক্শিশ্!

খুব জোর ডুব-জল,

বয় শ্রোত ঝিরঝির,

নেই চেউ কল্লোল,

নয় দূর নয় তীর ।

নেই নেই শব্দা,

চল্ সব ফুঁতি,—

বক্শিশ্ টকা,

বক্শিশ্ ফুঁতি ।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,

ঝাউ-গাছ ছলছে,

চোল-কল্মীর ফুল

তজ্রায় ঢুলছে ।

লকলক শর-বন
বক্ ভায় শর,
চুপ্‌চাপ্‌ চারদিক্
সজ্জার লর ।

চারদিক্ নিঃশাফ্,
ঘোর-ঘোর রাজি,
ছিপ্‌খান্ তিন্-দাড়্,
চারজন বাজী ।

* * *
জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীধি ছাওয়ায় খুঁকে
কিম্বায় পুঁজি কিঁকির গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে ।

তারায় ভরা আকাশ ও কি
ভুলেয় পেয়ে ধুলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচর্ষিতে
কুহক-মোহ-মত্ত-ভরে !

* * *
কেবল তারা ! কেবল তারা !
শেষের শিরে মানিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি ।

কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে !

* * *
অলছে তারা, নিব্‌ছে তারা—
স্বকাকিনীর মন্দ সৌভাগ্য,
বাচ্ছে ভেলে বাচ্ছে কোথায়
ছোনাক যেন পদ্ম-হায়া ।

তারার আজি কারর হাওয়া—
 কারর আজি আধার রাত্তি,
 অগ্নতি অফুরান্ তারা
 জালায় বেন জোনাক-বাতি ।

কালো নদীর দুই কিনারে
 কলতকর কুণ্ড কি রে ?—
 ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
 ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে ।

বিনা হাওয়ায় ঝিলমিলিয়ে
 পাপড়ি মেলে মাণিক-মালা ;
 বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
 ফুল পড়িছে জোনাক-জালা ।

চোখে কেমন লাগ্ছে ধাধা
 লাগ্ছে বেন কেমন পারা,
 তারাগুলোই জোনাক হ'ল
 কিংবা জোনাক হ'ল তারা ।

নিখর জলে নিজের ছায়া
 দেখ্ছে আকাশ-ভরা তারায়,
 ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
 জলে জোনাক দিশে হারায় ।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
 স্রোতের টানে কোন্ দেশে রে ?—
 মরা গাঙ আর স্র-সরিৎ
 এক হয়ে যেথায় মিশে রে ?

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
 জোনাক কোথা হয় স্রক যে
 নেই কিছুই ঠিক ঠিকানা
 চোখ যে আলা রতন উছে ।

আলোয়াগুলো হৃৎকণ্ঠ দিয়ে
 বলছে নিবে, নিবুছে জলে',
 উড়োসুঁকী জিব হেলিয়ে
 চাইছে বাতাস আকাশ-কোলে !

আলোয়া-হেন ডাক-পেরাঝা
 আলোয়া হতে খায় জেরাঝা,
 একলা ছোটো বন-বাদাড়ে
 ল্যাংগো-হাতে লক্‌ড়ি-বাড়ে ;

লাপ মানে না, বাঘ জানে না,
 কৃতপুলো তার সবাই চেনা,
 ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে
 হনুনিয়ে হনুনিয়ে ।

বাণের ঝোপে জাগছে সাড়া,
 কোল-কুঁজো বাশ হচ্ছে খাড়া,
 জাগছে হাওয়া জলের ধারে,
 চাদ ওঠেনি আজ আধারে ।

লক্‌ তারাটি আজ নিশীথে
 দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
 রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
 ছিপ-চলেছে নিঝুম স্রোতে ।

ফিবুছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
 মাল্লা মাঝি পড়ছে থ'কে ;
 রাস্তা আলোর লোভ দেখিয়ে
 ধরছে কারা মাছগুলোকে ।

চলছে তরী, চলছে তরী—
 আর কত পথ ? আর ক'ষড়ি ?
 ওই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,
 ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাধা-বট ওয় পিছনে
 দেখ্ছ আলো ? ঐ তো কুটি,
 ঐখানেতে পৌছে দিলেই
 রাতের মতন আন্ধারে ছুটি ।

রপ্, রপ্, তিনখান্
 দাঁড় জোর চলছে,
 তিনজন মাল্লার
 হাত সব জলছে ।

গুরুগুরু মেঘ সব
 গায় মেঘ-মল্লার,
 দূর-পাল্লার শেষ
 হাল্লাক্ মাল্লার ।

গিরিরাজী

আধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
 চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে ?
 শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
 জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি ;
 উমার গায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
 দেখতে দেখতে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে !
 উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদ্দাস হয়ে পড়ে,
 শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে ।
 বরণ-ভালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে ;
 রোদন-ভরা বোধন-বেলা ; বুক খে ব্যথায় চাপে ।
 উদ্দাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
 হাসির আভাস যায় ডুবে যায় নয়ন-জলের বানে ।
 বছর পরে আসছে উমা বাজ্ ল না মোর পাঁখ,
 উমা এল ; হায় গিরিবর কই এল মৈনাক ?

কই এল বীরপুত্র আহার, কই সে অভয়ব্রতী,
 অত্যাচারের বিখ্যাচারের শত্রু উদারমতি ;
 কাটতে পাখা পারেনি যার বস্ত্র ভীতুধার,
 পাখ্‌না মেলে মায়ের কোলে আসবে না সে আর ?
 বিধির দত্ত বিকৃতি যে রাখলে অটুট একা,—
 নির্ঝালনে কবুলে বরণ,—পাব না তার দেখা ?
 সে বিনা, হায়, শূন্ত হৃদয়, শূন্ত এ মোর ঘর,
 ছিন্নপাখা শৈলকূলের কই সে পক্ষধর ?
 আজকে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্‌ সাগরের তলে,
 মাথার পরে আট পহরে কী তার তুফান চলে !
 হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
 স্বভাব-স্বাধীন কাটার যে দিন বন্ধনে একটাই ।
 কস্তা দিয়ে দেবতা-জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
 কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী ।
 'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তার 'শিব',—
 তাঁর বয়ে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরজীব !
 স্বপ্ন-যাতনা হ'ল স্বামী শিবকে জামাই পেয়ে,
 সোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথি হ'ল মেয়ে ;
 ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?
 হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্ত ঘরে রই ।
 উমার বিয়ের রাত থেকে আর সোয়ান্তি নেই মনে,
 রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর ছ'নয়নে ।

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে স্নিগ্ধমাণ ;
 বোধন-বেলার শানাই বাজে,—কীদে আমার প্রাণ ।
 কত দিনের কত কথা মনের আগে আসে,
 জলে-ছাওয়া ঝাপসা চোখে স্বপ্ন লহান ভাসে ।
 মনে পড়ে মোর আঙিনার বর-বিদ্যায়ের রথ,
 সার দিয়ে খান 'স্ব-কৃতি' ভোজ তিন কোটি পূর্বত ।

ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—

‘হেব-হুমেকর হৈমচুড়া ইজ হরণ করে!’

উঠল রবে বজ্রললাট শৈল কুলাচল,

পড়ল ডকা যুদ্ধ লাগি’, তিন কোটি ঢকল !

বিদায় ক’রে গৌরী-হরে মরণা সব করে

বাঘল-ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে ।

“বিধাতারে জানাও নাশিল,” স্বাবর গিরি কয়,

কেউ বলে “বৈকুণ্ঠে জানাও ।” লাথ বলে “নয়, নয়,

কান্দতে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,

ইচ্ছতে ভাই রাখতে বজায় বল বাহতেই আছে ।

কবুব যুদ্ধ, নেইক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,

পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে ।”

হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন ক্রুতপায়,

যুদ্ধ স্রাবাস্ত হ’ল মুনির মরণায় !

* * *

আজ্ঞো যেন শুন্ছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,

মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠছে জেগে,

বলছে ভেজী “কিসের শাস্তি ? চাইনে শাস্তি স্পষ্ট কহি

দেবতা হ’লে দক্ষ্য কি চোর আমরা হব দেবজ্যোহী ।

হুমেক কোন্ দোষের দোষী ? সর্বভূতের হিতৈষী সে ।

ইজ যে তার নিলেন সোনা—জায় আচরণ বলব কিসে ?

দেবতা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,

‘বৃহৎ চৌধ্য প্রায় সে শৌর্য্য’—এমন কথা চোরেই বলে,

কিংবা বলে তারাই ষায়া বিভীষিকায় ভক্তি করে—

চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পুজে শ্রদ্ধা-ভরে ।

অজ্ঞেয় যে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা করব না তার,

স্বর্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত করব না পায় ;

হেব-হুমেকর কৃত সোনা দেবো নাকো হজম হ’তে,

পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই করব লড়াই বিধিযতে ।”

* * *

আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়ল পাহাড় কোর—
 ধরার উপগ্রহের মালা উকা হেন ঘোর !
 অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিজ্ঞা বহুমান,
 ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান,
 তীর-বেগে ধায় ক্রোঞ্চপাহাড় ক্রোঞ্চ-কুলের সাধ,
 নীল-গিরি নীলকান্তমণির নিশ্চিত ঠিক চাঁদ ;
 উদয়গিরি অস্তগিরি উড়ল একন্তর,
 মালাবানু আর মলয়গিরি ছায় নভ-চন্দ্রর ;
 চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্ব্বত—
 লোমকূপে লাথু ঋষি নিয়ে উড়ল যুগপৎ !
 সবার আগে চলল বেগে শৈল যুবরাজ
 মৈনাক মোর : ফেলতে মুছে শৈলকুলের লাজ ।

* * *

আজ্ঞো আমি দেখছি যেন দেখছি চোখের 'পর
 দিকে দিকে দিকপালেরা লড়ছে ভয়ঙ্কর !
 মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
 অগ্নি বোকেন রক্তচক্ৰ নিঃস্নেহ নিধম ।
 চোরাই সোনার কুমীর হোখা লড়েন কুবের বীর—
 সাজোয়া সোনার, সোনার খোড়া, সোনার ধনুক ভীর ।
 পবন লড়েন উড়িয়ে ধূলো অন্ধ ক'রে চোখ,
 নিষ্কৃতি নীল বিষ প্রাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক ।
 সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্দ্র চরাচর,
 আচম্বিতে দিগ্-বারণে আসেন পুরন্দর ।
 ইঁকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহুত মাতলি—
 "প্রলয়-বাদী তোমরা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই ।
 বিধির সৃষ্টি কব্বে নষ্ট" ? এই কি মনের আশ ?
 বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে ? কব্বে সর্ব্বনাশ ?
 ইন্দ্রদেবের শাসন-প্রধার কব্বে অমান্ত ?—
 প্রতিষ্ঠা দার বজ্জে,—ও বা পরম প্রামাণ্য ?"

কষ্টভাবে কর আকাশে মহেন্দ্র-পর্বত,—

“চোরের উকিল ! আমার মন্দ, তোমরা সবাই মন্দ !

লোভাঙ্ক ওই ইন্দ্র তোমার হরেন পরের ধন,

পরের সোনা হজর ক’রে করেন আশ্ফালন ।

বৃহৎ চোরের আশ্ফালনে টলছে না পাহাড়,

ধর্মনাশা ধর্ম শোনাশ্ যায় জ’লে যায় হাড় !

পরস্ব নিশ্চিন্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,

তার প্রতিবাদ করলে রোষো—এ যে বিষয় রোগ !

যার ধন তার ভারি কহুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,

বিপ্লবের আর বাকী কিসে ?—বজ্র হানা যায় ।

আর তবে বিলম্ব কেন ? বজ্র হানো, বীর !

তাড়সে সাম্রাজ্য-পদের গর্কে বাকা শির !

বিধান-কর্তা ! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ !

তোমার কহুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ ।

নেই মোটে ত্যাক্ষধর্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,

বলছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর !”

* * *

হঠাৎ গর্জে উঠ’ল বজ্র ঝলমিয়ে ব্যোমপথ,

পড়’ল মর্ত্যে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র-পর্বত ।

পড়’ল বিক্ষা যোজন জুড়ে, পড়’ল গোবর্ধন,

হারিয়ে গতি পঙ্কু পাহাড় পড়’ল অগগন,

গ্রহতারার মতন যারা ফির্ত গো স্বাধীন

গরুড় সম অসঙ্কোচে ফির্ত নিশিদিন

অচল হ’তে দেখ’ল তাদের, আমার হ’নয়ন ;

দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ’ল দর্শন—

হর্ষ-বিষাদ-মাথা ছবি—বীরত্ব পুত্রের—

উজ্জত বজ্রাঘ্নি-আগে দীপ্তি সেই মুখের ।

ঐরাবতে মাথায় হেনে পাষণ করবাল

স্ত্রেনের বেগে ডুব’ল জলে আমার সে দুলাল !

বজ্র নাগাল পেলেন না তার,—ঝিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্ছা-শেষে দেখেছ কেবল বর সাগরের সোঁতা ।

* * *

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি 'পর ;
পাখীনা দুটো যায়নি কাটা এই বা স্বধবর ।
ভায়-ধরনের মর্যাদা মান রাখতে গেল যারা
হার মেনে হার লাঞ্ছনা নয়, হেটমুখে রয় তারা !
ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই করমের ফলে
আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিকুজলে ।
কৃষ্ণে কার হয় কুমতি রোয় সে বিবের লতা,
ফল খেয়ে তার পাছপাখী লোটার যথা তথা ।
কোথায় পানের সূত্র হ'ল—উঠল ঝড়ো ছাওয়া,—
দিন-মজুরের উড়ল কুঁড়ে বৃকের বলে ছাওয়া ।
কোথায় লোভের ঘণ্য শোলুই জ্বালা কার মনে,—
শাপ হয়ে সে জড়িয়ে দিল লোকমানে কোন্ জনে
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
নয়নজলের ছুন-পাথারে তলিয়ে দিবস-রাত্রী ।

* * *

সবে আমার একটি মেয়ে, দ্রশ্যানে তার ঘর ;
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে ।
কেমন আছে ? কে দেবে তার খবর আমার ক'রে ?
হাওয়ার মুখেও বার্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে ।
বুগের পরে বুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
আছড়ে কাঁদে পাবাণ ছিয়া, হয় না সে চুম্বার ।
ভাবনাতে তার হার গিরি সব চুল বে তোমার শাখা,
উষার আদমনেও হবয় শূত্র বে রয় আখা ।

প্রবোধ কারা দেয় আমায়ে আগমনীর গানে ?
যে এলো না তারি কথাই কাঁদায় আমার প্রাণে ।

* * *

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
চোরাই সোনায় তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে ।
রক্তকূলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে
তাও দেখেছি চক্ষে ; তনু সান্ননা হায় কই সে মেলে ;
দেখেছি মেঘনাদের শৌর্য্য,—হেট বাসবের উচ্চ মাথা !
হারিয়ে পূজা শত্রু ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা !
লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ-হিয়ার পটে সবই,
হয়নি তনু দেখার অন্ত দেখ'ব বুঝি আরেক ছবি ।—
ব'সে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের হৃদর আশে ।
বার্ষ কভু হবে না এই আর্ন্ত হিয়ার তীব্র শাপ—
তার তুযানল—মনস্তাপে, জায় যে ব্যথা মনস্তাপ ।
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জলতে হবে—জলতে হবে,
অর্গে মর্ত্যে রাজা হলেও আসন 'পরে টলতে হবে ।
অভিশাপের তন্দ্র-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
নিম্বাসেরও সইবে না ভর, মিশ্বে হঠাৎ স্বপ্ন সনে ।

বর্ণা

বর্ণা ! বর্ণা হৃদয়ী বর্ণা !
তরঙ্গিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা !
অকল সিঞ্চিত গৈরিক অর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
ভল্ল ভরি' বৌবন, তাপসী অপর্ণা !
বর্ণা !

পাবাধের বেহায়া ! তুবারের বিন্দু !
 ভাকে তোরে চিত্ত-লোল উত্তরোল সিদ্ধ !
 মেঘ হানে কুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অলকে,
 চুনা-চুম্বকীয় হারে চাঁদ ঘেয়ে রকে,
 ধূলা-ভরা ভায় ধরা তোয় লাগি ধর্ণা !
 ধর্ণা !

এস তুফার দেশে এস কলহান্তে—
 গিরি-ধরী-বিহারিণী হরিণীর লান্তে,
 ধূসরের উবরের কর তুমি অস্ত,
 জ্বালিয়া ও-পরশে কর গো ক্রীষন্ত ;
 ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা ;
 ভর্ণা !

শৈলের পৈঠায় এস তত্ত্বগাত্রী !
 পাহাড়ের নুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !
 পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আর গো,
 হরিচরণ-চ্যুতা গন্ধার প্রায় গো,
 স্বর্গের হৃদা আনো মর্ত্যে হৃপর্ণা !
 ভর্ণা !

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওরাজে
 ওলো চকলা ! তোয় পথ হ'ল ছাওয়া যে !
 মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে ;
 মেথলায়, মরি মরি, রাসধনু বলকে !
 তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যাংপর্ণা !
 ভর্ণা !

জৈন্তী-বধু

- আজ, হুঁকরিয়ে বধু-হুলহুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টলটলে ভাঙ্গা কলের নিটোলে
চাইকা কুটির ঘুলঘুলি !
- হের, কুল কুল কুল বাস-ভরা
হুক হ'য়ে গেছে রস করা,
ভোম্বার ভিড়ে ভীমকলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিলকুলই !
- ভারা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙুরা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুলবুলি ।
- কত বোলতা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোদ দিয়ে ;
ফলসা-বনের জলসা ফুললো,
মোমাছি এলো রোল তুলি' !
- ওই নিম্নম নিথর রোদ থা থা
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাথা,
টলটলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল কলি !
- আজ বড়ে-হানা ভাঁটো ফজলী সে,
মেশে কাঁচা-মিঠে মজলিসে ;
'রং-চোরা কলে রস কি জোগালো'—
কুত কুত পুছে কার বুলি !
- ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন তেলে
বুলবুলি-খোজা চোখ মেলে

কাব্য-সঞ্চয়ন

আম্বুলি-মিঠে চোট ছটি কাপে,
তাণে কাপে তরু জুঁইফুলী !

মরি, তোমরা ছুটেছে তার পাকে,—
হাওয়া ক'রে ছুটো পাখ্যনাকে
ফলের মধুর মরুহুম বাপে
ফলের মধুর দিন তুলি' !

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে ।

বিজুলি-ছটা ! বহিষ্কৃতা সিংহ 'পরে পা রেখে !

নিখিল পাপ নিধন তরে

মৃণাল-করে কৃপাণ ধরে,

ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে !

তরুণ-ভান্ড-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভূষিছে !

দন্ত-দূর দৈত্যাক্ষর ভাগ্য নিজ হুঁষিছে !

শাস্ত-জন-শঙ্কা-হরা

অভয়-করা খড়্গা-ধরা

আবিকূঁড়া সিংহ-রথে মাঠেঃ বাণী ঘোষিছে !

দমন হয় শমন নামে শমিত বম-মন্ত্রণা !

ইন্দ্র বাহু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা !

ইন্দিতে যে সৃষ্টি করে,

গগনে তারা বৃষ্টি করে,

প্রলয়-মাকে মন্ত্র-রূপা ! মৃত্যুজয়ী মন্ত্রণা !

শক্তিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে !

ঋদ্ধিরূপা বিস্তহীন-রুদ্ধর-উন্মাদনে !

আত্মা ! আদি-রাত্রি-রূপা !

অমর-নর-ধাত্রী-রূপা !

অশেষরূপা ! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে !

যুষ্টি-মেখলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া
যুষ্টি-মেখলা রাখে—
কত ভঙ্গীতে কত না লীলার
কত রূপে কত সাজে,
দিকে দিকে আছে পাপ্‌ড়ি খুলিয়া
সোনার যুগল-মাঝে !

বিশ্বরাজের শত স্বরোথায়
আলোর শতক ধারা,
শতেক রঙের অঙ্গে ও কাচে
রঙীন হয়েছে তারা,
গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক
জ্বলিছে সুখা-পারা ।

বিশ্ববীজের বিপুল বিকাশ
আকাশ-পাতাল জুড়ি'
অনাদি কালের অক্ষয়-বটে
কত ফুল কত কুঁড়ি,
উর্দ্ধে উঠেছে লাখ লাখ শাখা
নিরে নেয়েছে ঝুরি ।

বিশ্ববীণায় শত তার ভব
একটি রাগিণী বাজে,
একটি প্রেরণা করিছে যোজন্য,
শত বিচিত্র কাজে,
বস্বরূপের মন্দির ঘিরি'
যুষ্টি-মেখলা রাখে ।

প্রণাম

অতল আকাশে ধীর বিহার,
ধীর প্রকাশ চিত্তে ভার,
সবিতা বারতা বর বাহার,
আজ প্রণাম তাঁর হু'পার ।

সাগরে সরিতে মূৰ্ছনায়
হয় নিতুই ধীর বোধন,—
অস্তাতে প্রদোষে রোজ জোগায়
অর্ঘ্য ধীর পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—
প্রাণ-পুটের প্রেম অক্ষুণ্ণ ;—
প্রেমে প্রেমে যিনি হন উজল,—
রূপ বাহার বাক অরূপ ;—

ভারতী আরতি-হেরপ্রদীপ,
ধীর পূজার নিভা দিন,
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ
বলি তাঁয় আগ্ রে দীন ।

জাগিয়া, মাগিয়া লগ্ন আলিস্,
গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে গুরে ! আজ বাধিস্
তোর তানেই বিশ্বপ্রাণ ।

তাজা তাজা আজি ফুল ফোটার
এই আলোর এ
কচি কিশলয়ে কুণ্ণ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায় !

ভরসী আশারে সঙ্গী কর

আজ আবার, মন রে মন !

চির নৃতনেরি যেই নিকর

ব্যক্ত আজ সেই গোপন ।

প্রাণে প্রাণে শুধু যার প্রকাশ,

যার আভাষ মন-পবন,

গানে গানে নিতি যার বিলাস

বন্দি আজ তাঁর চরণ !

ভোরাই

ভোর হ'ল রে, কর্ণা হ'ল, হুল্ল উষার ফুল-ফোলা !

আনুকে আলোয় যায় ছাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা !

জাগ্ ল সাড়া নিদ্রমহলে,

অ-খই নিখর পাথার-জলে—

আল্পনা ছায় আলতো বাতাস, ভোরাই স্বরে মন ভোলা !

ধানের ক্ষেতের সব্জের কে আজ মোহাগ ঘিয়ে ছুপিয়েছে !

সেই মোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে ।

আলোর মাঠের কোল ভরেছে,

অপ্ৰাজিতায় রং ধরেছে—

নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্মানে চোখ্ ডুবিয়েছে ।

কল্পনা আজ চলছে উড়ে হালকা হাওয়ায় খেল্ খেলে' !

পাপুড়ি-ওজন পান্সি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে !

মোতিয়া মেঘের চামর পিঞ্জের

পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে

পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় চলে ।

পূব্ গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !

পশ্চিমে মেঘ মেলছে জটা—সিংহকেশর ফুলিয়েছে !

ইস চলেছে আকাশ-পথে,

হাসছে কারা গুপ্প-রথে,—

রামধনু-রং আচ্ছা তাদের আলো-পাথার ফুলিয়েছে !

শিশির-কণার মণিক ঘনায়, দুর্ঝাঘলে দীপ জলে
 শীতল শিখিল শিউলী-বোটার হৃৎ শিত্তর ঘুম টলে !
 আলোর জোয়ার উঠছে বেড়ে গন্ধ ফুলের স্বপন কেড়ে,
 বহু চোখের আগল ঠেলে এতের কিলিক কলমলে !

নীলের বিধার নীলার পাখার দরাজ এ যে দিল-খোলা !
 আজ কি উচিত ডকা দিয়ে কাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা ?
 কিবুড়ে কিঙে ছলিয়ে কিতে, বোল ধরেছে দুর্লবলিতে !
 শুভনে আর কজন-গীতে হর্ষে ভুবন হুব্বোলা !

রাজা-কারিগর

[গান]

রাজা-কারিগর বিখকশা !

ছনিয়ার আদি মিস্ত্রি !

তোমার হকুমে হাতুড়ি ঠাকাই,

করাতের দাঁতে শাল চিরি !

বাঁটা পড়া কড়া লাখে হাতে ভুমি

গড়িছ কত কি কৌশলে !

কামার-শালের গনগনে রাঙা

আগুনে তোমার চোখ জলে !

হাপরে তোমার নিখাস পড়ে

খুব জানি মোরা খুব চিনি,

মাকু-ইহরের গণেশ তুমি হে

ছোটোছোটো চৌপর দিনই !

মিস্ত্রি তোমার হাতে-হাতিয়ারে,

সোনা করে তুমি থাক নিয়ে

ছনিয়ার সব্বিকি, তোমার

গলে আঙুলের কাক দিয়ে !

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !

ছনিয়ার সেরা মিস্ত্রি !

তোমার হুকুমে লোহা হ'ল নিম্ন,

পদানত বসত গঙ্গাগিরি ।

* * *

ইন্ডের তুমি বজ্র গড়েছ

দ্বীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,

গ্রহ ভার্য্য তুমি গড়েছ কুঁ দিয়ে

ফুলিয়ে আগুন বুধু দে ।

অগ্নির তুমি জন্ম দিয়েছ

কাঠে কাঠে ঠুকে চক্ৰমকি,

স্বর্ঘ্যের শান-যন্ত্রে চড়ায়ে

গড়িলে বিষ্ণুচক্র কি ।

ছিন্ন ভাঙ্গুর জালায় মালায়

গড়িলে শিবের শূল তুমি,

যমের জাঙাল গড়িতে গড়িতে

রেখে দিলে কেন মূলতুবি !

ভার্য্যার খিলান রয়েছে যে তার

আধখানা আশ্ৰমান জুড়ে,

কীৰ্ত্তি তোমার উজ্জল জাগে

অনাদি অঙ্ককার কুঁড়ে ।

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !

স্বর্গলোকের মিস্ত্রি !

তোমার হুকুমে যত কারিগরে

ঘরে ঘরে নব জায় ছিগ্নি !

* * *

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,

নথ-দর্পণে শিল্প-বেদ,

সকল কর্ণে সিদ্ধহস্ত

বন্ধ করিয়া সর্বমেধ ।

অষ্ট বহুর কুলের তুলসী

হনর তোমার লাভ বৃদ্ধি,

হাজার হাতের হাতুড়ি তোমার

তুড়-তুড়া-তুড়, ডায় তুড়ি ।

তুণ্পুন্ হ'ল তানপুরা ভব,—

নেহাইএ নেহাইএ দাঁও তেহাই-

উল্লাস-ভরে তলোড় কহু,

গুনগুন গান গুনতে পাই ।

তোমার শুক সেবক যে তার

বৃকে পিঠে যেন ঢাল বাধা,

দবুকা-মারা জোয়ান চেহারা

কৌচকানো ভুরু, মন শাদা !

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !

অর্গে মন্তো মিত্তিরি !

তোমার প্রসাদে ভ্রমেও আমোদ,

ধমনীতে ছোটো পিচ্কিরি ।

তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি

আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;

ধলধলে মাটি, ঠনঠনে লোহা

অনায়াসে পারি সামলাতে ।

মণি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই,

মণি-মালঞ্জে হার গাঁথি,

বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া

টানা দিই তাঁতে দিন রাত্রি ।

কথো শুখো কার্তে ফুল যে ফোটাই

বাটালির স্বায়ে বশ করি,

কণিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই,
 তুঙ্গুন্ হাকু বা'শ ধরি ।
 তোমার প্রসাধে শ্রমে অকাতর
 " মোরা হড় বিশ-কর্ষেতে,
 কীকর নিয়েছি তোমারি হকুমে
 পরিশ্রমের ধর্ষেতে ।

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !
 সকল কাজের মিস্তিরি !
 তোমার হকুমে হীরা কাটি মোরা,
 অনায়াসে ইপ্পাত চিরি ।

* * *

তোমার প্রসাধে শ্রোতে বাধি মোরা,
 পুল বেঁধে করি জয় জলে,
 হাওয়া করি জয় গরুড়-যয়ে
 কীলিকা-প্রয়োগ-কৌশলে ।
 বিদ্রোতে বাধি তামার বেড়ীতে
 দস্তার দিয়ে হাতকড়ি,
 বে-চপ্ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
 প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি ।
 অষ্ট বস্তুর বজ্রমান মোরা,
 দ্বষ্টা ঋষির সন্ততি ;
 লঙ্কর মোরা সূর্য্যদেবের ;
 স্বাস্থ্য মোদের সঙ্গতি ।

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !
 বুনিয়াদি আদি-মিস্তিরি !
 তোমার আশিসে হাতিয়ার হাতে
 হাসি-মুখে ত্রিভুবন কিরি !

সাঁকাই

সাঁকে আঁজ কিলের আলো,
তুলালো মন তুলালো ।
কাপ্তার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায় ।

আলোতে ডুবিয়ে আঁখি
পুলকে ডুবতে থাকি ।
তবহ সোনার ফাঁকি
কুরুকুরু হাওয়ায় খেলায় ।

মরি, কার পরশ-মণি
গগনে ফলায় সোনা ।
হৃদয়ে নুপুর-ধ্বনি—
অজানার আনাগোনার ।

সোনালি জন্মা চেলি
দিয়ে কে শূন্তে মেলি'
নিখরের পদ্মা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায় ।

ধ'রে রূপ জন্মা আলোর
ঝরে কার রূপের আভর ।
নয়নের কার্কা যে মোর
ছাপিয়ে ওঁউ খেলে বার ।

নলিনীর কান্ত টোটে
অবেলায় হাসি কোটে ।
গহনে স্বপন-কোটে
শেকালি চোখ মেলে চায় ।

অলকার বস্তাগারে

চুকেছি হঠাৎ বেন ।

ভুবে বাই চমৎকারে !

সায়রে শিশির হেন ।

আঙুলে হিঙুল নিয়ে

ফেরে কে মেঘ রাঙিয়ে ।

গোপনের কিনার দিয়ে

পারিজাত-ফুল ফেলে যায়

বলি, ও স্বর্গনদী !

বিলালে স্বর্ণ যদি,

ভবে কি এই অবধি ?

এসো আর একটু নেমে ;

থেক না আধেক পথে,

এস গো এই মরতে,

অতসীর এই জগতে

প্রতিমার কপোল ঘেমে ।

মরতের কুণ্ডগেহে

ঝ'রে যে যায় গো চাঁপা,

তার। রয় তোমার দেহে,

সে বরণ রয় কি ছাপা ?

ধরণী সাজ ল ক'নে

যে আলোর সূচন্দনে

সে আলোর আলোক-লতা

থেক না শূন্তে থেমে ।

ফুলেরা তোমায় সাথে,

স্বাসের শোলোক বাঁধে,

নিবালায় উল্লীর কাঁদে,

থেক না বধির হয়ে,

এল গো অরুণ হ'তে
 সূর্য্যতির এই মরতে,
 দেখা দাও আলোর রথে,—
 তাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে ;

ধেক না আব'ছারাতে
 কিরণের হিরণ-মায়া ?
 প্রহোষের পদ্মপাতে
 ধেক না লুকিয়ে কারা,

ভোমারি শূক আরতির
 কাপে দীপ প্রজ্বাপতির,
 ছালোকের মৌন দু'তীর
 উঠেছে মন্দির হ'য়ে ।

যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাবণ্য পারার !
 বিকৃতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার !
 ার রূপে পায় রূপ নিশ্চেষ্টের নিদালি !
 কার বুকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি !
 ললিত-গমনা কে গো ভরজভঙ্গা !
 অরতু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খর রবি মূরছায় কার শ্রাম অঙ্গে !
 ভোড়ে পাড় ভোলপাড় কার গতি-রঙ্গে !
 নীল মানিকের মালা শোভে কার বেণীতে !
 কে সেজেছে ফেনময় ধুতুরার শ্রেণীতে !
 মাধব-বধুটি কে গো হর-অরধঙ্গা !
 অরতু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

কালীর নাগের কালো নির্মোক পরে কে !

হর-কটা তুঙ্গগেরে তুঙ্গভটে ধরে কে !

আখি হার কে তুলায় তরলিত তত্ত্বা !

সাগরের বোল বলে কে ও ভাল-চন্দ্রা !

শরীরিণী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্ঞা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছায়া-ঘন ঘেহে কার স্নেহ আর শান্তি !

কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্লাস্তি !

এ যে আখি তুলাবার—তুলাবার মৃতি !

ও যে চির-উত্তরোল কল্লোল-ক্ষুতি !

স্বখে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডঙ্কা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বাকপাশে বাধা বাহ গৌরী ও কৃষ্ণা !

কোলাকুলি করে এ কি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !

কালোচূলে পিকলে এ কি বেণীবন্ধ !

যুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় ধ্বংস !

স্বখী-স্বখে মুখে মুখে হুঁ হ নিঃসঙ্গা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খুলে যায় মুচঃ আত্ম অন্তর-দৃষ্টি !

অবচন এ কি শ্লোক ! অপকৃপ সৃষ্টি !

সামোর এ কি সাম ! পুত হ'ল চিস্ত !

নিত্যের ইক্কিত—এ মিলন-তীর্থ !

তুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বিধিকৃত সংহিতা ! হের দেখ নেত্র !

আর্য্য অনার্য্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র !

গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আধারে !

চেউ-এ চেউ গঁথে গঁথে চলে যেতে পাখারে !

আঙুলে আঙুলে বাধা ভেদ-বাধা-লজ্জা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

দেহ প্রাণ একতান গাঁহে গান বিশ্ব !

অমা চুমে পূর্ণিমা ! অপরূপ দৃশ্য !

চুয়া মিলে চন্দনে ! বর্ণ ও গন্ধ !

চির চূপে চাপে বৃকে শতরূপা-ছন্দ !

অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

অপরূপ ! অপরূপ ! আনন্দ-ময়ী !

অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী !

দ্রবময় দর্পণে হরিতর-মুরতি !

অপরূপ ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি !

মন হরে ! জয় করে সন্ধ্যাচ শকা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছন্দ-হিম্মোল

মেঘ-লা খম্বম্ সূর্য্য-ইন্দু

ভুব-বাদলায়, হুল্ল সিদ্ধ !

হেম-কদম্বে ত্বণ-স্তম্বে

ফুটল হবের অশ্রুবিন্দু !

মৌন নৃত্যে ময় খঞ্জন,

মেঘ-সমুদ্রে চলছে মন্বন !

বৃদ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির

মৃদু নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন ।

গ্রীষ্ম নিঃশেষ ! জাগছে আশ্বাস !

লাগছে গায়—কার গৈবী নিঃশ্বাস !

চিস্ত-নন্দন বৈবী চন্দন

কবুছে, বিশ্বের ভাসুছে দিশ-পাশ !

ভাসছে বিল খাল ভাসছে বিলকুল
কাপ্সা কাপ্টায় হাসছে জুইকুল !
ধাত্ত শিব তার করছে বিস্তার—
ভলিয়ে বলায় জাগছে কুলকুল !

বাজছে শূন্তে অভ-কথু ;
কাপছে অধর কাপছে অথু ;
কক্ষ কর্ণায় উঠছে ককার
“ওম্ স্বয়ম্ভু !” “ওম্ স্বয়ম্ভু !”

করছে ককর, করছে কম্বম্ব,
বজ্র গর্জায়, কঙ্কা গম্গম,
লিখছে বিদ্যায় মন্ত্র অভুত,
বলছে তিন লোক “বম্ ববম্ বম্ !”

‘বম্ ববম্ বম্’ শব্দ গভীর ।
বৃন্তে ছম্ছম্ তরু জঘীর !
মেঘ-বৃদ্ধকে প্রাণ-সারকে
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন তাসীর ।

সাত্ত বর্ষণ হর্ষ কল্লোল !
কিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল !
মূর্ছে বীণ্ আর মূর্ছে বীণ্কার—
মূর্ছে বধার ছন্দ-হিল্লোল !

বুদ্ধ-পুণিমা

মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান ! মরতে মহিমায় ;
যজিছে অভিচার নিষ্ঠুর অবিচার
রোহন-হাহাকার গগন-মহী ছায় ।

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ

ভাগিছে সংসার, জ্বর মোহ পার,
হে বোধিলস্ব হে ! রাগিছে মর্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায় ।

মনন-ময় তব শরীর চির নব

বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্ব্যভিমান ;
ভবুও বেহ ধরি' এস হে 'অবতারি'
হিংসা-নাগিনীয়ে কর হে হতমান ।

জগত বাধা-ভরে আগিড়ে জোড়-করে

এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস জেয় ! এস হে মৈয়েয় ।
জ্বরতা-মুচ্যতার কর হে অবসান ।

রাজ-সন্ন্যাসী ! বিমল তব হাসি

ঘুচাক মানি তাপ কলুষ সমুদায় ;
ক্রোধে অক্রোধে জ্বিনিতে দাও বল,
চিত যে বিচলিত,—চরণে রাখ ভায় ;
নিখিলে নিরবধি বিস্তর 'সম্বোধি'
মরমী হোক লোক তোমারি করুণায় ;
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল !
জাগ হে ভারতের মণালে গরিমায় ।

চাঁদের করে গড়া করভ হুকুমার,

ভুবন-মঞ্চভূমে মুরতি চারুতার ;
বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার !

তোমারি অমুরাগে অযুত তারা জাগে,

ভূষিত আখি মাগে দরশ আর-বার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকৃতি বহুধার ।

মুনির শিরোমণি ! ছবির-ধনে ধনী !
 চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি তার,
 বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
 আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায় !
 মনতামর ছবি ! তোমারে কোলে লভি'
 ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুখমার,
 কল্পনা-সিদ্ধ হে ! ভুবন-ইন্দ্র হে !
 তিথারী জগজ্জয়ী ! প্রগতি তব পায় ।

নমস্কার

নমস্কার ! করি নমস্কার !
 কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে হার,
 আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন বাহার ইন্দ্ৰিতে,
 আত্মার সৌরভে হার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,
 কুঞ্জে গুঞ্জে গানে মর্ত্য হ'ল নৃত্তি-পারাবার,
 অস্তরের মৃতিমস্ত স্বতুরাজ বসন্ত সাকার,—
 নমস্কার ! করি নমস্কার !

ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
 অমর করিল বন্ধে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হার্য তানে ;
 ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
 করিল যে কদা'ল যে জনে জনে চন্দ্র সুধা পান ;
 তব্ধের মিথরে যেবা বিথারিল রসের পাখার,—
 নমস্কার ! করি নমস্কার !

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
 তরল চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাধা লিখেছে সম্প্রতি—
 অকিঞ্চন-কবিজন গৌড়ে বন্ধে আশীর্বাদে হার,
 বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী হার খনি সুখমার,

চিত্তপ্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কর্ণহার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

প্রতিভা-প্রভার যার ভিন্ন-ভিন্ন অতিচার-নিশি,
আবেহনে-আবাহীন, 'আত্মশক্তি'-ময়প্রট্টা স্ববি,
ভীকৃতার চিরশত্রু, ভিকৃতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈমৃজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বক্তের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্তী হার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

কঙ্ক-কণ্ঠ পাছাবের লাকনার মৌনী-অমারাতে
নিভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাকজন্ত হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জন ছাপারে
অভিচারী ফিরিকীর ঘাঁটা-পড়া কলিঙ্গা কাপারে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে খিত্তার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

দাঁড়ারে প্রতীচা ভূমে যে ঘোষে অগ্নির সত্য কথা,—
“জঘন্ত জঙ্ঘর যোগ্য পশ্চিমের দঙ্ঘর সভ্যতা !”
ছিন্নমস্তা ইয়োয়োপা শোনে বাণী স্বপ্রাহত-পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেজে, দেখে নিজ বক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ বাগে যার আশে শান্তিবাসি-ধার—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

স্বদেশে যে সৰ্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজ্যারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিদ্ধ আর দশ দিক,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্ব বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিভা তারুণ্যের ঢীকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বহুযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জ্বলে যার আগে নাচে দিনেমার,

‘ওলন্দাজ ভুলি’ তাজ বার লাগি কাতারে কাতার
নীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীকার,
বন্দ ভুলি’ ‘কুন’ ‘গল্, বার লাগি’ রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শান্তির কান্তি, হাত বার স্বর্গের মন্ডার,
পঙ্ককেশে যে লভিল বরমালা রম্য অরোরার ;
বৃদ্ধের মতন বার ‘আনন্দ’ সে নিত্য-সহচর,
সর্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা বাহার অস্তর,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো “বাণীমুক্তি স্বদেশ-আত্মার”—
বারবার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ বার ভরু করে ভক্তি নিবেদন,
‘গুরু বলি’ শ্রদ্ধা সঁপে উছোধিত আত্মা অগণন,
তারের ভুবনে বার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
বার দেহে মূর্তি ধরে ঋষিদের অমৃত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধানী যে নিঃসন্দ-সাধনার—
নমস্কার ! নমস্কার ! বারবার তারে নমস্কার !

গান্ধিজী

দিনে দীপ জালি’ ওরে ও পেয়ালী ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন ‘গান্ধিজী !’ ‘গান্ধিজী !’
বাতায়নে দেখ্ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন চক্রে অস্তুরাগে !
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী !
কৃষ্ণের বেশে কে ও কৃষ্ণ-তন্তু—কৃষ্ণ পুণ্যছবি,—
জগতের বাগে সত্য্য গ্রহে চালিছে প্রাণের হবি !

মদে-মেয়েতে চলিল কয়েকে দলে দলে অগণন,
 যেহেতু ধনী হ'ল দেউলিয়া, তবু ছাড়িল না পণ !
 কুখিন্ত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে
 ইজিতে যার কটের কারা বরণ করেছে ধয়ে,
 দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সীতারে হুং-নদী,
 বুকে আঁকড়িয়া সন্ত-লব্ধ মধ্যাদা-সম্বোধি ।
 তামিল সুবক মরিয়া অমর যে পরশমণি ছুঁয়ে,
 চিরপদানত মাথা তোলে যার ময়ূ-গর্ভ ফুঁয়ে,
 পুলকে পোপকু মিতালি করিল যার চারিদা-গুণে,
 ভারতে বিলাতে আশ্রম জ্বলিল যার সে দীপক স্তনে,
 বাঁধিল যাহারে স্রীতি-বন্ধনে বিদেলীর রাগ-স্বতা—
 ভেট যারে দিল প্রেমী আনন্ডে অযাচিত বন্ধুতা,
 আপনার জন বলি' যারে জানে টান্ধাল হ'তে ফিঁজি,
 জীব ঋচার গরুড মংগু—এই সেই গাছিকী !

এলিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,
 কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ-সেবা,—
 ধৈর্য্য ও প্রেমে শিখাল যে সব কায়-মনে হ'তে খাটি,
 সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান চেলার লাটি,
 বিশ্বধাতার রহে যে পতাকা উজ্জল জিনিয়া হেয়,
 "সত্য" যাহার এক-পিঠে লেখা আর-পিঠে "জাবে প্রেম"
 সত্যগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাটি সোনা,
 দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের অরাধনা,
 অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি',
 শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',
 অজ্ঞান যার ব্রহ্মচর্যা তপের বুদ্ধি কাজে,
 উজ্জল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আধার-বাক্যে,
 বেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে, অশুচি না মানে কিছু,
 চাকরের সেবা না লয় কিছুতে, নরে সে যে করা নীচ,

কুঞ্জে মহতে যে দেখেছে মরি আশ্রয় চির-জ্যোতি ,
 হাস হ'তে, হাস রাখিতে যে মানে চিন্তের অধোগতি,
 প্রেমময় কোবে বসে যে, দেশের, শক্তি-বীজের বীজী,
 অন্তরে বৈকুণ্ঠ বাহার,—এই সেই গান্ধিজী !

* * *

হৃদীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেণের ছেলে,
 তুনি মহিমায় দ্বিজকূলে স্নান করিল যে অবহেলে,—
 কুষ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
 সাজা নিতে নয় কণ্ঠিত কর্তব্যের আবাহনে,
 নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি'
 ফেরে কামরূপে চম্পারণো অশ্রু মুকুতা চুনি',
 কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মম্বিতা,
 নিজে বুঁকি নিয়া খাজনা ঝগিয়া রায়তের চির মিতা ,
 রাজা-গিরি নয় কেবলট চকুম কেবলই ডিক্রিজারী,
 হাল গোক ক্লে'ক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি
 এ যে অনাচার এর ঠাই আর নাই নাই ভুভারতে,
 রাজার প্রজায় এ কথা প্রথম দৃকাল যে বিধিমতে,
 সাত শত গায়ে বাজ্রায়ে অমোঘ সত্যগ্রহ-ভেরী,
 প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে ত'ল নাকো যার দেবী,
 অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শব্দা যে-জন হরে,
 বিশ্বপ্রেমের পদপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
 আদর্শ যার স্বধরা আর প্রজ্ঞাদ মণীষান্,
 পিতার চকুমে করে নাই যারা আশ্রয় অপমান,
 পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মারা চিত্তোরের বীণাপাণি,—
 রাজারও চকুমে সত্যের পূজা চাডেনি যে রাজরানী ;
 জপমালা যার সারা চুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল,
 গ্রীসের শহীদ সফেটিস্ আর ইব্রদীর দানিয়েল্,
 যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
 তার আগমনী গাও ক'ব আজ, গাও গান্ধির জয় ।

এশিয়ার হক, হাকপের স্বত্তি, ইসলাম-সম্মান,—
 বর্ষ-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
 স্বরাজ বৃকতে লারা এশিয়ার বাথার স্পন্দ বহি,
 সব হিন্দুর হ'য়ে যে খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
 চিত্র-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া,
 সত্যগ্রহ-চন্দ্রে দাঁধিল কড়ের চন্দ-ছাড়া,
 ঐতিহ্য রাখী যে ধৌধে দিল চাঁচ হিন্দু মুসলমানে,
 পঙ্কনদের জালিয়াঁর জালা সদা জাগে যার প্রাণে,
 ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
 নৈযুক্তোর হ'ল সেনাপতি যে রখী দুর্নিবার,
 বিধাতার দেওয়া শম্বরোবের তলোয়ার যার হাতে
 সোনা হয়ে গেছে সত্যগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে ;
 ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আমলা-তত্ত্ব সহ
 অভয়-মঙ্গ দিয়ে দে, দেশে কিরিছে যে অহরহ ,
 মহাবীণা যার শক্তি-আধার, অমৃতদার কতু নহে,
 লুকানো ছাপানো কিছু নাট যার, হাটের মাঝে যে কহে-
 "স্বরাজপ্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিত হবে,
 ভাগ্যের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়ম করিব তপে ।
 বা' কিছু অবশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো স্বথের থনি,
 আপনার কাজ আপনি যে করে,— পেয়েছে স্বরাজ গণি
 স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ—স্বকরে নিজের বসন বোনা,
 স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
 স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,
 স্বরাজ—বা' কিছু অন্তত তাহারে নিজের হু'পায়ে দলা ;
 স্বরাজ—স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোপরাণো নিজ হাতে,
 স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার হুনিয়াতে ।
 সেই অধিকারে দেয় যারা হাত শ্রেষ্ঠিক-অজুহাতে,—
 স্বরাজ—সে নৈযুক্ত্য তেমন আমলাতত্ত্ব সাধে ।

হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,
 স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজের স্বদেশী পক্ষায়তে,
 চাৰিত্র্য-বলে আনে যে লখলে এই স্বরাজের মালা,
 কর-গত তার সারা হুনিয়ার সব দৌলৎশালা,
 হাতেরি নাগালে আছে এর চাবি, আয়াস যে করে লভে,
 অক্ষম ভেবে আপনারে কল কোরো না ।” কহে যে সবে ;
 আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত য়ে প্রত্যয়,
 পরাজয় আজো জানেনি যে, সেট গাঙ্কির গাহ জয় ।

* * *

হেস না হেস না হৃষদষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
 মূর্ত তপেতে লেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
 অবিশ্বাসের বিষ-নিঃবাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,
 বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিজ্ঞপে ক হু নয় ।
 বাক্যমা । তোঁর বাক্য এবং বঙ্গ-বাগান রাখ্,
 গুণনে শোন 'তবি' তরি' করে ভারতের মৌচাক,
 ভীমকল ও হ'ল মৌমাছি আজ যাব পুণার বলে
 তার কথা কিছু জানিস তো বল, মন দোলে কতুহলে,
 জানিস্ তো বল মোহনদাসের মহাত্মমন গনি'
 কি ফিকির আটে স্বরা-রাক্ষসী পৃথনা বোতল-স্তনী,
 বোতল কাড়িয়া মাতালেব, গেল কোন্ তেলি কারাগারে,
 কোন্ লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইস্তাহারে !
 জানিস্ তো বল কি যে হ'ল ফল আবগারী-গুদ্ধের,
 মঘ-জাতকের অভিনয় স্বরূপ হ'ল কি মগধে ফের !
 ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিসনে ছল খুঁজে,
 খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উত্তোর বুঝে,
 গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় থানাকুল—সে বলহ আজ রেখে
 ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে ।
 পারিস যদি তো গুচি হ'য়ে নে যে স্বান ক'রে ওই জলে,
 চিনে নে চিনে নে মহান-আত্মা মথাত্মা করে বলে ।

এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিল কোন দিন ?
 দেশ যার আত্মীয় প্রিয়—তবু বিশ্বাসহীন ?
 দৃশ্যবীন ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, “স্বর্গের বৃক্ষে পিঠে
 আছে মসী লেখা !” আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে ?
 সেই মসী নিয়ে হাঙ্গ্রে তপন বিশ্ব ভরিছে নিভি,
 রশ্মির ঋণ বাড়িয়ে শবীর, ফুলে ফুলে দিয়ে খ্রীতি ।
 কুটীরে কুটীরে মতাজীবনের জ্বলেছে যে হোমশিখা,
 দিন-মজুরের জনে জনে সঁপি' মর্ঘাদা-ভুচি টীকা,
 পৌছে দেছে যে পৌরুষ নব চাবাদের ঘরে ঘরে,
 যার বরে কিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে,
 যার আত্মানে সাড়া দিয়েছে বে তিরিশ কোটির মন,
 দেশের খেতনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
 আত্মবিলোপী কশ্মি-সজ্জ যার বাণী শিরে ধরি'
 নীরবে করিছে ব্রতের পালন চঃসহ দুখ বরি' ;
 ছাত্রের তাগে স্বার্থের তাগে পুলকিত্য বহে হাওয়া,
 রাজ-ভৃত্যের বৃত্তির তাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,
 যারে মাঝে পেয়ে তাজিয়া খামায়ে হিন্দু ও মোসলেম,
 ‘আজাদমন স্বরাজ’ সমষ্টি ভূক্ত পরম প্রেম,
 মহম্মদের ধর্ম-শোধ্য বাতীর জীবন-মাঝে
 বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি' ফুরিছে নবীন মাজে ;
 সারাদা জীবন বৃষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
 বিকৃত-পদে কটক-পথে ‘সত্য’-ব্রত যে সাধে ,
 যার কল্যাণে কুডেমি পালায় প্রণমিতা চরকারে,
 ভরে ভারতের পম্পী-নগরী কবীরের ‘কালচারে’ ;
 বাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদমহলের খিল,
 পূরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল,
 তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী ! গোড়বন্ধময়
 গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয় ।

শ্রদ্ধা-হোম

[কবিত্ব-প্রশংসা । গৌড়ী গায়ত্রী মন্ত্র]

জয় কবি ! জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয় !
অগম ক্রতির শ্রোত্রিয় ! জয় ! জয় !
প্রাণ-প্রণবের হুঁটা নব !
গান সে অসমত্ব তব,—
অমৃত-সমুদ্র ! জয় ! জয় !
যুবন্ প্রাণেব গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনম্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !
বাক্ তব বিপ্লব বা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে,—
চিন্তে দোলায় উল্লাসে ! জয় ! জয় !
পাবনী বাগ্‌দেবীর কবি !
পাবীরদীর গায়ন রবি !
পূণ্য পাবকচ্ছবি ! জয় ! জয় !
জয় কবি ! জয় হৃদয়-জ্যোতা !
দিশিঙ্গয়ীদিগের নেতা !
চিদ-রসায়ন প্রচেতা ! জয় ! জয় !
শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি,—
মানস-হবি এই আকৃতি ;
কবি ! সবিতা-ভ্যতি ! জয় ! জয় !
প্রাণের কাণ্ডাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ ! জয় ! জয় !
তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজ্জল চোখের জলে

অকুট বোলে দেশ বলে—‘জয় ! জয় !’
 তোমার সুত্রস্থগ্যা বাণী
 তারার ফুলের মালাখানি
 কঠে কবি ছান্‌ আনি ! জয় ! জয় !

আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে বে বছর-শেষের শেষ দিনেতে,
 মজাগত গোলাম-সমক শেষ ক’রে দে, শেষ ক’রে দে ।
 কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এট কথ্য আজ বলব জোরে ;
 মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দেখে তুচ্ছ করে !
 দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় কর্ত্তে খাটো,
 হাম্বড়াই-এর সংহিতা কোড় বেবাক কাটো, বেবাক কাটো ।
 সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,
 কার কাছে তুই নোয়াস্ মাথা, হস্ত চোখে কম্পদেহে ?
 সবাই সমান আতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,
 সবাই সমান খশান-ধূলে, বড়াই-দৃশ্য মিছাই ধরা ।
 মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের মিথ্যা গরব রঙ বা চঙের,
 ভেঁদের ভিলক-তকমাতে লোকসংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের ।
 মরদ ব’লেই গরব যাদের, চায় নারীদের দলুতে পায়ে,
 তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ মরদ্ সে কি ? আর সুধারে ।
 চেঙ্গিজও যার পীব্ব-কাডাল পুরুষ সে কি ? জিজ্ঞাসা কর ;
 বাংলাপেশীর পেয়ণ-বলে হয় না মহং হয় না ডাগর ।

কংস জরাসন্ধ রাবণ সেকেন্দার ও মিহিরকুলে
 ঘেঁষে নে তুই করনাতে প্রসব-ঘরে খশান-ধূলে ।

মিছের বুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জমছে কালি,
 পুড়িয়ে দে তুই সেই লুভাজাল দুই হাতে দুই মশাল জালি'।
 পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই ক'রে দে,
 লোভের চিঠা ভয়ের রোকা জালিয়ে দে একসাঙ্গে বেঁধে ;
 মেকীর উকিল মেকলে আর ভারত মন্থা মন্থর পুঁথি
 স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণা বহিকুণ্ডে দে আচ্ছতি ।
 আর্থামি আর জিজ্ঞাপনায় চাই দিয়ে দে, কিসের দেবী,
 চাই হ'য়ে যাক মদ-গরব, আজ আখেরী—আজ আখেরী ।
 প্রণাম দাবী করছে কারা মনি-ঋষির দোহাই পেড়ে ?
 স্পষ্ট বলি পৈতৃপুত্রায় শু-লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে ।
 পাউকো দরে আদর ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
 থাক-ঠাধা জাত মিচার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে
 হাজার হাজার বছর পরে দেশচাড়া ফের ফিরছে দেশে,
 ভয় ভেগেছে উষার আগুই, দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে ।
 দেশ জেগেছে অনিচারের বজ্রাতে ঠাধ দেবার আশে,
 পাইকারী প্রেম পাউকো নক্তি উড়িয়ে দেন অট্টহাসে ।
 প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
 দখীচ মনি মহং ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে ?
 ঘুম খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙলা অন্ধকারে,
 বামুন ব'লেই পূজ্ব কি সেই ঘরের কুমার মজুন্দারে ?
 বামুন ব'লেই কব্ব ভক্তি চাঁদ-কেদারের পুরোহিতে,—
 অন্নদাতার কণ্ঠ্যকে যে মূলমানে পারুলে দিতে ?
 বামুন ব'লেই কব্ব খাতির স্তনঃশেফের ঘৃণা পিতায়—
 হাড়কাটে যে নিজের ছেলে ঠাধতে রাজী, দন যদি পায় !
 ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে যজ্ঞশালে
 পুত্র বলির যুক্তি যে চায় পূজ্ব কি সেই থণ্ডহালে ?
 বামুন ব'লেই পূজ্ব বে হিন্দু ভক্তুলের মন্ত হাতী ?
 কৃষ্ণপ্রেমিক পূজ্ব বে তাদের কৃষ্ণে যারা দেখায় লাগি ?
 ভিক্র শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিল্ল ব'লে
 হর্ষেরে খন কর্তে যে যায়, অলোভ তাদের কই কি চলে ।

শুভ্রাটেতে আব্দ নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরে
 স্বদেশ যে জন পরকে দিলে পূজ্ব কি সেই বিপ্রবরে ?
 রাজপুতনার গড় ঘিরে যে, মুসলমানের অভিযানে,
 বাধতে গরু যুক্তি দিলে পূজ্ব কি সেই বুদ্ধিমান ?
 “তুর্গপথে তুলসী ছড়াও, মাড়াতে তার নারবে যোগল”
 এমন যুক্তি যাদের তারাও ভক্তিভাজন ? হায় রে পাগল !
 হিন্দু চুড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসি
 গলায় দ’ড়ে রাম-কান্ডে তা’রেও দেব অর্গারশি ?
 তুড়ুঙে যার শানলো নাকো, আনতে হ’ল গিলোটিনে
 মস্ত হ’তে বঙ্গকৃমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-কণে ?
 পুলিশ টাউট নেশায় আউট গঙ্গাজলো-সাক্ষা দড়
 বিট বিদূষক ভেড়ুয়া পাচক বামুন ব’লেই মানব বড় ?
 কালিদাসের কাব্য অমর, তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা,
 তাই ব’লে পাউরুটিওনার পায়ের ধুলো কেউ নেবে না ।

* * *

জাতের খাতায় সাফ সূকৃতি দেখিয়ে তদুই মন্ত হবে ?
 তুচ্ছতি যে দেউলে’ ক’রে দেয় তলিয়ে অগৌরবে ;—
 তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাটক দেবী,
 প্রণাম দাবী ছাড়তে হবে, নাটক দেবী, আজ আখেরী ।
 ভ্রাতাভাজন সতি যে জন তা’রেই মাফুষ শ্রদ্ধা দেবে,
 রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে ।
 পাইকারীতে ভরায় না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে,
 সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে ।
 সেন্সপীয়ারের স্বজাত ব’লে পুছ্বে না কেউ কিপ লিঙেরে,
 চৌচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আসছে সেরে ।
 বার্ক-সেরিডান মহৎ ব’লে ইম্পে-ক্লাইব পূজ্বে কেবা ?
 ছোয়ার-বেথুন স্বরণ ক’রে হৌংকা গোয়ার চরণ-সেবা ?

কৰ্ম্মনেৰে কেউ দেবে না লৰ্ড ক্যানিংৰে প্ৰাণা কতু,—
 লভ্ সাহেবৰ মৰ্যাদা কি লুইবে জিন্দো পাদ্ৰী ঐতু ?
 হৈমবতী উম্মাৰ অৰ্ণা কাড়্বে ওলাইচণ্ডী কি হাৰ ?
 বেসান্ট সে নৈবেদ্য নেবে অৰ্পিত বা' নিবেদিতায় ?
 বং দেখিয়েই ভড কে দেবে ? তেমন শিশু নাই দুনিয়া,
 ভিক্টোৰিয়াৰ প্ৰাণা নেবে ভায়াৰ-প্ৰেমী হিষ্ট'ৰিয়া ?
 মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমনি কি মাছাখ্যা জকে ?
 কৰ্দা ব'লেট কৰ্ব খাতিৰ চম্ব-গুট মহব্বকে ?
 দোকানী যে রেজ্ কৌ কুডায়, নাক তুলে রাজ্-কায়াদা করে,
 তাৰেও কি রাজ্ভক্তি দেব ? রাখব কী ধন রাজ্জাৰ তরে ?
 অভয় যে রেলগাড়ীতে, অভবা যে খেলার মাঠে,
 তাৰেও নাকি কৰ্ব খাতিৰ অকথা যে রাখাঘাটে ?
 নিশীথে যাব হরিণ শিকার, ফকির শিকার দিন-দুপরে,
 যাব পৰশে কুলিও প্ৰীতা দিশ্বেবকের মন্তন ক্ষুৰে,
 রাস্তাতে যে বকে ইটায়, নিরস্তে যে খাওয়ার খাবি,
 ঘোমটা খলে দেয় যে থত, রাজ্-পুজা সেও কৰবে দাবী ?
 মাঠেব ব'লেট কৰ্ব সেলাম ? মন্দ ভালো বাচনো নাকো ?
 অজ্ঞায়ে যে কৰবে কায়েম, নলব তাৰে স্থখে থাকো ?
 খুনীয়ে যে দেয় খোলসা, আটন গ'ড়ে রাতারাতি
 প্ৰশস্তি হ'ব পড়'ব কি হাঙ্গ, প্ৰকাশ ক'রে দস্তপাতি ?
 গোরা ব'লেট গৌৰবে কি দিতে হবে শ্ৰীবট মুড়ে ?
 বামুন ব'লেট নাচক প্ৰণাম কৰ্ত্তে হবে হস্ত জুড়ে ?
 মরদ ব'লেট মৰ্দানি কি সটবে নীৰব মাতৃজাতি ?
 আত্মলাভের প্ৰসাদ-পবন জাগছে রে দেখ'নাইক রাস্তি ।
 সঙ্কচিত চিত্ত জাগে—দেগিস্ কি আর চিত্তাৰ চেরি,
 হিসাবনিকাশ কৰ্ত্তে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী ।

•

•

•

বৃক্-সমক্ৰেব বইছে হাওয়া, গোলাম-সমক্ৰ, যাচ্ছে টুটে,
 সাবালকীৰ কৰ্ছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে ।

মুকব্বিদের কবুছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি,
 মাছুষ ব'লেই সকল মাছুষ ইচ্ছতেরি কবুছে দাবী ।
 তাবৎ জীবে শির যে আছেন কত্ৰ তিনি অবজ্ঞাতে,
 নিখিল লয়ে রন নারায়ণ পূণ্য পাকজন্তু হাতে ।
 তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্বিশেষে ।
 বিশেষ নিকাশ-আখেরী আজ নতুন যুগে যুগের শেষে ।
 চিনি ব'লে চুন যে খাওয়ায় চলবে না তার সন্তদাগরী,
 নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখো না 'তুল খাতায় ভরি' ।
 খাদ ক'মে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে,
 মদের গেলাম আছড়ে ভাঙো, মুকব্বিদের গুড়াও হেসে ।
 মন খুলে বল মনের কথা, জন্মে নুকে দিস না ঘণা,
 মন্দকে বল মন্দ মোজা, পালিস বিনা—সোন্ বিনা ।
 দাম-নিকপণ পালটিয়ে কর—চদি যে তায় ফেল রে ছুঁড়ে,
 মনুকলে মিললে দোকা ঠাই হবে তার আস্তাকুড়ে ।
 সত্য কথা বল খোলসা—করিসনে ভয় নিন্দা গালি,
 মিথ্যাবাদী নাম যারা দেয় তাদের মুখে দে চুনকালি
 পাগুনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল-গোলামোর নিকাশ ক'রে,
 মাছুষ আবার মাছুষ হলে বিশেষ বিপনাখের বরে ।
 রুজু দিয়ে পাতায় পাতায় খরচ জমা তৈরী রাখো—
 জাদা-জুজুর ভয় কোরো না, ঠিক দিয়ে ঠিক তৈরী থাকো ।
 নছুন খাতার বেদাগ পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে,—
 তৈরী থাকো ; অরুণ উষায় নতুন জীবন আসবে নেবে ।

বিদ্যাৎ-বিলাস

[শব্দ লিখিত ভিত্তিতে কবিতার অনুসরণে]

সিদ্ধুর রোল

যেমে ভিত্তি আজ,

গরজে বাজ,

বিদ্যাৎ-বিলাস—

রক্ত চোখ !

ঝঞ্ঝার দোল

সারা সৃষ্টিগয়,—

জাগে প্রলয় ;

তাণ্ডব বিভোল—

ছায় দ্বালোক ।

বুড়ির স্রোত

করে বিশ্ব লোপ ;

নিয়ন্তে থোপ—

নিষ্কপ কপোত

নিষ্কপল ,

পঙ্কজের

চলে শূন্যে রথ,—

ধনি মহৎ ,

নিজ্জন নীপের

কুঞ্জতল ।

স্বর্গের নাম

হ'ল শব্দ-শেষ,

প্রতি নিষেধ—

তন্ত্রার জিহাম

অন্ধকার ।

মেঘমল্লার

শত কিল্লি গায়,

যুথী-লতার

চূষন বিধার

অঙ্গরার !

দেব-অর্ণার

জলে জলসা আজ

ধরণী-মাক,

কিল্লর বীণার

উঠ চে তান .

অন্তন-মেঘ

চলে ঐরাবৎ

জুড়ি' জগৎ,

ঝঙ্কার আবেগ

ছায় পরাণ ।

ইন্ডের ধন

হের পুণীচায়—

সোনা বিছায়,

বর্ষার সৃজন

দিক চাপায় !

অন্ধুর তার

তাজে গর্ভবাস

ফেলে নিখাস—

ভুঁই-ভাগ আবার

ভুঁইচাপায় ।

ঝাপ্সায় রূপ
 তধু পটে আয়
 ভুলাল কাজ,
 মৌনের অহুপ
 মূর্ছনায়
 শশের গান
 ভ'রে তুলছে মন
 সারাটি ক্ষণ
 বাশের বিতান
 রস ধনায় ।

বিদ্যুৎ-ঠোট
 হানে ধুম-চুড়
 ঝড়-গকড়,
 পাথরাট আচোট
 বন লোটায় .
 গজ্জন, গান,
 মেশে তর, খেদ,—
 পাশরি ভেদ .
 বজ্রের বিধান
 ফুল ফোটায় !

বজ্রের বীজ
 ফেরে রাত্রি দিন
 করে নবীন,
 মৃত্যুর কিরীচ্
 প্রাণ বিলাস ?

বিশ্ব, ভয়,

যেখানে হঠাৎ, আজ,

রাজাধিরাজ

কহেইল সবার

দান-লীলায় !

অনুবাদ

মাতুলিক

এ গৃহে শান্তি করুক বিবাহ মন-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘুণা থাক্ দূরে চলে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা হৃদিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি বন্দ থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কণ্ঠে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান ।

অলক বেদ

শিশু-কন্দর্পের শান্তি

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন !
অঙ্কুটি কি যে ভাবিয়া না পান,
অঙ্গুলি তার পাথায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল হালের চিন্ ।
অমনি আঙুল উঠিল জলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁপিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় বিমলিন ,
জননী তাহার ছিলেন যেথায়,
লুটায় সেথায় পড়িল বাথায়,
“আই—আই—মা গো মরেছি, মরেছি,” কাঁদিয়া কহিল দীন,
“ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,
ওগো মা সাপের বিষেতে জরেছি,
পাখনা-গজানো সর্প-শিক্তর গরলে হইছ কীণ !”

জননী হাসিয়া কহেন, "বালক !
 মধুপের হল যদি তয়ানক,
 তবে যারে তারে ব্যথা কেন দাও বাণ হানি' নিশি দিন ৷"
 আনন্দক

ঘোবন-যুদ্ধা

যখন আমি ঘোমটা তুলি নয়ন 'পরে,
 পাতুর হয় গোলাপগুলি দীর্ঘা ভরে ;
 বিদ্ধ তাহের বক্ষ হ'তে কণে কণে,
 ক্রন্দনেরি হলে মধুর গন্ধ করে !
 কিবা, যদি সুগন্ধি কেশ আচছিতে
 এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,
 চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুর মনে,
 গন্ধটি তা'র লুকাই চুলের সুগন্ধিতে ।
 যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,
 এমনি শোভা হয় যে, তখন অম্মনি বাজে,
 শব্দেক ভ্রামা পাখীর কণ্ঠে কলশনে
 বন্দনা গান, 'সন্দন তুলি' কুঞ্জ মাঝে !

অবুঝিয়া

পথের পথিক

পথের পথিক ! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ;
 তোমারেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই !
 কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা ছুটিতে,
 মুখ দেখে আজ মনে প'ড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে !
 সাথে ধেরে-তরে মাতুষ যেন গো, পুরাণো যেন এ পরিচয়,
 ও তবু কেবল তোমারি নহেক এ তবু শুধুই আমারি নয় !
 চোখের মুখের সব অঙ্কের মাধুরী আবার আমারে দিবে,
 আমার বাহর বুকের পরশ চকিতের মত বাও গো নিয়ে ।

কথা ত' কহিতে পারিব না আমি স্মৃতি তোমার ভাবি এক,
পথ 'পরে আশি রাখিব আমার ফিরে বত দিন না পাই দেখা ।
আশার রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,
হৃদি রাখিব নিশিদিন যেন আর তোমা' ধনে না হারাই ।

৫৫

বালিকার অনুরাগ

- (তার) রূপ দেখে হার ঘরের কোণে মন কি রাখা যায় ?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল আমার প্রতীক্ষায় !
(সে যে) মিথো এসে ফিরে গেল ভাই ভাবি গো হার ।
 পথের আনাগোনার মাঝে কতই সাহস যায়,
(আমি) কখ'খনো ত চক্ষে অমন রূপ দেখিনি, হার ;
(ভারে) দেখতে পেয়েও আজ কেন হার বাইনি আনালায় ।
 গুড়'নাথানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাধার 'পর,
 তোমরা সবাই জেনে থাক, আসবে আমার বর !
(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব করুণে বরের ঘর ।
 গুড়'নাথানি উড়ছে আমার বসন্ত হাওয়ার,
 ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘরে কর্ব আপন, আমার হাও বিদায় ।

গান শেষের 'শি-কি' এক

গোপিকার গান

ছি, ছি, কি লাজ, রাখাল ! রাখাল !
লজ্জা সরম নাই ;
চুমা দ্বিগুণে পালিয়ে যাবে
দুইছি বখন গাই ।

গোলাপ কত ফুটেছে আবার,
 বহুল হেসে লুটেছে আবার,
 ভূমি এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই !
 রাখাল এসে পিছন থেকে
 চুমা দিয়েই পালাল ভাই,
 শব্দ তারে কেমন ক'রে
 দুইতে দুইতে গাই ;
 পায়রা কত উড়ছে আবার,
 কোকিলে গান জুড়েছে আবার
 রাখাল এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই ।

এস কিরে রাখাল ! রাখাল !
 চুমা দিয়ে থাকনা ভাট,
 এড়ানো কি যায় কখনো
 দুইতে দুইতে গাই ;
 পাপিয়া প্রানে মগন আবার,
 আজকে যে মো মিলন সবার,
 পিছন হ'তে চুমা দে যাও, দুইতে দুইতে গাই !

টেনিসন

প্রেমের ইন্দ্রজাল

নীবিবন্ধন আপনি খসিছে, ফুরিছে ওপাধর,
 মনে মায়াবীজ বপন করেছে, —সখী, সে কি যাহুকর ?
 যখনি আমার মদনগোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,
 তখনি পড়েছি ইন্দ্রজালেতে, —সখী লো ঠেকেছি দায় !
 তরুপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি উদ্ভ্রান্ত,
 এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জান্ ত' ।
 কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে ;
 স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকায়ে, মর্ষ বিধরে ওরে

সখীয়ে সে তুখু চুবন দিতে চেয়েছিল এ অধরে,
তোদের দেখিয়া মদনগোপাল চলে গেছে রোষভরে ;
খেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,
হাস সখি, মোর মদনগোপাল না জানি কি গুণ জানে ।

তামিল কবিতা

জোবেদীর প্রতি হুমায়ূন

গোলাপে ফটাও তুমি মৌন্দর্য্য তোমার,
জ্যোতি তব উষার কিরণে ,
পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাদুরী,
মরালের স্তব্ধতা বরণে ।
জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গ তুমি মোর,
চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;
আদ্র কর, স্নিগ্ধ কর, নুগনাভি সম,
মৃদু কব রাগিণীর প্রায় ।
তবু যদি সান্নি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;
বল তুমি “বহি অবগুষ্ঠনের মাঝে,
এ রূপ দেখাতে নারি হয় !”
তথা আর তৃপ্তি মাঝে রবে ব্যবধান—
অর্থহীন এ অবগুষ্ঠন ?
আমার আনন্দ হ’তে মৌন্দর্য্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?
এ কি গো সময়-লীলা তোমার আমার ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;
যরমের (ও) মধ্ব ষাঙ তাই তুমি মোরে,
জীবনের জীবন আমার !

সরোজিনী নাইডু

মিলন-সঙ্কেত

তোমারি স্বপন-স্থখে আগিয়া উঠি,
 কাঁচা মিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি' ;
 বৃদ্ধ নিশ্বাসে হবে সমীর চলে,
 রন্ধি-উজল তারা আধারে জলে,
 তোমারি স্বপন-স্থখে আগিয়া উঠি,
 তোমারি আনালা-তলে এসেছি ছুটি' :
 চরণ কে ঘেন মোর আনে গো টানি'
 কে আনে কেমনে ?—আমি জানি নে রাণী !
 নিধর নিবিড় ক'লো নদীর 'পরে
 চলিতে চলিতে বায়ু মুরছি' পড়ে,—
 মিলার চাপার বাস—নিবিয়া আসে.
 ভাবের ভুবন ঘেন স্বপন-দেশে ;
 পাপিয়ার অত্যাযোগ ফুটিতে নারি'
 মরমে মরিয়া হায় গেল গো তারি,
 আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
 আদরিণী ! ও তোমার হৃদয় 'পরে !
 এ ভূণ-নয়ন হ'তে তোলো আমারে,
 মরি গো, মুরছি, ডুবে যাই আধারে !
 পাত্ত অধরে আর নয়ন-পাতে,
 বৃষ্টি কর গো প্রেম চুম্বার সাথে !
 কপোল হয়েছে হিম, হায় গো প্রিয়া.
 ক্ষত তালে দুরু দুরু কাঁপিছে হিয়া ;
 ধর গো চাপিয়া নুকে, এস গো ছুটি
 তোমারি নুকের 'পরে থাক সে টুটি' ।

শেলি

প্রিয়া হবে পাশে

প্রিয়া হবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কে বা স্থলতান্ ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে ।
ব'লে কাণ্ড বাতি না জালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ শ্রেয়সীর মুখ-চন্দ্রের আনন্দ পূর্ণিমা !
আমাদের দলে সরাব যা' চলে তাহে কারো নাহি ঘোষ,
ভবে ফুলময়ী ! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে ঘোষ ।
আমাদের এই শ্রেমিক সমাজে আতর ব্যাতার নাই.
প্রিয়ার কেশের স্মৃতিতে মোরা মগন সর্বদাই ।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি',
আখি ভরি' দেখি স্মরার পেয়ালা—তব রূপ সুন্দরী !
শর্করা মিঠা আমারে ব'লো না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি,
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি ।
অখ্যাতি হবে ? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে ? যাক্, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর ।
মোস্তার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ো না অনুযোগ,
ভীর আছে, হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ !
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ ! ছেড় না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসবকাল !

হাফেজ

সাগরে প্রেম

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,
বল, এখন কোথায় যাব আর ?
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হবে ?
পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?

নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,

কাগুন চিরদিনই ফাগুন হয়,

প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তার,

এখন বল, কোথায় বাব আর ?

চুমার চাপে যে দুখ গেছে মরি',—

অস্ত্র স্থখের শেষ নিশ্বাসে ভরি',—

প্রসাদ পবন মোদের হবে সে ;

ফুলে বোকাই হবে নৌকাখান্,

পদ্মা মোদের জানেন ভগবান্,

আর জানে সেই কুসুম-ধনু যে ।

প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হয়,

এখন বল, বাব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,

ধ্বজে ছা'টি কপোত প্রণয়-ব্রত,

সোনার পাটা, সোনার হবে ছই,

রশ্মিরশি রসিক জনের হাসি,

নয়ন কোণে রবে রসদ্ রাশি,

রসদ্ রবে অধর-প্রাস্তে সই !

প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হয় !

এখন বল, বাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল, তোরে,—

বিদেলী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?

কিছা মাঠের শেষে গায়ের ঘাটে ?—

যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?

কিছা যেথায় তুমার নুকে সাজে ?

কিছা জলের ফেনার সাথে ফাটে ?

প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হয় !

এখন বল,—বাব আর কোথায় ?

কর সে ধীরে, “নামিয়ে মোরে সেবা,
শ্রেমের পাখী একটি মাত্র যেবা ;—

একটি শর, একটি মাত্র হিরা !”

স্তম্ভন পুরী যেথায় আছে, হায়,

নরের তরী যায় না গো সেথায় ;

নারী সেথায় নামতে নারে, প্রিয়া !

ভেরোফিল গতিয়ে

নিষ্ঠুরা সুন্দরী

কি বাণী তোমার শুহে সৈনিক,

কেন ভ্রম' একা ত্রিয়মাণ ?

শুকায়ে শেহালা তুমে তুমে, পাখী

গাহে না গান ।

সৈনিক, কিবা ব্যথিছে তোমায় ?

কেন বা শ্রীহীন ? কেন ঘান ?

শাখা-মৃষিকের পূর্ণ কোটর,

মরাইয়ে ধান ।

কমলের মত ধবল ললাটে

কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?

কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে,—

নাহি বিরাম ।

“মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—

সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—

দীঘল চিকুর, লঘু গতি, আঁখি

উদাস ভারি ।

“গাঁথি' মালা দিক্ত শিরে পরাইয়া,

কাঁকন, মেখলা কুহুমে গড়ি' :

চাহি মোর পানে আবেগে যেন সে

উঠে গুমরি ।

“চপল ঘোড়ায় গইছ তুলিয়া
 অনিমিত্ত লায়্য দিনমান ;
 পাশে হেলি’ সে যে গাছিল কেবলি
 পরীয় গান ।
 “আনি’ দিল মোরে কত ফলফুল,
 দিল বনমধু, সুধারশি গো ;
 কহিল কি এক অপৰূপ ভাবে,—
 ‘ভালবাসি গো !’
 “অপ্লব-বনে ল’য়ে গেল মোরে,
 নিখাসি কত কাঁদিল হায় ;
 মুদিছ তাহার অশ্রু নয়ন
 চারি চুমায় ।
 “সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি,
 স্বপন দেখিছ কত হায় ;
 চরম স্বপন—তা’ও দেখেছি এ
 গিরির গায় ।
 “মরণ-পাণ্ড কত রথী, বীর,
 কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,
 কহে তারা, ‘হায়, নিষ্ঠুরা রূপদী
 মজাল ভোরে !’
 “দেখিছ তাদের ক্ষুধিত অধর,
 লেখা যেন তাহে ‘সাবধান’
 জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,
 গিরি শয়ান ।
 “সেই সে কারণে হেথায় আমি আজ,
 তাই আমি একা স্মিয়মাণ ;
 যদিও শেহালা মরে হুদে, পাখী
 না গাছে গান ।”

প্রাচীন প্রেম

যখন তুমি প্রাচীন হবে সন্ধ্যাকালে তবে,
উনন্-পাড়ে ব'লে ব'লে কাটবে স্মৃতি হবে,
আমার রচা গানগুলি হার হৃদয়ে গাবে,
বলবে তুমি 'জানিস কি লো,
আহা যখন বয়েস্ ছিল
লিখ্ত গানে আমার কথা কবি সে তার তাবে !'

শোনে যদি হাসীরা সব আমার রচা গান;—
কাজ সেরে শেষ ঘুমায় যখন,—গানে তোমার নাম
শুনে যদি ওঠেই জেগে,
বলবে তারা অগণক থেকে,
'যশ তুমি উদ্দেশে যার কবি রচে গান !'

মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি রব,
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, চায়া যখন হব,
তোমার গর্জ, আমার প্রীতি,
মনে তোমার পড়বে নিতি,
দিয়ে তখন—দিয়ে মোরে—দিয়ে প্রণয় তব ;
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি— ধূলি হ'ব !

রত্নাঙ্ক

জীবন-স্বপ্ন

লগাটের 'পরে ধর চূষনখানি,
শুনে বাণ মম বিদায়-বেলার বাণী ;
আজন্ম মোর স্বপনে হয়েছে ভোর,—
বলেছে বাহারা বসেনি মিথ্যা ঘোর ।
আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—
দিনে কি নিশির নির্জনতার ঝাঁকে,—

কি করিব ? হায়, পালানো তাদের ধারা,
 জাগো কি ঘুমাও পালায়ে বাবেই তারা ;
 সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছে ব'লে,
 উড়িয়া পালাতে কখনো কি তারা তোলে ?
 যা করি, যা ভাবি, যাই দেখি মোরা চোখে
 লবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে !
 সিঁদুর কূলে গর্জন গান শুনি,
 করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গণি,
 কত সে অন্ন—তনু মন গেল করি',
 নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !
 এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
 কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি ।
 হায়, বিধি, মোর কিছু কি শক্তি নাই ?—
 দূত মুষ্টিতে ধরিতে সে ধন পাই ?
 এ জীবনে কভু বাঁচাতে কি পারিব না ?—
 সিঁদুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?
 যা করি, যা দেখি, সকলি কি তবে খেলা '
 স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-চেউয়ের মেলা !

এভংগর আলেন্দে নো

দিবা-স্বপ্ন

সন্ধ্যা গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক সরে,
 ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধ'রে ;
 স্থানান্তরে পথে, হঠাৎ শুন্তে পেলো গান,
 শব্দ সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখীর তান ।
 মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল গুর আজ,—
 দেখছে যেন, আগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
 উজল হিমের চেউ চলেছে গলিটির দিক দিয়ে,
 ঘেঁষাঘেঁষি বস্তু মাঝে চললো নদী খেয়ে !

সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় ছ'টি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ত'রে ;
একটি ছোট ঘর, সে যেন বাবুই পাখীর বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তুলনা ;
স্বর্গের স্বথ পরাণে তার ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—
ঘোর কুরাশা, ছায়া, নদী, পাহাড় ষত তীরে ;
বইবে না রে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির ;
স্বপন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ন-নীর ।

ওরার্ড সোয়ার্থ

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অঙ্ককার, গরজিছে বর্ণা-বায়ু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহিগত বন্দী-শালা হ'তে,
মহাবল্লভ সমূলে উপাড়ি ফুংকারে উডায়ে চলে পথে ।
সমুদ্র সংগ্রামে দিন হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জ্বিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোররূপা গামিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাথা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডনে ; মৃত্যুরূপা মা আমার অ'শে !
করানী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রথাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিষ্কেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ।
কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর প'শে ।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্ত চায়,—মৃত্যুরে যে বাধে বাস্তবশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মৃত্যুরূপা তা'রি কাছে আসে ।

ধিবেকানন্দ

চিঠি

“প্রণাম শত কোটি,
ঠাকুর ! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
সকলি ভাল তার ;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে !
পারে না গেতে, তাই,
আমার চোট ভাই ;
পাঠিয়ে দিয়ো দাঁত, বাপু !
জানাতে এ কথাটি
নিখিতে হ’ল চিঠি ।
ইতি । শ্রী বড় খোকাবাবু ।”

বের্লিন

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন ; গ্রীষ্মের রাজ্য, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি’
নিষ্কেপিল রোপাঙ্কাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী ‘পরে ;
মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুবানলে নিঃসি’ নিঃসি’ ;
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বহুঙ্করা মুরছিয়া পড়ে ।

ধূ ধূ করে সারা দেশ ; প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ ;
লুপ্তধারা গ্রাম-নদী ; বৎস গাভী পানীয় না পায় ;
সুদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি, অভিভূত প্রভূত তজ্জায় ।

গোধূমে সর্বপে মিলি’ ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ-সাগর,
সুস্থিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা ;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিভ্রান্ত কর,
মাতৃকোড়ে শান্ত শিশু নিয়ে যথা পীযুষের ধারা ।

কীৰ্ঘ-নিবাসের মত, সজ্জাপিত মৰ্মভল হতে,
মৰ্মর উঠিছে কভু আপুই শব্দের শীবে শীবে ;
বহর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে !

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কবলে 'রহি' 'রহি' করিছে লেহন ;
আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন তুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন ।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা স্নেহে পরিপূর !
পলাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তুষামস্ত হ'য়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে স্নেহে সেই হবে চূর ।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিশ্বস্তির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জ্ঞান,—কমায় শাস্তিতে,
আশ্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষম আহ্লাদ,—

এস, সূর্য্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন ;
আপন দুৰ্জ্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মৰ্ম্ম তব সিক্ত করি' সপ্ত বার নির্ঝাণ-সাগরে ।

লেক্ট-মে-লিঙ্গ

শিশিরের গান

কাদন আজি হায়,
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের,—

উদাস করি' প্রাণ,

যেন গো অবসান

নাহি এর !

কথিয়া নিশাস

ফিরিছে হাততাল

অবিরল,

অতীত দিন 'অরি'

পড়িছে 'করি' 'করি'

আখিভল ।

সমীর মোরে, চায়,

টানিয়া নিতে চায়

করি' জোর,

উডায় হেথা হোথা,

যেন গো স্বরা পাতা

তহু মোর ।

পল্ ভার্গব

স্রোতে

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি ;

আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি ?

আজিকে আবার শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দলে,

শত হ'সের পক্ষ-ভাঙনে উড়ো-কাদনের রোলে ।

পায় ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,

প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল ,—

শ্লোকে শ্লোকে সেই পরম গরিমা, চরম সুধমা গানে,

ছয়ে ছয়ে অনলের সাথে জ্যোৎস্না পরাণে আনে ।

পাখীর আকৃতি আমিও জেনেছি কিছু,

পিঞ্জরে তনু আছি করি' মাথা নীচু ;

কল্পলোকের তারায় তারায় ফিরিতে তনুও হারি,

পায়ের ধূলার মত ধরণীতে ঝেড়ে ফেলে দিতে নারি ।

স্রোতের সলিলে মিছে হানি তরবারি,
মিছে এ মদিরা শোক সে ভুলিতে নারি !
নিয়তির সাথে বন্ধ বাধায়ে মিথ্যা জয়ের আশা,
তুলে দিয়ে পাল, হাল ছেড়ে শুধু স্রোতে ও বাতাসে ভাসা !
লি-পো

সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত-সচেতন
রুস্তে রুস্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে খাস ;
ধ্বনিতে গঞ্জে ঘণি লেগেছে, বায়ু করে হাহতাপ,
সাস্ত্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !

রুস্তে রুস্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে খাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে বাধিত মন
সাস্ত্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !
সুন্দর-স্নান, বেদী সুমহান সীমাহীন নীলাকাশ ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে বাধিত মন,
অগাধ আধার নির্ঝাঁপ-মাক্কে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-স্নান বেদী সুমহান সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন !

অগাধ আধার নির্ঝাঁপ মাক্কে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন,
স্বতিটি তোমার জাগিছে স্বদয়ে, পড়িছে আকুল খাল ।

সঙ্কেত-সীতিকা

তোম হ'য়ে গেছে, এখনো ছুরায় বদ্ধ তোম !

হৃদয়ী ! তুমি কত ঘুম যাও ? মজলী !

গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর ?

টুটিল না ঘুম ? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী !

প্রিয়া আমার,

শোনো, চপল !

গাহে কে ! আর

কাদে কেবল !

নিখিল কুবন করে করাঘাত ছুরারে তোম,

পাখী ভেকে বলে 'আমি সঙ্গীত-হৃদয়া ;'

উষা বলে 'আমি দিনের আলোক, কনক-ভোর,'

হিয়া মোর বলে 'আমি প্রেম, অগ্নি হৃদয়া !'

প্রিয়া ! কোথায় ?

শোনো, চপল !

বদুয়া গায়,—

নয়নে জল ।

ভালবাসি নারী ! পূজা করি, দেবী ! স্মৃতি তোম,

বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ ক'রেছে আমারে ;

প্রেম বেছে শুধু তোরি তবে বিধি জড়য়ে মোর,

নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে !

প্রিয়া আমার,

শোনো, চপল !

গাহিতে গান

কাহি কেবল !

‘প্রেম’

গানটি ফুরাইলে যদি না মনে লয়
 এমন শুনি নাই জীবনে,
 সে জন গেলে চলে যদি না মনে হয়
 মাহুয নাই আর ভুবনে,
 ‘রূপলী’ বলিয়া সে মোহাগ না করিলে
 * যদি না মানো দীন আপনায়,
 যদি না জানো মনে ‘জীবনে মরণেও’
 ব’লো না ‘প্রেম’ তবে কতু ভায় ।
 বসিয়া জনতায় তারি সে প্রেমমুখ
 ধেরানে যদি দিন না কাটে,—
 গগন ব্যবধান,— তবুও মন প্রাণ
 না সঁপি’ যদি বুক না কাটে,
 তাহার নির্দায় রাখিয়া বিশ্বাস
 স্বপন ভ’রে দিন নাহি যায়,—
 ভাঙিলে সে স্বপন মরিতে নার যদি
 ব’লো না ‘প্রেম’ তবে কতু ভায় ।

এলিজাবেথ, ব্যারট ব্রাউনিং

বাসন্তীর স্বপ্ন

আমার আধার ঘরে,
 রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
 কান্ধনী লীলাভরে !
 আমারে ঘিরিয়া গুরে ফিরে শেষে
 চুপে চুপে বলে, “ওয়ে !
 উড়ু উড়ু মন উড়াব আজিকে,—
 সাথে নিয়ে যাব তোরে ।”

নাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-অভিত শতেক বোজন
মিলায় স্বপন-পারা ।
মন-রাধা ওগো মনের রাখাল !
এক কি তোমার দেশে ?
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে
ফাল্গুনী হাওয়ার ভেসে ?

কণিক স্বপ্নাবেশ
আখির পলক পড়িতে টটিল,—
হ'য়ে গেল নিঃশেষ ।
বাণিত নয়ন লুকাই যেমন
বিত্তথ লম্বা-মাঝে,
পরশ আমার হ'ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে ।

কোথায় চম্পাপুর ।
কোথা আমি, ছায়, তুমি বা কোথায়,—
শতেক বোজন দূর ।
মাঝে বাবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
পপে বাধা শত শত,
স্বপ্ন মুখানি ছুঁয়ে এক তনু,—
চকিতে হাওয়ার মত !

ংসেন ৭সান

পতিতার প্রতি

চকল হ'য়ে উঠিসনে তুই, ওয়ে,
কেন সঙ্কোচ ? কবি আমি একজন ;
সূর্য্য যদি না বর্জন করে তোরে,—
আমিও তোমায় করিব না বর্জন ।

নদী যত দিন উছলিবে তোরে ছেয়ে,—
বন-পল্লব উঠিবে মর্শ্বরিয়া,—
তত দিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
তোর লাগি,—মোর উছলি' উঠিবে ছিয়া ।

দেখা হবে ফের, কথা দিয়ে গেছ নারী,
যতন করিস্ যোগা আমার হ'তে,
• দৈর্ঘ্য ধরিস্,—শক্ত সে নয় ভারি,
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে ।

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবনচারী,
বাভিচারী নষ্ট, তবু করি অভিসার,
ভাল হ'য়ে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী !
আল্হিকার যত বিদায়, নমস্কার !

হেটমান

ত্রিলোকী

অসীম বোঝেরে সূচ্য কি কথা বলে ?
মাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে ?
কোন কথা চাঁদ বলে চুপি রাহিরে ?
কোন জন তাহা জানে ?
ভ্রমর কি ভাবে ছেরিয়া কুণ্ডলদলে ?
কি ভাবে গো পাখী নিরখি, নীড়ের পানে ?
রৌত্র কি ভাবে মেঘ দলে চিহ্নি' রে—
কোন জন তাহা জানে ?
গোষ্ঠ গোধনে কি কহে গানের ছলে ?
কোন সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে ?
অতল কি গান শুনাও হিমাত্রিরে ?
কে জানে এ তিন গানে ?

কাতন ঘেঁষি লিপি লেখে চৈত্রে,
বৈশাখ বাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন শেষে,

তাহার জন্মদিনে ;

ঊষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,
দিনের পুলক বিকলি' মধ্যদিনে,
গানের পুলক কেটে গিয়ে নিশ্বাসে

বেহুঁর করিয়া বীণে,—

কে জানে ? কে বুকে মরণ রহস্তেরে ?

কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয়, স্থণে ?

মাহুষের মাঝে নাট্য কারো হিসাবে সে ;

মৃত্যু জানাবে তিনে !

প্রবল চেউয়ের কিনারার প্রতি টান,

কিনারার টান ভয় চেউয়ের দিকে ।

আকাশ-বিহারী জ্বালাময় ভালবাসা,

জাগে যে বজ্রশিখে, —

যাবে না সে বোকা, বত দিন আছে প্রাণ !

ক্রবতারা করি' মরণের ছ'আখিকে

যে অবশি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—

চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্ত সমাধান

বতদিন নাহি হয় গো, দিবসিক

ঊষার মতন হাসিতে ফুটায় আশা

অথবা দ্বিগুণ ঘান করি' গৌলিকে ।

হুবর্ণ

মহাদেব

আমি অলস, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দেই

অস্বিরূপে,

পঞ্চভূতেরে নিত্য নূতন মুখোন্ পরাই

আমিই চুপে !

আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার

বহিষ্কালা,

সৃষ্টি লয়ের সূৰ্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাধি গ্রহ-

তারার মালা ।

আমি জগতের জনম হেতু, আমি বিচিত্র

অস্থিলাতা,

বাহির দেউলৈ কামের মেথলা তিতরে শাস্ত

আমি দেবতা !

আমি তৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিয়,

আমিই শিব,

হৃৎপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'

বাচাই জীব ।

পরশে চেতনা এনে দেই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে

ধ্বংস করি,

নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন মরণ

পড়িছে ঝরি' !

অম্ম-তোয়ণে সৃষ্টা-মূরতি আমি প্রবৃন্তি

সকল কাজে,

এ মহা বন্দ, ইহা আনন্দ, আমায়ি ভয়ক

ইহাতে বাজে ।

আলোকিত লালস:

খুকীর বালিশ

আমার ছোট বালিশটি রে ! কি মিষ্টি তাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমই ।
আমার জন্তে তৈরী তুমি, কেমন তোমার পা
তুলেয় তরা তুলতুলে, আর কিচ্ছু ভারি না ।
আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ ! ডাকছে কণ্ঠে দেশ,
তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমাই আমি বেশ ।

অনেক—অনেক ছেলে আছে, গরীব ছেলে হায়,
মা নেই তাদের, খর বাড়ী নেই, রাস্তাতে ঘুম যায় ;
বালিশ তাদের নাট ঘুমোবার, ‘আহা কি কষ্ট’
তুণু করে ঘুম কি আসে ? শরীর আড়ষ্ট ।—
শীতের দিনে নাটকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয় ।
দেখ মা ! আমার এদের কথা ভাবলে দুঃখ হয় ।

ভগবানকে রোজ বলি মা “এদের পানে চাও,
বাদের বালিশ নাইকো ঠাকুর ! বালিশ তাদের দাও ।”
তার পরেতেই আকড়ে ধরি নিজের বালিশটি,
তোর বিছানো বিছানা মোর—ভারি সে মিষ্টি ।
ঠিক তখন কি করি জানো ?—জানতে কি হয় সাধ ?
তখন আমি তোমায় মা গো করি আশীর্বাদ ।

সকাল সকাল উঠে না কাল ভোরের আরতিতে,
নীল মশারির ভিতর পড়ে থাকে সকালটিতে,—
নীল মশারির ভিতর থেকে সকাল সোনার আলো
ভয়ে ভয়ে লেপের ভিতর দেখতে সে বেশ ভালো ।
এখনো ঘুম আসছে না আজ, এই নে মা তোর চুমো,
তোর যদি ঘুম এসে থাকে তা হ’লে তুই ঘুমো ।

হে ভগবান্ ! হে ভগবান্ ! হে ঠাকুর ! হে হরি !
ছেলেমানুষ আমি তোমার এই নিবেদন করি,
শিশুর কথা শোনো তুমি সকল লোকে কর,
শোনো আমার প্রার্থনা গো ঠাকুর দয়াময়,—
তুনি অনেক মা-বাপ-হারা অনাথ আছে, হায়,
অনাথ করেও আর ক'রো না এই নিবেদন পায় ।

সন্ধ্যাবেলা মর্ত্যলোকে এস গো একদিন,—
কাঁদছে যারা মা-বাপ-হারা অনাথ সহায়হীন
তাদের তুমি মিষ্টি কথা একটি যেয়ো ব'লে
কেউ ডেকে শুধায় না যাদের, সবাই যাদের ভোলে ;
মা যাদের হায়, ছেড়ে গেছে, মাথার তলে তার
দিয়ো ছোট একটি বালিশ রাতে ঘুমোবার ।

মাস্টার লন ভালমোর

ছেলেমানুষ

মতি বল্ছি আমার কিছ কঁদতে উচ্ছে হয়,
দিদির আদর সবাই করে, আমি কি কেউ নয় ?
আগে এসে দখল করে বসেছে মা'র কোল,
আমাদের ভাগ দিতে হলই অমনি গুগোল ।
“দিদি তারি দেখতে ভালো” বলে সকল লোক,
আমায় বলে “ছেলেমানুষ”—নেটকো কারো চোখ ।
আমাদের এট রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে লোক যায়,
আমাকে ফুল দেয় তবু ওই দিদির দিকেই চায় ।
বয়েস আমার নয় কেন গো বার কি চোদ্ধ,—
কেউ বাসে না ভালো আমায় শোনায় না পণ,
কেউ করে না খোসামোদ আর কেউ না শোনায় গান,
কেউ বলে না “তোমার পায়ে সঁপেছি এই প্রাণ !”

হেলেবাহুব !...তবু জানি থাকবে না এই দিন,
 আরিও হব স্বন্দরী গো...থাক না বছর তিন—
 এ চুল তখন লম্বা হবে, পূর্ণস্ব এই মুখ,
 দাঁতগুলি সব স্বকৃষ্ণকে আর চোট ছুটি টুকটুক ;
 জানি তখন আমার পানেও থাকবে চেয়ে লোক
 কাজল বিনা অরনি কালো হবে যখন চোখ ।

আয়ে পেরিয়ে

চায়ের পেয়ালা

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ তেজায়,
 দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে ;
 তৃতীয় পেয়ালা মলমল করে
 মজলিশ ক্রমে জমিয়া আসে ;
 চৌঠা খুচায় কোটার ঢাকা,—
 মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে !
 পঞ্চমে জাগে বৃহৎ বেদ-লেখা,—
 শুদ্ধির শত পদা খোলে ।
 ষষ্ঠ পেয়ালা স্তম্ভায়সে ঢালা,—
 মর্ত্য মানবে অমর করে !
 সপ্তম ! আর চলে না আমার
 চলে নাকো আর ছয়ের পরে ।
 এখন কেবল হয় অল্পভব
 আক্তিনে হাওয়া পলিছে এসে !
 স্বর্ণপুর—সে কত দূর ? আমি
 এ হাওয়ার চড়ি' বাব সে দেশে !

লো জু

বাঘের স্বপন

মেহগিনির ছায়ায় বেথা ফুলের মাছি কুটে,—
 ঘোড়ার বেথা হাওয়ার ভানা লতার জটাঝুটে,—
 নাবালু জালের নাম্না ধরে চুলছে কাকাতুরা,—
 হলুদ-পেটা বন-মাকোসার স্তায় কুলে গুঁরা,—
 কুঁড় চোখে চায় গোরিলা,—হকু বেথায় থাকে,—
 গরুর হস্তা ঘোড়ার শরু সেইখানেতেই থাকে ।
 বকু মনে ক্রান্ত দেহে সেইখানে সে আসে,—
 জাওলা-ধরা শুকনো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে,—
 চটা মনে চাটুতে লাঙুল কামড়ে ফেলে দাঁতে,
 চোট কাপে তার অনেককণের অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে ।
 তপু হাওয়ার তীর নিশাস !—গুঁটের মত শিটে—
 গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চলতে পাতার পিঠে ।
 গহন সে বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে
 লতা-পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—
 লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;
 জিব্ দিয়ে সাফ্ করলে বারেক সাম্নেরি থাবাটি ;
 তার পরে হায়, তদ্ভাভরে মিটির মিটির চোখ,—
 সোনালী দুই চোখের তারায় পাগল ঘুমের ঝাঁক ।
 চেঁচা-হারা, চেতন-হারা, কেবল তদ্ভাভরে—
 থেকে থেকে নডছে থাবা, লাঙুল কড় সরে ।
 স্বপন দেখে বনে পশু ;—মনের খেলা চলে,
 কালো বরণ মেহগিনির গহন ছায়া-তলে ;
 স্বপ্নে দেখে—নধর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—
 কাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে ;
 হক্চকিয়ে হাখা রবে বলদ শুধু থাকে,
 থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে ফাঁকে ।

লেক্টর বে লিল

চাঁদনী রাতের চাষ

মৌন-মন্দির চাঁদ গগন-কোণে

আপন মনে

স্বপন বোনে !

জল-চক্কীর চাকা ঘুরায় ঘুরে,

কল্লোলি' চলে জল কোন্‌ স্রুত্রে ;

চাঁদের আলী নদী বনে চলিতে

চাঁদেরি হাসিতে রহে ঝলমলিতে !

মৃত-মন্দির চাঁদ বিস্তোল্‌ মনে

নিরল কোণে

ফসল বোনে !

ঝাউ বনে 'পিউ কাঁতা' গাহিতে কে রে !

চাপিন-তরু-তলে শলক ফেরে,

চালু পাহাড়ের পিঠে পেঁচা গম্বীর

বিস্ফারি' দুই আগি বসে আছে থির !

পৌত-পাতুর চাঁদ আকাশ-কোণে

কাপাস দোনে

উদাস মনে !

টেকো-পাখী বাতুডেরা উড়িল ঝাঁকে,

কালো ছায়া দেখে তার কুকুর ডাকে ;

হাঁকা-পথে নানা-মাছ বোঝাই গাড়ি.

চলেছে একেলা নানা শক চাড়ি' ।

শ্রোত-পাতুর চাঁদ নত-নয়নে

গগন-কোণে

পশম বোনে !

নেবা-উনের কাঁধে ঘুঘায় নুড়ী,

নুড়ার উঠিছে হাই,—দেয় সে তুড়ি ;

বাড়ে রাত বাজে ঘড়ি টিম্-না-না টিম্,
কিঁ কিঁ ডাকে তারি কঁকে কিম্-কিম্-কিম্।

মুহু-মুহুর চাঁদ গগন-কোণে

আপন মনে

স্বপন বোনে !

রাতের ফড়িং-পরী নাচে স্ববেশা,
বাঁতাস ঘোড়ার মত করিছে হ্রেষা।
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস-পোষাকী,
তরুণী চাগীরে নুঁকি তাবে সে সাকী।

মধু-ঘামিনীর চাঁদ মধু-নয়নে

স্বপন বোনে

সাদা ভুবনে !

চট্টুর দলে আজ যত নষ্টী
পথে পথে ফেরে মেতে করে ফষ্টী,
জোনাকীর খোঁজে ছেলেমেয়েরা চলে,
গলাগলি টেলিটেলি হাসি উছলে।

মদির অদীর চাঁদ দিমান-কোণে

বিত্তাল্ মনে

কী ধান বোনে !

ফুল ফুলে ফেরে সব ক্ষেতের আগে
চাঁদনী-ধানের শিশ খোলে আড়ালে।
ভালবাসা ভবঘুরে হ'ল সে কৈঁকে,
চাঁদের স্মৃতি যে তার লেগেছে চোখে।

মধু-ঘামিনীর বঁদু উদাস মনে

আকাশ-কোণে

কাপাস্ বোনে !

গ্রাম ছেড়ে বনে যার কারা কি ছলে,
 কায়া কল্পিত চিত্তে লিখনে চলে ;
 রাতানো মদিরা এ যে ফেলে নিবাস,
 চাঁদের আলোতে আহা মেলে বাহুপাশ ।

চির মোহরর চাঁদ চির-স্বপনে

কি জাল বোনে

খেয়াল-মনে !

রাতে যে দেড়ায় ঘুরে নানান্ ছলে,
 রঙ্গে অনঙ্গ সে যায়ে গো বলে ;
 নিকীপে নিশান যার ওড়ে আকাশে,
 চাঁদনীর খেলা দেখে সে শুধু হাসে ।
 মৌন-মন্দির চাঁদ স্বপন বোনে

আপন মনে

গগন-কোণে ।

‘মহাল’

যোগাভা

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে টেকে,—
 “শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !”
 সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
 হেসে ওঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা ।
 রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চ’লে
 কীরের জন্ত বিখ্যাত কীর গাঁয়ে ;
 দুই পাশে তার গোচরভূমির কোলে
 ঘন ঘাসে গরু চরিছে ভাহিনে বায়ে ।
 গরু ও বাছুর ঘন কুয়াশায় ঢাকা
 ভাল করে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর ;

সহসা রোত্র ফুটিল আবীর-মাথা,—
রামধনু রঙ—শোভার নাহিক গুর ।

(২)

গাছপালা হতে শিশির চৌপায়ে পড়ে,
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে বত শাখা ;
চড়ুই নাচিয়া খাত্ত খুঁজিছে খড়ে ।
“শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !”
ফিরিওলা হৈকে ফিরিছে গায়ের মাঝে,
মাঝুখ এখনো চলে না তেমন বাটে ;
তু একটি লোক ভিন্ গায়ে যায় কাজে,
চাখী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে ।
পাঠশালে পোড়ে মস্তরগতি চলে,
ডায়া-ডায়া দুই চক্ষে কাজল আঁকা ;
শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
“শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !”

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়া,—
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাঁট ;
ফলস্ফ গাছ তিন দিকে করে ছায়া,
তিন দিকে গাছ এক দিকে শুধু ঘাট ।
বাধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাধানো সিঁড়ি,
ধবধব করে চান্দনি ঘাটের পাকা,
চান্দনির তলে শ্বেত-পাথরের পিঁড়ি,
প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা ।
বসে ছিল সেখা আয়তলোচনা নারী,—
কালো কেশ-ভার ভ্রমিতে পড়েছে লুটে,
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আখি ইতি উতি ছুটে ।

(৪)

“শাঁখা চাই ! ভাল শাঁখা নেবে ? ওগো যেয়ে ?
 তোমার হাতে মা খাশা মানাবে এ শাঁখা ;
 তারি কারিফুরি, দেখে তুমি, দেখে চেয়ে,
 এ শাঁখা যে পরে হয় না সে ভূতগা ।
 বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
 স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে ;
 অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
 সতীশ্রদ্ধ এ—নানান্ গুণ এ রাখে ;
 হাতে দিবে দেখে,—দেখি মা তোমার হাত”—
 কোড়ুক-তরে হস্ত বাড়াল নারী,
 “ঠিকটি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথ !
 যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগা তারি ।”

(৫)

সোনালী রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
 হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী ;
 নিরখি দেখিতে সেট শোভা মনোলোভা
 শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল তারি ।
 স্বন্দরী বটে !...তবে সে রূপের পানে
 চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে ;
 সে রূপ নয়নে চরণেরি পানে টানে ।—
 প্রাণ ভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ক্রাসে !
 গ্রীবার হেলনে সামালি হুলের রাশি,
 “শাঁখার মূল্য ?” পুছে শাঁখারিরে নারী ;
 হাম তুনি শেষে, খুদী হ’য়ে কহে হামি’
 “পাবে বাছা হাম,—যাও আমাদের বাড়ী ।”

(৬)

“বাড়ী ? কোন্ পাড়া ? হাম নেব বাড়ী যেয়ে ?
 না, না,—সন্কেছ তোমায়ে আশি না করি ;

মা লক্ষী তুমি ঘরাণা ঘরের ঘরে,—
 দেখে মনে হয় রাণী রাজ্যেশ্বরী !”
 “না বাছা, পড়েছি আমি, গরিবের হাতে,
 রাজরাণী নই আমি তিথারীর নারী,
 বাপের ভিটার রয়েছে বাপের বাড়ী।
 সোনার কলস—ওই যে—গাছের ঠাকৈ,—
 দেখিতে পেয়েছ ?—ওই আমাদের ঘর ;
 বাবা ঘরে আছে, বেলো গিয়ে তুমি ঠাকৈ,
 কড়ি পাবে, দেরি হবে না, নাহিক ভয়।”

(৭)

“ও যে দেউল গো !” “দেউলেই মোরা থাকি,
 ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা ;
 তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁরে ডেকো ঠাকি’
 জোরে না ডাকিলে, তাঁর বাপু ডাকা বৃথা।
 দেখা হ’লে পরে, ব’ল,—‘দামসেরা ঘাটে
 কল্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
 দাম সে দেগনি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
 তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা !’
 দাম তো পাবেই, আর পাবে পরদান,—
 অতুল কেউ ফেরে না মোদের বাড়ী—
 অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্বান,—
 না থাওয়ায়ে তিনি কিছুতে দেন না ছাড়ি।”

(৮)

“হাদে চাখ, বড়ি শোনো ঘরে নেই কড়ি,
 তা’হলে পিতারে ব’ল মোর নাম ক’রে,—
 প্রতিমার ঘরে ঝাঁপিতে যা’ আছে পড়ি’
 —সে টাকা আমার, তাই যেন দান ধরে ;
 শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে ;
 এস বাছা, তবে,—বেলা হ’ল নাহিবার !”

দুঃখী খাতি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
 “যথার্থ কথা—জনমে সে তোলা তার।”
 করে গ্রাম-পথে খাঁখারি অর্ঘ্যন,
 ঘাটের সোপানে নারিতে লাগিল নারী ;
 নিরন্তর জল করিল আলিঙ্গন
 পথের যত চরণ হুখানি তারি ।

(২)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
 শকতির জ্যোতি সকল অন্ধে তার ;
 তরবারি সম প্রথরা অথচ কৌণা,
 পূর্ণ উরস, তজ্জু বিছাৎ-সার।
 কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
 আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার ।
 সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
 গৌরব-গুরু প্রদ্যোত-দ্যুতি হার !
 শান্ত সে আঁখি তেজে হবে উদ্ভাসে
 তার আগে আঁখি ভুলিতে সাধ্য কার ?
 রাজা মহারাজা সে দিঠিয়ে তর বাসে !
 পথের তিথারী খাঁখারী সে কোন্ ছার ?

(১০)

খাঁখারি চলেছে বাক্য পথখানি ধ'রে
 আত্র কাঁঠালের ছায়ার ছায়ায় একা ;
 সোনার কলস কলসে দেউল 'পরে,
 পূজারীর ঘর পাশে তার যায় বেধা ।
 খাসা ঘরখানি ! ছায়ার রয়েছে খোলা ;
 তাহিনে মোরাল, বায়ে মোরালের পাখা ।
 আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
 হাজা অবাগছ, করবী—রাঙা ও সাধা ।

‘টুং টাং’ বাজে বঁটা গরুর গলে,
 বরাবর পাশে চড়ুই শালিক নাচে ;
 অতিথি পথিকে মিলি সবে বেন বলে
 ‘হুথ এইখানে,—শান্তি সে হেথা আছে ।’

(১)

“শাঁখা চাই,—শাঁখা ।” হাকিল শব্দ-বেধে
 শব্দ শুনি ঘরে পুজারী এলেন ছুটে ;
 ভাকিলেন ঝিক তারে অকৃত জেনে,—
 শাঁখারির মুখে আফ্লাদে হাসি ফুটে !
 ভাকেন বিপ্র “শাঁখারি, দাঁড়া যে দাঁড়া,
 অতিথি আজিকে হ’তে হবে মোর ঘরে ;
 মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,
 আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি দুপহরে ?
 ঠাকুরের ভোগ,—ভাতে বামুনের বাড়ী,
 হাত মুখ ধুয়ে ব’লে পড় পাত পেতে,
 বেলাও দুপহর,—ঠাণ্ডা ক’রে নে নাড়ী,
 ভিন্ গায়ে যাবি,—কত দূর হবে যেতে ।”

(১২)

কহিল শাঁখারি “ঠাকুর দণ্ডবৎ,
 কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে ;—
 ভবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটি পথ—
 বামুনবাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে ।
 পাঁচখানা গায়ে গরীব অনাথ যত
 সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা ;
 পাঁচখানা গায়ে কে আছে তোমার মত ?
 তোমার জন্ত স্বর্গে তুলিছে দোলা ।
 ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
 কত্না তোমার পরেছে ছ’গাছি শাঁখা ;

দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি ?—আছে ত নগর ঢাকা ?

(১৩)

“খুব ভাল শাঁখা,—তরা সে মীনার কাছে,—
তাই এত দাম ।” “সে কি রে আমার মেয়ে ?
কি বলিস তুই ? কি বলিস তুই বাজে ?”
“তোমারি তো মেয়ে, চল না দেখিবে খেয়ে,—
নাহিছে সে ওই পাথর-পাথানো ঘাটে,
ভাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা ।”
হাসিয়া পূজারী কহে “তাই নাকি ? বটে !
বাপু হে ! তোমার সকল কথাই ফাকা ।
কল্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সম্মান,—তাও সে কল্যা নয় ;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনো জনে ;—
ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয় !”

(১৪)

“বল কি ঠাকুর ? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে ?
ঠাকুরার মত চেহারা ত তার নয় ;
তোমায়ে সে চেনে,—আর সে যে বলে দেছে,
বলিস বাবাকে ঢাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুরঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে ঢাকা ।” “দাঁড়া বাপু, দাঁড়া, দেখি ।”
ঘরে গেল ছিন্ন—শাঁখারিণি আরে রেখে ।
ফিরে এসে বলে, “তাই ত’ ! তাই ত’ ! এ কি !
শাঁখার যে দাম বলেছিল তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে, যে ঠিক তাই !
ঠিক পূরাপূরি কম বেশী নাই, ওরে !
কম বেশী নাই একটা পরস্য পাই !”

(১৫)

“অবাক্ ! অবাক্ ! বিশ্বয় মানি যনে !
 ধন্য শাঁখারি ! জনম যন্ত তোর !
 ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি' যার স্ত্রীচরণে,
 তার হাতে বেধে দিলি অক্ষয় তোর !
 বুড়া হয়ে গেছ পুত্রা অর্চনা করি,—
 তবু দরশন পাই নাই তার আমি ;
 রত উপবাস করিত জনম তোর,
 ঝাপসা হু'চোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী ;
 দেউল আগুনি গৌরান্ন,—খোয়ান্ন দিন
 সে ছবি অতুল আজো না দেখিত চোখে !
 কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
 না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে !

(১৬)

“অবাক্ ! অবাক্ ! দেখা যদি পেলি তার
 বর মাগি' কোন্ পুরালি মনস্কাম ?
 চতুর্ভুজ করতলে সদা যার,—
 তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখার দাম ?
 বুকেছি, বুকেছি, চেয়ে সেই চাঁদমুখে
 হয়ে গিয়েছিলি বৃদ্ধি-বচন-হারার ।”
 চমকে শাঁখারি,—স্পন্দন জাগে বৃকে,
 নয়নে দীপ্তি,—চিন্তের মাঝে সাড়া ।
 হাত ততে তার খসিল শাঁখার পেটি,
 যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি'
 তবে তো সে আজ দেবীয়ে এসেছে ভেটি',
 আগুন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী !

(১৭)

হরিণের বেগে ছুটিল শব্দ-বেগে,
 পিছে পিছে ধায় দেবল অলিঙ্গ-গতি ;

ঘাটে পৌছিয়া চাহে বিশ্বয় যেনে
 ধারসেনা-ঘাটে নাই লাবণ্যবতী !
 নীরব পাখিরা, নাহিক কলধ্বনি,
 নির্জন বীথি সারস স্ফিয়ার একা ;
 হৃদ বাতালে উঠে বৃহৎ রণধ্বনি'
 পদ্মফুলের কীর্ণ সৌরভ-লেখা !
 হাকিল শাঁসারি, পূজারী ভাকিল কত,
 নাই সাড়া নাই, বৃকে নাই স্পন্দনই ! *
 হল অল বুক—মুগ্ধ—মূর্ছাগত
 ঘুমায়ে বুকি বা পড়েছে প্রতিধ্বনি ।

(১৮)

দিন দুপহরে নিশীথের নীরবতা
 নীরব ভুবনে আগো কলমল করে ;
 আশাহত হিয়া—আকুল প্রাণের কথা
 করে নিবেদন দেবল মৃদল ধরে,—
 “জননি ! জননি ! দেখা দে মা একবার,
 নম্র হৃদয়ে রয়েছে মা পথ চেয়ে ;
 পুত্র ফিরিব ? দয়া কি হবে না আর ?
 দয়া কি হবে না ? ওগো পাষাণের মেয়ে !
 অবাচিত দেখা দিচ্ছি যেমন আজি
 আয়েকটিবার দেখা দে তেমনি করে ;
 স্বপন, চোখের ভ্রম, কি ভোজের বাজী—
 না যদি হয় গো, দেখা দে স্মৃতি ধরে ।”

(১৯)

“দৈববাণীতে বিদ্যারূপে কিবা
 জানায়ে বাণ্ড মা আপন আবির্ভাব ;
 সমীরণ সম সমীরিয়া বাণ্ড লিবা
 পর্যাণে বিধারি’ অল্পময় পরতাব ।”

সহসা শব্দ-বলয়িত কার পাণি
 আসিয়া উঠিল পদ্ম-দীপির বুকে !
 তার পরে ধীরে নবর সে হাতখানি
 হ'ল ভিরোহিত,—চক্ষেয়ি সন্মুখে !
 শাঁখারি পূজারী—অবাক হইয়া রহে
 বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে ;
 ধামসেবা-বাটে পদ্ম আহরি' দৌছে
 নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিন শেষে ।

(২০)

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত,—
 আজো ক্ষীরগায়ে হাজারো যাত্রী মেলে
 যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্বের মত
 সেই শাঁখারির বংশের কোনো ছেলে ;
 হরষে তাহারা দেবীরে জাগায় শাঁখা
 বরষে বরষে আসি দেউলের দ্বারে,
 যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
 ধনী তারা শাঁখা পরায় যোগাঙ্গারে !
 ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে !
 দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিয়েছে ঘুচি ;
 দুখে ভাতে আছে শাঁখারির ছেলেমেয়ে
 আচলে বেঁধেছে পরশমণির কুচি !

* * *

কাহিনী এ মোর—অক্লান্ত অতিশয়,
 মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে ;
 ধীর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
 তাঁরে স্মরি এরে রেখেছি খাতার পাতে ।

পরীর মায়া

মরনা-গাছের গোছা গোছা ফুল পরিয়া চলে,
নিশাচরী যত পরী এ নিশীথে বেড়ায় বুলে !

বিজনের পথ—যা' শুধু বনের হরিণই জানে,—
এ রাতে সে পথে ঘোড়া কে ছুটায় ? ভয় না মানে ?
কুতায় সোনার আড়-কাটা-কাটা—আধারে জলে,
কাটার গুঁড়ায় কালো ঘোড়া তার ছুটিয়া চলে ।
গহনে গহনে চলিতে যখনি জোৎস্না মেলে,—
তাঁহের জলুস জলে আবলুস আধার ঠেলে ।

মরনা-ফুলের মোহনিয়া মালা জড়ারে মাখে
নিশাচরী যত পরী নাচে বনে বিজন রাতে ।

মলে মলে তারা লঘু লীলাভরে নৃত্য করে,—
ঘুরিয়া ফিরিয়া মূরছিত মুহু হাওয়ার 'পরে !
কহে পরী-রাণী অব্যাহারীয়ে “ভূঃসাহসী !
কোথা যাও ? পথ হারাতে কি চাও গহনে পশি ?
অপদেবতার পড়িলে নজরে যাবে যে মরি,
ফের ! ফের ! এস, এইখানে দৌছে নৃত্য করি ।”

মরনা-ফুলের শোভন মালিকা পরিয়া চলে
নিরালায় বনে আলায় রচিয়া পরীরা বুলে !

“না, না , পথ চেয়ে রয়েছে আমার একটি নারী ;
কাল আমাদের বিবাহ ;—আমি কি দাঁড়াতে পারি ?
পথ ছাড় ওগো ! যেতে দাও যোরে রূপসী পরী !
নিমিষের তরে নাচের আওড় বন্ধ করি’ ।
আর দেখি ক’রে দিযো না গো, যাব প্রিয়ার পাশে ;
হের দেখ এরি মধ্যে দিবার বিভা আকাশে !”

মরনা-ফুলের আকুল মালিকা কোলায়ে চলে
নিভৃতি নিরালা নীরব নিশীথে পরীরা বুলে !

“হোক—মাথা খাও,—দাঁড়াও কণেক অঝারোহী !
তোমারি লাসিরা পরশপাথর এনেছি বহি ;
পেতে দিব এই জ্যোৎস্না-আঁচল তোমার ভরে,
সম্পদ আর সুখের বা সেবা—গণিব করে ।”
“উহ !” “তবে মর” কহি নিশাচরী হিম আঙুলে
ছোঁয়াইল বীর অঝারোহীর হৃদয়-মূলে ।

ময়না-ফুলের শিথিল মালিকা জড়ায় মাথে
নাচে নিশাচরী বিজনের পরী গহন রাতে ।

জিন্-কসা-কালো ঘোড়াটি মিলাল জিনের নীচে,
আড়-কাটা-আটা জুতার গুঁতা সে এখন মিছে ;
কম্পিত দেহে অঝারোহী সে সহসা দ্বাথে—
পাংস্ত-মুরতি মৃদুগতি কে গো ?—আসিছে এ কে !
হাতে হাত নিতে দাঁড়াল সে পথে ! “সরে-বা ওয়ে
পরী ! নিশাচরী ! শয়তানী তুই—ছুঁস্নে মোরে ।”

ময়না-ফুলের অপক্লপ মালা পরিয়া চূলে
ঘিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পরীরা বুলে ।

“ছুঁস্নে আমায়, পথ ছাড় পাপী—অপদেবতা,—
বধু লয়ে আসি,—কালি যে আমার বিয়েদ কথা ।”
“হায় পতি !” কহে পাংস্ত-মুরতি করুণ রবে
“এবারের মত শুলানেই মোদের বাসর হবে ,
আমি নাই আর ।” শুনি সমাচার অঝারোহী
কুক লালসে হতাশে পড়িল আঁকড়ি’ মচী !

ময়না-ফুলের লোভনীয় মালা জড়ায় মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে দ্বান জ্যোৎস্না-রাতে ।

বর ভিক্ষা

চিত্তহারিণী আপানী বালিকা

ওহাঙ্ক তাহার নাম,

বুকে তার চেরি-ফুলের স্তবক

রক্তিম অতিরাম !

আহু পাতি বাল্য পতি-বর মাগে

প্রজাপতি-মন্দিরে ;

থরে থরে ফুটে চন্দ্রমলি

ওহাঙ্কর তত্ব দ্বিরে ।

কহিছে ওহাঙ্ক করজোড়ে “প্রভু !

দাও মোরে হেন বর,

উৎসুক বার উক নিশাসে

নিবে আসে চরাচর ;—

নিশাসে বার নেশা হয় ক্ষণে

ক্ষণেকে দৃষ্টি হয়ে !”

ওহাঙ্কর বুকে চন্দ্রমলি

চেরি-ফুল থরে থরে ।

“দাও, প্রজাপতি ! দাও মোরে পতি

দাও মোরে হেন বর,—

গোপন সাহুর মর্মর সম

বার কঠোর স্বর ;—

বেই সাহুরেশে চূপে চূপে পশে

বাসন্তী চাঁদ একা ।”

ওহাঙ্কর বুকে চাক চেরি-ফুল

চন্দ্রমলি লেখা !

“হেন পতি দাও কটাক বার

পাগল করিবে প্রাণ,—

আকিম-ফুলের রক্তিম বীধি

বুহু বায়ে আনচান ।

ভালবাসা বার কানন উদার
 পাখী-ডাকা, ছায়া-ডাকা ।”
 ওহাঙ্কর বৃকে চন্দ্রমল্লি,
 মুখে চেরি-ফুল আঁকা !

“দাঁও হেন বর, সাগরের মত
 গভীর বার বাণী,
 আনু-ভুবনের অজানা সুরভি
 পরাণে মিলাবে আনি,
 কল-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
 সকল পাপড়িগুলি ।”
 ওহাঙ্কর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
 চেরি-ফুল উঠে তুলি ।

“দাঁও হেন স্বামী যে আমার পানে
 চাহিবে সহজ হৃথে,—
 যে চোখে শ্রামল প্রান্তর চায়
 উষার অরুণ মুখে ;
 চুখনে বার তরুণী ওহাঙ্কর
 নারী হবে রাতারাতি !”
 ওহাঙ্কর চোখে চন্দ্রমল্লি,
 চুলে চেরি-ফুলপাতি ।

“দাঁও হেন বর, হালে ভাবে বার
 প্রাণে সাধনা আসে,—
 কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
 রহিবে যে পাশে পাশে ;
 মেহ হবে বার মধুর উদার
 নিদ্রাঘের শ্রাম ছায়া ।”
 চন্দ্রমল্লি ওহাঙ্কর প্রাণে,
 চেরি-চাক তার কারা ।

হাও হেন পতি বাহার স্মৃতি
 কবে অহরহ রয়,
 জনবের আগে লাগী যে ছিল গো
 মরণে যে পর নয় ;
 অন্ন-তোরণে জন-অরণ্যে
 হারিয়ে ফেলেছি ব্যয় ।”
 ওহাকর নুকে চন্দ্রমলি
 চেরি-কুল মূরছায় ।

“হাও সে যুবকে আছে ব্যয় নুকে
 অকিত মোর নাম,
 যদিও বলিতে পারিনে এখন
 কবে তাতা লিখিলাম !
 কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
 কোন্ বিশ্বত যুগে ।”
 চেরি-কুল সনে চন্দ্রমলি
 জাগে ওহাকর নুকে !

নোঙরি

সংসারের সার

সারা বরষের বড় স্বপ্না সৌরভ
 সঞ্চিত সে থাকে
 স্রমের এক মধু-চাকে ।
 সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব
 লুপ্তাশ্রিত আছে,
 একখানি হীরকের মাঝে !
 সিদ্ধ-ব্যাপী ছায়া-নীল আলোর বলক
 বিয়াজিছে স্বথে,
 কুত্র এক মূর্ত্তার নুকে !

হৃদয়া, সৌরভ, ছায়া-আলোর পুলক
 মোহ ও বৈজব,
 তুলনার তুচ্ছ এই সব ;—
 নিষ্ঠা যে মুক্তার চেয়ে খাটি সমধিক,
 নির্ভর সরল
 হীরকের অধিক উজ্জল ;
 মিলিয়াছে গুঢ়তম নির্ভর নিষ্ঠীক
 শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে,
 তরুণীর প্রথম চুম্বনে ।

ব্রাউনিং

‘রহসি’

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিয়াছে তুলি’
 সে নিভৃত ভাবে নারী সে কহিল মৃ’ধানি তুলি’,—
 “প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”
 সচেত গোলাপ সম ;
 পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”
 সে আওয়ারাজ আজ্ঞা ফোটে নাই কোন সাগর দিয়া ।
 মথুমল-পায়ে জোছনা যেমন ভুবনে নামে,—
 তারি মত চূপে নারী সে কহিল হেলিয়া বামে,—
 “প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”
 সাস্ত্র জোছনা সম ;
 পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”
 সে আওয়ারাজ আজ্ঞা লুকায়ে রেখেছে গিরির দিয়া ।
 সন্ধ্যা যে স্বরে তারাদের ডাকে গোধূলি শেষে
 সেই বৃদ্ধ স্বরে নারী সে কহিল রতসাবেশে,—
 “প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”
 সন্ধ্যা-প্রতিমা সম ;
 পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”
 সে আওয়ারাজে জাগে কান্ডন,—বৃত ওঠে গো জিয়া ।

তুমার গলিয়া যেমন গলিল সরে
 তারি মত হয়ে নারী সে कहিল নিরাণা সরে,—
 “প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”
 তরুণী তটিনী সর ;
 পুরুষ বিতোলু তাহারে কেবল कहিল “প্রিয়া !”
 সে তারার তরু আকাশেরে ডাকে বনের হিয়া ।

বোভাচি

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
 শান্তি শ্রীতি সাধনাতে তারা,
 পাখীর পালক খসলে শোনা যাবে তাও এখন
 এমনি ধারা তরু বহুধরা ।
 প্রিয়া যখন আসবে কাছে এ সেই শুভক্ষণ
 মন্দ যুগু বইছে সাঁঝের বার,
 উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওই ধরছে গো উনন
 এই কাকে সে আসবে গো হেথায় ।
 আসবে কাছে হয়তো তেমন বলবে না কিছুই
 আরি তনু থাকবো পেতে কান,
 থাকব চেরে চোখের 'পরে চোখ ছুটি মোর থুই
 তন্তে আমি পাব তাহার প্রাণ ।
 প্রাণের স্পন্দ তরুর ছন্দ তরবে আমার মন
 সেই আনন্দে খেলবে গো বিদ্যায়,
 হঠাৎ তারে চমকে দেবো—দেবো গো চুখন
 উঠবে হেসে জোনাক পোকার যুথ ।
 যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
 মন যে যখন মনের কথা কর,
 সারা দিনের রক্ত আবেগ করতে নিবেদন
 এই তো সময় এই তো সন্ময় ।

যে-সব কথাই নেইক মানে তাহাই বারবার
 পরস্পরে বলিতে এখন হয়,
 হয় ত কি এক স্থল যেখেনি আজকে বনের ধার
 বর্ণিবা তার তারই পরিচয়।
 যখন ঘরে আলো দেখায় এ সেই শুভক্ষণ
 খুলিতে দেবাজ যখন অকস্মাৎ
 হাতে ঠেকে অনেক দিনের পত্র পুরাতন
 ত'রে ওঠে হর্ষে আখির পাত।

এমিল জ্যাকোবসেন

তাজের প্রথম প্রশান্তি

[মূল কারসী হলের অনুসরণে]

জগৎ-সার! চমৎকার! প্রিয়র শেষ শেষ!
 অমল তার কবর ছায় তহুর তার তেজ!
 উজল দিক! শোভায় ঠিক স্বরগ-উদ্ভান;
 সদাই ভবু স্বাস ঘর,—যেমন প্রেম-ধান!
 পরাগ-খোর আঁড়ন-ভোর কুহুম-ভরপুর,
 সুচার ধূল—চোখের চুল বুলায় রোজ ছর!
 রত্ন-চর দেওয়ালময় মাণিক ছাদ ছায়,
 হীরার হাই হেথায় তাই, মোতির হাস বার!
 এ নির্দ্বাপ মেহেরবান প্রভুর প্রেম-চিন্,
 কুপার নীর হিয়ার ভীর ভাসায় দিন দিন।
 কুহুম-ঠাম ধেরান-ধাম অমল মন্দির,—
 ইহার পর ধাতার বর সদায় রয় থির।
 পাতক হয় হেথায় কর মনের তাপ শেষ,
 শরণ যেই এ ঠাই লয় ফুরায় তার ক্রেশ।
 আইন হার বাহার চার এ ঠাই তার মাক্,
 দোষীর দোষ ও আকশোস হেথায় হয় লাক্।

হিয়ার যৌর প্রিয়ার গোর শোকের মেঘ, হায়,
গভীর শোক চাঁদের চোখ লুপ-লোক ছায়।
শোকীর গান এ নির্ঝাণ,—শোকের সৌন্দর্য,
ইহার কাজ প্রচার—রাজরাজের গৌরব।

সম্রাট সাক্ষাৎসাক্ষ

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রাকৃতিক কঠে বার মূর্ত ভব আশ্রয় আভাস,—
হারালে কেমনে তারে ? পুষ্পধ্বজ ওগো মধুসূদ !
ভোমার প্রাণের নিধি,—কুহধনি মধুপ-গুহন,
কুহ্মিত্ত ক্ষমদল, নিখ হাওয়া জিনিয়া চন্দন,
হুজলা তটিনী আর হুজলন্ত ক্ষেত্র ঘনভ্রাম,
আনন্দের অশ্রুধারা, উজ্জ্বলিত হস্ত অভিরাম,
ভাবায় বে আঁকিয়াছে একে একে মূর্তি এ সবার,—
মচিয়াছে ভাববর্গ মহীয়ান্ মধুর উদার,—
নয়ের হৃদয়ত বত গ্রন্থে বে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,
নারীর মধুর দিতি,—ইন্দ্রজাল—মায়াজাল পেতে
মায়াবী সে মজ্বাক ! গন্ধরাজ চন্দ্রার সৌরভ
ছত্রে ছত্রে ছড়িয়েছে ; ছত্রে ছত্রে হয় অমৃতব
রমণীয়া রমণীয় কঙ্কণের সুরমা বন্ধার ;
পত্রে পত্রে চিত্রিয়াছে বাঙালীর বিচিত্র সংসার
গৃহ গৃহস্থালি-সুখ, যে দেখে সে মুগ্ধ হয় মনে ;
গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, দিবা—সব আছে এ নব স্বপ্ননে ।
বায়বী কল্পনা-ছবি বাস্তবের করেছে মলিন
আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয় পুঁথির যে অক্ষরে নিনীন ।

হে বন্ধের জল স্থল ! হে চির স্বপ্নর ! স্বশোভন !
মধুর ভোমরা সবে ; মধুর বঙ্কিম পবন—
বন্ধের নিকৃৎবনে,—পিক কঠে আছে মধু, জানি,
তা হ'তে অধিক মধু মজ্বাক বঙ্কিমের বাণী ।

বন্ধিরে হিয়া সে যে সুবিপাল বন্ধেরি ছদ্ম,
 দেখেছে সে দেবীমূর্তি স্বদেশের অত্রণ অক্ষয় ।
 বন্ধের বন্ধিমচন্দ্র !—নৃমণি সে ছিল নরকূলে,
 খড়্গ তার ভীক্ধার সাজাইয়া দিয়াছিল ফুলে
 সৌন্দর্য্য-দেবতা নিজে । অন্ন লভি শুক দুর্ব্বৎসরে
 নিরানন্দ কিরেছে সে শৌর্য্যমূর্তি ; মরুভূমি 'পরে—
 হৃদি-পদ্ম জিনি' রাঙা ফুটায়ছে অজস্র গোলাপ ;
 গন্ধে অনবীড় করি' সেতারে সে করেছে আপাণ !

অরবিন্দ ঘোষ

স্বরূপের আরোপ

সজ্জার আলো লেগেছে নয়নে,—
 স্পন্দিত প্রাণ মন ;
 চলিতে দীঘির কিনারে কাঁপিছে
 জাহ্নু ঘিরি' তৃণবন ।
 ঘুমের নিভতে নিশ্বাস পড়ে,
 হংস ফিরিছে ঘরে,
 শাবকেরা তার ঘিরিয়া চলেছে
 ডানা হ'তে জল করে ।

সহসা শুনিহু কণ্ঠ তুলিয়া
 হংস কহিছে ডাকি',
 "চকুতে ধরা রেখেছে যে ধরি
 আমারি মত সে পাখী,—
 মরাল সে জন মরণ-রহিত
 রহে সে গগন 'পরে,
 পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গো
 চাহিলে জ্যোৎস্না করে ।"

আগু বাড়ি' বাই,—ভনিবাবে পাই
 পদ্ম কহিছে সরে,—
 “পূজন পালন করে যে আপনি
 আছে সে বৃন্ততরে ।
 আপনার ছাঁচে মোরে সে গড়েছে ;
 ‘জগৎ’ বাহারে বলে,—
 সে তো সেই মহাপদ্মের দলে
 হিম-কণা টলটলে ।”

ধীরে ধীরে নীরে মৃদিল কমল
 নিরবিল তার গাথা,
 তারার কিরণে দু'আঁখি ভরিয়া
 হরিণ তুলিল মাথা ;
 সে কহিল “হায়, গগনে যে ধায়
 সে এক নিরীহ যুগ,
 নহিলে এমন শাস্ত শোভন
 জীব সে গড়িত কি গো ?”

হরিণেরে ছাড়ি' বাই আগু বাড়ি'
 মধুর হুকারে কেকা,
 উড়ে কহে সে “তুণ পতঙ্গ
 সকলি যে গড়ে একা,
 সে এক মধুর আশারি মতন ;
 এ শোভা সে দেখে মোরে,—
 তারা-ঘেরা পাখা আকাশে দোলায়
 সেই সারা রাত ধ'রে ।”

গোলাপ-গুচ্ছ

শারাদিন আমি বেঁধেছি গোলাপ
গুচ্ছ করি',
এবে একে একে দলগুলি তা'র
নিভেছে হরি' ;
কিতেছি ছড়ারে যে পথে আমার
সে জন বার,
একবার সে কি চাহিবে না ফিরি' ?
চা'বে না ? হয় !
তবে প'ড়ে থাক,— তবে প'ড়ে থাক,—
মরিয়া যা'বে ?
আমি ভেবেছিলুম নয়নে তাহার
পড়িয়া যা'বে ?

হায়, কতকাল	করিয়াছি ভ্রম
সাধিতে হাত,	
ফিরাতে কঠিন	আড়ুল বীণায়
দ্বিগুন রাত ;	
ঝাজিকে আমার	গাহিতে যতন
জানি যে গান,	
সে কি শুনিবে না ?	হায় গো সেজন
দিবে না কান ?	
যাক্ ছিঁড়ে তার,	গান খেয়ে যাক্
জ্বলন্ত তলে ;	
আহা যদি আজ	সেজন আমার
গাহিতে বলে !	

সারাটি জীবন শিখেছি শুধুই
বাসিতে ভাল,
এবার ভেবেছি সাধিনা দেখিব
অলে কি আলো ;

নরক অথবা স্বর্গের আমি করিনে ভয়না ভয়,
এইটুকু জানি,—মানবজীবন প্রাতি মুহূর্তে নয়,
এইটুকু খাটি। বাকী বাহা বল, তাহা মিথ্যার জাল,
বারেক যে ফুল ফুটিল তাহারে চিরতরে নিল কাল।

অকৃত !—নয় ? কত লোক গেছে মৃত্যু-দুয়ার দিয়ে,
একটি প্রাণীও ফিরিয়া এল না পথের বার্তা নিয়ে ;
কোটি কোটি লোক আমাদের আগে গিয়েছে গো ওই পথে,
ওর সন্ধান নিতে হ'লে তবু নিজেকেই হ'বে যেতে !

পর জীবনের পুঁথি পড়িবারে যাত্রা করিল মন,
আখি বাহা কত না পায় দেখিতে করিবারে দর্শন ;
কিরে এসে ধীরে চুপে চুপে মোরে কহিল সে “ওরে ভাই,
আমিই স্বর্গ, আমিই নরক, সে আর কোথাও নাই।”

স্বর্গ—সে শুধু পূর্ণ কামনা,—স্বপন পূর্ণতার,
নরক—সে অন্ততপ্ত মনের বিকট অন্ধকার ;—
যেমন আধার হ'তে কিছু আগে বাহির হ'য়েছি সবে,
যেমন আধারে একদিন, হায়, ডুবিতে আবার হ'বে।

প্রথম মাটিতে গড়া হ'য়ে গেছে শেষ মাহুষের কায়,
শেষ নবায় হ'বে সে ধান্তে তা'রো বীজ আছে তা'য় ;
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ বা করিবে তাই।

বটে গো এমন প্রতিজ্ঞা আমি করেছি বারম্বার,
অহুতাপে মোর কীণ চিন্তের করিব সংস্কার ;
বিচার কয়তা ছিল কি তখন ? ফুল হাতে ঝড়রাজ
জীর্ণ আমার অহুতাপটুকু ছিন্ন করেছে আজ !

তবু বসন্ত গোলাপের সাথে ছুঁবিনেই লয় পার,
 কুহুমগন্ধি বোবন-পুঁথি পলে উলটিয়া বার ;
 কাল যে পাপিরা এই ভরসাথে গাহিতে ছিল গো গান,
 কোথা হ'তে এসে কোন্ পথে হার করিল সে গ্রন্থান ।

• • •
 ওই যে উদয়-শিখরে চন্দ্র খুঁজিছে বোধের সবে,
 বোধের অন্তে এমনি কতই অন্ত উদয় হ'বে,
 উদয়-শিখরে উকি দিবে ধীরে তখনো সন্ধ্যা হ'লে,
 আশ্রয়ের সবে এইখানটিতে খুঁজিবে সে,—নিফলে ।

ওদয় বৈরাগ

ছোড়ান্-কাঠি

অথর্ক বেদ—চতুর্বেদের সর্ক কনিষ্ঠ। বজ্জকাব্যের তত্ত্বধারকবিগকে অথর্কা বা ব্রহ্মা বলিত। এই অথর্কাদের রচিত বেদই অথর্ক বেদ নামে পরিচিত।

অরবিন্দ ঘোষ—(খৃ: ১৮৭২—১৯৫০) ইনি “বদেশ আশ্চার বাগীমুক্তি” নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইংরেজী পদ্য রচনার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আনাক্রেয়ন্—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক গ্রিক কবি। ইনি আত্মজীবন স্মরণ ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন। জন্মভূমি গ্রীস।

ওমর খৈয়াম—(খৃ: ১০৫০-১১২৩) জন্ম খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে। ইনি গণিতশাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ—(খৃ: ১৭৭০-১৮৫০) ইংরেজী-সাহিত্যে কবি-কবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

কীট্‌স্—(খৃ: ১৭৯৫-১৮২১) বিখ্যাত ইংরেজ কবি। ‘সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর’—ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা।

গতিয়ে, তেরোফিল—(খৃ: ১৮১১-৭২) ফরাসী কবি। সমালোচকেরা বলেন, কাব্য-রচনার শব্দ-শিল্পে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

জুবুরিসা—সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিজয়ী কব্জা। ইনি কবি ছিলেন।

টেনিসন—(খৃ: ১৮০২-৯২) ইংরেজ পোয়েট-লরেট। ইনি মহারাজী ভিক্টোরিয়ার সভা-কবি ছিলেন।

তরু দত্ত—(খৃ: ১৮৫৬-৭৭) বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত-বাড়ীর মেয়ে। ইংরেজীতে ও ফরাসীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হন।

নোভটি, য়োনে—জাপানী কবি। আমেরিকায় প্রথম শিক্ষা ও সাহিত্যের হাতে-খড়ি হয়। ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘Seen and Unseen’।

পো, এড্‌গার অ্যালেন্—(খৃ: ১৮০৯-৪৯) জন্ম আমেরিকার বোষ্টন নগরে। ইহার রচনা ইচ্ছাকালের মত মোহকর।

বঙ্কিমোয়ার—(খৃ: ১৮২১-৯৭) ফরাসী কবি। ইনি ‘সুন্দরকে বন্দ’

বেশিভেন না, কিন্তু ‘স্বপ্নকে স্বপ্নের’ বেশিভেন। ইহাকে বীভৎস
রসের কবি বলা যাইতে পারে।

বিবেকানন্দ—(খৃঃ ১৮৬৩-১৯০২) ইনি যুরোপ ও আমেরিকায় ভারত-
বর্ষের আধ্যাত্মিক প্রেৰ্ত্ত প্রতীপন্ন করেন। গল্প গল্প অনেক
লিখিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানকৃত্য পরমহংস ইহার গুরু ছিলেন।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ ব্যারেট—(খৃঃ ১৮০৬-৬১) সাত বৎসর বয়সে
কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন—নারীর ক্ষমতা, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং
কবির প্রাণ একাধারে ইহাতে সম্মিলিত ছিল। ইনি রবার্ট
ব্রাউনিঙের পত্নী।

ব্রাউনিং, রবার্ট—(খৃঃ ১৮১২-৮২) গণ্ডে যেমন কার্লাইল, পণ্ডে তেমন
ব্রাউনিং ; কঠোর, তুর্গম, দুৰ্দ্ধম, কিন্তু সারবান।

ভালমোর, মার্গেলিন—ফরাসী স্ত্রী-কবি। মিসেস্ ব্রাউনিং অপেক্ষা
ইহার রচনা অনেক বেশী মিষ্ট।

ভার্লেন, পল—(খৃঃ ১৮৮৪-২৬) ইহার কবিতা ভাব-সংকেতে অতুলনীয় ;
জয় ফ্রান্সে।

ভ্যারহার্জেন, এমিল—(খৃঃ ১৮৮৫-১৯১৬) বেলজিয়মের শ্রেষ্ঠ কবি ; ইনি
মেগওয়ে কারখানা প্রভৃতির মধ্যে কবিত্বের ভাব পাইয়াছেন।

মিস্ত্রাল—(খৃঃ ১৮৩০-১৯১৪) ইনি ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রভেন্স জেলায়
লোক। ঐ জেলার চলতি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখিয়া
নোবেল পুরস্কার পান। কবির যা লেখাপড়া জানিতেন না,
তাঁহার বৃদ্ধিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ইনি চলতি ভাষায় বই
লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনি বখার্ব মাতৃভাষায় সেবক এবং
মাতৃদেবীর তত্ত্ব সন্ধান।

য়েটস—(খৃঃ ১৮৬৫-১৯৩৩) আয়রল্যান্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের বাণী-
বৃদ্ধি। নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

য়েজকোর্ড—ইনি আমেরিকার কবি।

রসার্মি—(খৃঃ ১৫২৪-৮৫) ইনি এবং ইহার কয়েকটি কবি-বন্ধু ‘সাত ভাই
চম্পা’ বা ‘কৃত্তিকামণ্ডলী’ নামে অভিহিত হইতেন। জয়কৃষ্ণ ফ্রান্স।

ল্যরাল, স্তার আলফ্রেড কবিন—(খৃঃ ১৮৩৫-১৯১১) দিক্তিলিয়ান কবি।
জয়কৃষ্ণ ইংল্যান্ড।

লি-শো—(খৃঃ ৭০১-৬২) চীনদেশের কবি ও বোদ্ধা ; ইহার কবিতা :
বিচিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ ।

সেকং দে লিল—(খৃঃ ১৮২০-২৫) 'কীৰ্ত্তিবন বাজী' নামক ফরাসী
কবিদ্বিগের অগ্রণী ; জন্মকৃষ্ণি রি-ইউনিয়ন ঘোষ ।

লো ভুং—চীনের সুপ্রসিদ্ধ কবি ।

শি কিং—ইহার অর্থ কবিতা-পুস্তক । চীনদেশের প্রাচীন কবিতাসমূহের
সংগ্রহ । এই সংগ্রহ-গ্রন্থের নামই 'শি-কিং' ।

শোনিয়, আত্রে—(খৃঃ ১৭৬০-২৪) সুবিখ্যাত ফরাসী কবি । শালং-
কন্দের সুখ্যাতি করিয়া কবিতা লেখায় প্রাণদণ্ড হয় ।

শেলি—(খৃঃ ১৭৯২-১৮২২) ইহার রচনা বিদ্বাতের মত তীব্র ও উজ্জল ।
ইনি কবি-সমাজের কবি নামে খ্যাত ।

সরোজিনী নাইডু—(খৃঃ ১৮৭২-১৯৪২) ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা
লিখিয়াছেন । নাইডু ইহার স্বামীর উপাধি । ডাক্তার অঘোরনাথ
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা । ভারতীয় রাজনীতিতে ইহার কীৰ্ত্তি
অবিস্মরণীয় । স্বাধীন ভারতে ইনি যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর হন ।

সাজাহান (সম্রাট)—সাহোরে জন্ম হয় । তাজমহল, কিল্লা-ই-সঙ্গ-সুখ,
জুম্মা মসজিদ ও প্রাচীন দিল্লী ইহার কীৰ্ত্তি ।

সুইনবার্ণ—(খৃঃ ১৮৩৭-১৯০২) ইংরেজ কবি । ভাষা ও ছন্দের উপর
অসাধারণ দখল ।

হাফেজ—হিজিরার অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যে জন্ম গ্রহণ করেন । ইহার
রচনায় আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাগবত সাদৃশ্য আছে ।

হুইটম্যান—(খৃঃ ১৮১২-২২) আমেরিকার কবি । প্রচলিত পদ্যরীতির
শাসন অমান্ত করিয়া ইনি অভিনব মুক্তছন্দে প্রেম ও স্বাধীনতার
কাব্য রচনা করিয়াছেন ।

হুগো ভিক্টর—(খৃঃ ১৮০২-৮৫) ইহার কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের অলঙ্কার,
ইহার উপভাস ফরাসী দেশের মহাত্মারত ।

ৎসেন-ৎসান—চীনদেশের কবি । মহাকবি তু ফু ইহার বন্ধু ছিলেন ।
ছন্দের অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কার করিয়া যান ।